১০০ শতাংশ বিশুদ্ধ
100% Pure
db
Dunmunbchkiy Products
মাত্র ২৬ টাকায় এক প্যাকেটে সকল
যজ্ঞ সামগ্রী
HAVAN SAMAGRI
Mob – 8902233863
Special Laxmi Puja and
Dipawali Samagri

www.facebook.com/alipur.barta.5

ইন্টারনেট সংস্করণ ঃ http://www.alipurbarta.org

সাপ্তাহিক
আলিপুর বার্তা

কন্যাশ্রী
কৌশিক মজুমদার

'কন্যাশ্রী' সেরা প্রকল্প
দেশের সেরা নাম,
ভারতবর্ষ মান রেখেছে
দিয়েছে তার দাম।
ভিন্ন রাজ্য জেনেছে সূত্র
মুখ্যমন্ত্রীর কাছে,
সারাদেশে সাড়া পড়েছে
নেই' কো মোরা পিছে।
অর্থবল, লোকবল, কর্মবল
কন্যাশ্রীর ভূমিকা,
জনসেবায় মমতা ব্যানার্জী
সবার কাছেই গীতিকা।।
Advt.

কলকাতাঃ ৪৮ বর্ষ, ৪৭ সংখ্যা, ৩ আশ্বিন – ৯ আশ্বিন, ১৪২১ঃ ২০ সেপ্টেম্বর – ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৪, Kolkata : 48 year : Vol No.: 48, Issue No.47, 20 September - 26 September, 2014 ৮ পাতা মূল্য ৩ টাকা

১৯৬৬ তে তাসখন্দে

নেতাজির সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন লালবাহাদুরঃ সুনীল শাস্ত্রী

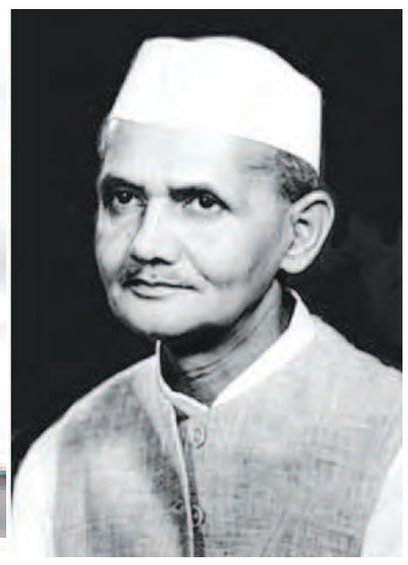

পার্থসারথি গুহ, দিল্লি থেকে ফিরে

নেতাজি সুভাষচন্দ্রের বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যু নিয়ে যে মিথ্যাচার দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে তার বিরুদ্ধে এবার সরব হলেন দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত লালবাহাদুর শাস্ত্রীর পুত্র সুনীল শাস্ত্রী। সম্প্রতি দিল্লির বঙ্গভবন অডিটোরিয়ামে বিশিষ্ট আইনজীবী জয়দীপ মুখোপাধ্যায়ের অল ইন্ডিয়া লিগ্যাল এইড ফোরাম আয়োজিত সম্মেলনে মুখ্য অতিথি হিসেবে উপস্থিত হয়েছিলেন লালবাহাদুর তনয়। সেখানেই অকপটে তুলে ধরলেন এমন সব তথ্য যাতে স্পষ্ট হয়ে গেল ১৯৬৬ সালের জানুয়ারিতেও জীবিত ছিলেন নেতাজি সুভাষ। সুনীল শাস্ত্রীর কথানুযায়ী এইসময় সোভিয়েত দেশের তাসখন্দে শান্তি চুক্তি করতে হাজির তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী নেতাজির সাক্ষাত লাভ করেন। ভিড়ে ঠাসা অডিটোরিয়ামে নিজের অভিব্যক্তি তুলে ধরতে রীতিমতো আবেগতাড়িত হয়ে পড়েন সুনীল। তিনি বলেন, পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধে জয় লাভ করার পর তখন ভারতে লালবাহাদুর শাস্ত্রী প্রবর্তিত 'জয় জওয়ান–জয় কিষাণ' শ্লোগান প্রায় মন্ত্রোচ্চারণে পরিণত হয়েছিল।

সেসময় দুদেশের মধ্যে মৈত্রী স্থাপনের লক্ষ্যে শাস্ত্রীজিকে যেতে হয়েছিল তাসখন্দে। সুনীল শাস্ত্রীর কথা অনুসারে তাসখন্দ সফরকালে তাঁর পিতা জানতে পারেন যে নেতাজি সেখানে আছেন। তৎকালীন ভারতীয় রাষ্ট্রদূত বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত মারফৎ এই সংবাদ পান লালবাহাদুর। সুনীলের কথায় জানা যায়, সেসময় নেতাজির সঙ্গে দেখা করার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠেন তাঁর পিতা। তিনি রুশ কর্তৃপক্ষকে সাফ জানিয়ে দেন, তাঁর নেতা (নেতাজি)–র সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে না দিলে তিনি কোনওভাবেই চুক্তিতে সই করবেন না। লালবাহাদুরের এই অনড় মনোভাব দেখে শেষপর্যন্ত নেতাজির সঙ্গে তাঁকে দেখা করতে দিতে রাজি হয় সোভিয়েত নেতারা। কম্পনমথিত কণ্ঠে সুনীল শাস্ত্রী বর্ণনা দেন নেতাজির সঙ্গে তাঁর পিতার দেখা হওয়ার দৃশ্যটির। যেখানে লালবাহাদুর প্রণাম করেন দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের মূল কাণ্ডারী নেতাজি সুভাষকে। বস্তুত সুনীল শাস্ত্রীর মুখে এই অজানা তথ্য জানার পর বঙ্গভবনের অডিটোরিয়াম কার্যত বাকবিহ্বল হয়ে পড়ে। সুনীল শাস্ত্রী এও জানান, এর অব্যাবহিত পরে তাসখন্দেই অকস্মাৎ মৃত্যু হয় লালবাহাদুর শাস্ত্রীর। যা আদৌ স্বাভাবিক নয় বলে তাঁদের পরিবারের বিশ্বাস বলে জানান সুনীল শাস্ত্রী। তাঁর খেদ তাঁর বাবা ওইভাবে মারা যাওয়ার পরেও কোনওভাবেই সেই মৃত্যু রহস্য উন্মোচনের চেষ্টা হয়নি। ইন্দিরা গান্ধি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরে কেন কোনও তদন্ত কমিশন গঠিত হয়নি সেই দাবিও করেন সুনীল।

একইসঙ্গে তিনি জানান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কাছে পিতার মৃত্যু রহস্যের যবনিকাপাত ঘটানোর আবেদন জানাবেন। নেতাজি সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধানের মতোই লালবাহাদুর শাস্ত্রীর মৃত্যু রহস্যের তদন্ত হওয়া উচিত বলেও দাবি করেন তিনি। একইভাবে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু রহস্যের জট ছাড়ানোর আবেদনও জানান এই বর্ষীয়ান নেতা। বাংলার সঙ্গে লালবাহাদুরের নাড়ির যোগ ছিল বলে উল্লেখ করেন সুনীল শাস্ত্রী। অনেক ছোট বয়সের স্মৃতিচারণ করে তিনি বলেন, বাবার সঙ্গে বাংলায় গিয়ে দেখেছি সেখানকার মাটিকে প্রণাম করছেন বাবুজি(লালবাহাদুর)। উল্লেখ্য, অল ইন্ডিয়া লিগ্যাল এইড ফোরাম আয়োজিত দিল্লির এই জাতীয় সম্মেলনে দেশের তিন মহারথী নেতাজি, লালবাহাদুর এবং শ্যামাপ্রসাদের উপর বিশেষভাবে আলোকপাত করা হয়েছিল। যাতে সামিল হন সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি তথা বর্তমানে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারপার্সন বালাকৃষ্ণাণ–সহ বিশিষ্টরা।

নেতাজি গবেষক ডঃ জয়ন্ত চৌধুরীর সংযোজন দেরিতে হলেও সত্য ক্রমশ প্রকাশ পাচ্ছে। নেতাজি তদন্তে নিযুক্ত মুখার্জি কমিশনে গোপনীয় কয়েকটি নথি এসেছিল যেখানে জানা যায় সুভাষ চন্দ্র বসুর ভাষণ মস্কোর রেডিওতে সম্প্রচারণের তথ্য। আজাদহিন্দ সরকারকে সোভিয়েত রাশিয়া স্বীকৃতি জানিয়েছিল এমন তথ্য মিলেছে। স্ট্যালিন নেতাজিকে গাড়ি ও ছোট প্লেন দিয়েছিলেন তাঁর ব্যবহারের জন্য। ফৈজাবাদের অনামী সন্ন্যাসী ভগবানজী ওই সময় সোভিয়েত ইউনিয়নে ছিলেন এমন তথ্য শোনা যায় তাঁর অনুগামীদের কাছ থেকে।

আসল সমস্যা এখন রাজনীতির হাতিয়ার

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

আগুন ছড়ালো বিশ্বভারতীতেও। *ছবি : সৌমিতা চৌধুরী*

ওঁকার মিত্র

স্রেফ ছাত্র–শিক্ষক সম্পর্কের অবনতির জের। গুরু–শিষ্য, সন্তান–পিতা সম্পর্ক এখন সংঘর্ষের প্রতিরূপ। কেউ কাউকে খুনী বলতেও দ্বিধাবোধ করে না। আর এসবই রাজনৈতিক ভাবনার কল্যাণে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনায় সাধারণ পড়ুয়াদের প্রতিক্রিয়ায় ফুটে উঠেছে এই আবহ। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে শ্লীলতাহানি, তার জেরে ছাত্রছাত্রীদের আন্দোলন, দাবিদাওয়া, উপাচার্যের সংবেদনশীলতা সবটাই এখন রাজনীতির হাতিয়ার। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ছাত্রীর কান্নাভেজা আর্তনাদ – 'আমরা নিজেদের অজান্তেই কেমন যেন রাজনীতির হাতিয়ার হয়ে উঠছি। আমাদের নিজস্ব সমস্যা আস্তে আস্তে রাজনৈতিক ইস্যু হয়ে উঠছে। ইস্যুটা ছড়িয়ে যাচ্ছে রাজ্যের সর্বত্র। যার ফলে রাজনীতিকদের তরজা বাড়বে, দু–তরফে আক্রোশ বাড়বে, অচলাবস্থা দীর্ঘস্থায়ী হবে, পঠন–পাঠন লাটে উঠবে।' পাশ থেকে আর এক ছাত্রীর আক্ষেপ 'কয়েকদিন বাদে ইস্যুটা থিতিয়ে যাবে। যারা ফায়দা তোলার তুলে নিয়ে যাবে।আসল ক্ষতি হবে আমাদের।' ছাত্র–ছাত্রীদের প্রতিক্রিয়ার সূত্র বলছে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এক ছাত্রীর শ্লীলতাহানির ঘটনায় গর্জে উঠেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া মহল। অবস্থান, ঘেরাও সংগঠিত হল নিগৃহিতা ছাত্রীর প্রতি অসভ্য আচরণের প্রতিবাদে। আন্দোলন যতই বেআইনি হোক না কেন উপাচার্যের ভূমিকায় বিশ্ববিদ্যালয়ে পুলিশি তৎপরতা সংঘর্ষের চেহারা নেয়, আহত হয় পড়ুয়ার দল, আহত হয় শিক্ষা। এরই মাঝে নিজে উপস্থিত থেকে পরিস্থিতি না সামলিয়ে কার্যত পালিয়ে যান উপাচার্য। অভিযোগ ওঠে বহিরাগতদের অনুপ্রবেশের। ঘটনা পরম্পরার প্রতিটি বাঁকে দেখা গিয়েছে রাজনীতির কুৎসিৎ হাতছানি।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ইদানিং স্বমহিমায় সাড়া ফেলে দেওয়া দেশের এক পাঁচতারা বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্ভাসিত। এ সাফল্য কোনও রাজনীতিকের নয়। এ সাফল্য এসেছে ছাত্র–শিক্ষকদের অক্লান্ত প্রচেষ্টায়। আরও বহুদূর যেতে হবে যাদবপুরকে। রাজ্য নয়, দেশ নয়, বিশ্বের এক নম্বর বিশ্ববিদ্যালয় হতে হবে। এই শপথের বাতাবরণ যখন তৈরি হচ্ছে তখন তার গতি রোধ করতেই এমন শ্লীলতাহানির ঘটনা, অসহিষ্ণু আন্দোলন ও উপাচার্যের অমানবিক আচরণ। তাই সকলে মিলে স্লোগান উঠুক –

যেতে হবে অনেক দূর
রাজনীতি ছাড়ুক যাদবপুর

অনেক হয়েছে। যাদবপুরের গায়ে কালি লাগাবার প্রচেষ্টায় উদ্যত রাজনীতিকদের পালের হাওয়া কেড়ে নিয়ে প্রচার মাধ্যমের ক্যামেরার বাইরে সমস্ত রাজনৈতিক মতবাদ ছেড়ে দিয়ে উপাচার্য, অধ্যাপক, ছাত্র–ছাত্রী, প্রশাসন অবিলম্বে বসে সিদ্ধান্ত নিন – ১) দ্রুত শ্লীলতাহানির ঘটনার কিনারা করে দোষীকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। ২) পঠন–পাঠনের উন্নতি ঘটিয়ে এই ঘটনার জবাব দিতে হবে। ৩) বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনীতির অনুপ্রবেশ বন্ধ করতে হবে। ৪) ছাত্র–শিক্ষক–অভিভাবক সকলেই সংবেদনশীল আচরণ করবেন। ৫) উপাচার্য থেকে ছাত্রছাত্রী থেকে অশিক্ষক কর্মী যাঁরা রাজনীতির লোক, রাজনীতি করতে চাইছেন তাঁরা অবিলম্বে ছাড়ুক যাদবপুর।

এক সময়ের অনুকরণযোগ্য এই রাজ্য ক্রমশ পিছিয়ে পড়ছে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় তার মধ্যে ব্যতিক্রম। নিজ গরিমায় রাজ্যের মুখ উজ্জ্বল করছে। অনেকেই এখন গর্ব করে বলেন আমি যাদবপুরের প্রাক্তনী। এ গর্ব ভেঙে দেবার চেষ্টা সকলে মিলে রুখতে হবে। একে একে সব প্রদীপই নিভে যেতে বসেছে। শিক্ষার এই উজ্জ্বল আলোকে ধরে রাখার দায়িত্ব রাজ্যের সকলের। আসুন সকলে আমরা সেই চেষ্টাই করি।

স্বপ্নপূরণ–এর স্বপ্নহত্যা

কল্যাণ রায়চৌধুরী

উত্তর ২৪ পরগনা: একদিকে সারদাকাণ্ড নিয়ে গোটা রাজ্যজুড়ে তোলপাড় হচ্ছে, সিবিআই তদন্তে উঠে আসছে একের পর এক বিভিন্ন রাঘব বোয়ালদের নাম। এ সময় উত্তর ২৪ পরগনার দত্তপুকুরে প্রায় পাঁচ হাজার আমানতকারীর স্বপ্ন ভেঙে দিল স্থানীয় চিটফাণ্ড সংস্থা 'স্বপ্নপূরণ'। স্বপ্নপূরণের প্রলোভন দেখিয়ে সারদা–সহ আর পাঁচটা অর্থলগ্নি সংস্থার মতোই প্রতারণার ফাঁদ পেতে বসেছিল সংস্থাটির কর্ণধার রুমা মুখার্জি। দত্তপুকুর স্টেশনর সংলগ্ন ১ নম্বর রেলগেটের ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে একটি বাড়ি ভাড়া নিয়ে ২০০৭ সাল নাগাদ অফিস খুলে বসলেন এই দম্পতি। এরপর মোটা কমিশনের প্রলোভন দেখিয়ে ধীরে ধীরে এলাকার প্রায় জনা পচিশ বেকার যুবক, যুবতী ও গৃহবধূকে এজেন্ট করে ভিড়িয়ে নেন সংস্থায়। প্রাথমিক পর্যায়ে সংস্থার নাম দিয়েছিলেন 'স্বপ্নপূরণ ওয়েলফেয়ার সোসাইটি'। এই সংস্থার অধীনেই এজেন্টরা দত্তপুকুর এলাকা থেকে টাকা তুলতে শুরু করেন। এমনকি রুমা মুখার্জি নিজেও এজেন্টের কাজ করতেন। বাড়ি বাড়ি গিয়ে তিনিও টাকা তুলতেন। তার সঙ্গে থাকত স্বামী অরূপ মুখার্জিও। 'আমি এলাকার মানুষ, টাকা মেরে পালাবো না'। এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে টাকা তুলতেন রুমা। এলাকার দিনআনা, দিন খাওয়া দরিদ্র মানুষ সহ সাধারণ চাকুরিজীবীরাও মোটা অংকের সুদের লোভে টাকা জমাতে থাকেন এই সংস্থায়। ধীরে ধীরে যেমন এজেন্ট বাড়তে থাকে, তেমনই বাড়তে থাকে আমানতকারীদের সংখ্যা ও সংস্থার ফান্ড। পাপড়ি পালচৌধুরি, সোনালী বসু, টুম্পা দাস, শিপ্রা চ্যাটার্জি, রাকেশ সাহা, সোমা দাস–সহ প্রায় ২৫ জন এজেন্ট যুক্ত হন এই সংস্থায়। এসময় হঠাৎই সংস্থার নাম পরিবর্তন করেন সংস্থার কর্ণধার। পরিবর্তিত নাম হয় 'স্বপ্নপূরণ ট্রাস্ট'।

পরে এই ব্যবসায় যোগদান করেন স্থানীয় বাসিন্দা সুব্রত মুখোপাধ্যায় ও তাঁর স্ত্রী জয়া মুখোপাধ্যায় ও উজ্জ্বল চক্রবর্তী। উল্লেখ্য, যে বাড়িটি ভাড়া নিয়ে রুমা মুখোপাধ্যায় কারবার চলাতেন বাড়ির মালিকরা ব্যবসায় যোগ দেওয়ার পর প্রশাসনের নজর ফাঁকি দিতে পুনরায় সংস্থাটির নামের পরিবর্তন ঘটে। এবারের নামকরণ হয় স্বপ্নপূরণ ট্রেডিং। নামের পরিবর্তনের পাশাপাশি স্কিমের পরিবর্তন করে চলতে থাকে টাকা তোলা। দৈনিক, মাসিক ও এককালীন জমা স্কিমে বাজার থেকে টাকা তুলতে থাকে স্বপ্নপূরণ ট্রেডিংয়ের এজেন্টরা। প্রায় পাঁচ হাজার আমানতকারীর থেকে সংগৃহীত টাকার পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় পাঁচ কোটি বলে এজেন্টরা জানান। এজেন্টরা আরও জানান, ব্যবসার শুরুতে কিছু আমানতকারী সুদে আসলে টাকা ফেরৎ পাওয়ায় এলাকায় তৈরি হয় সংস্থার প্রতি বিশ্বাসযোগ্যতা। আর এই বিশ্বাসযোগ্যতাকেই পুঁজি করে বাড়তে থাকে এজেন্ট ও আমানতকারীর সংখ্যা। কিন্তু সারদাকাণ্ড একেবারে প্রকাশ্যে আসায় ও ব্যাপকভাবে চিটফান্ড ব্যবসায় জল ঘোলা শুরু হওয়ায়, ২০১৪ সালের একেবারে গোড়ায় ব্যবসা গোটাতে শুরু করেন রুমা মুখোপাধ্যায়রা। নতুন করে বাজার থেকে টাকা না ওঠায় সমস্ত ম্যাচুরিটিও বন্ধ করে দেয় মালিক পক্ষ। এতেই সন্দেহ জাগে এজেন্ট ও আমানতকারীদের মনে। আমানতকারীরা সারদাকাণ্ডে আতঙ্কিত হয়ে টাকা ফেরতের দাবিতে ভিড় জমান সংস্থায়। এজেন্টদের অভিযোগ, রুমা মুখোপাধ্যায়রা টাকা ফেরতের প্রতিশ্রুতি দিলেও কার্যক্ষেত্রে নানা টালবাহানা করতে থাকেন। এমতাবস্থায় গত ১০ মার্চ এজেন্ট ও আমানতকারী অফিস ঘেরাও করেন। মালিকদের ঘরে আটকে রেখে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। অবশেষে জনতার দাবির কাছে নতি স্বীকার করেন তারা।

এরপর পাঁচের পাতায়

উপনির্বাচন বলছেঃ জনবিচ্ছিন্ন হওয়া শুধু সময়ের অপেক্ষা

নিজস্ব প্রতিনিধি: ছোট নির্বাচন, বড় ভাবনা। এটাই এবারের উপনির্বাচনের এ রাজ্যের পাঞ্চ লাইন। পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে ভোটারদের মধ্যে মেরুকরণ শুরু হয়ে গিয়েছে। সবচেয়ে শেষ স্থান দুটি দখল করেছে একসময়ের দুই শাসক দল। চৌরঙ্গিতে চতুর্থ সিপিএম আর বসিরহাটে কংগ্রেস। শুধু ফেল করা নয়। এই দুটি দলের ভোট কমেছে উল্লেখযোগ্য হারে। ভোটারদের মন কেন্দ্রীভূত হচ্ছে দুই চুম্বকীয় মেরু তৃণমূল ও বিজেপিতে। ভাবনার বিষয় ঠিক এই মেরুকরণের সন্ধিক্ষণে।

এই নির্বাচনের শিক্ষা, ভাবতে হবে সকলকে। একদা ঐতিহ্যশালী কংগ্রেস গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে জেরবার। এক একজন নেতা এক একটি দল। প্রত্যেকের আলাদা আলাদা মতবাদ। কেউই ঝেড়ে কাশেন না। ফলে ক্রমে ক্রমে প্রাগৈতিহাসিক শক্তিতে পরিণত হচ্ছে। এখনও কিছু ভোট তাকলেও ভবিষ্যত শূন্য। দলের যা হয় সকলের আগে। এই অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য চাই মানুষের পাশে প্রতিনিয়ত থেকে আন্দোলন প্রতিবাদে সামিল হওয়া যা এখন

চৌরঙ্গী		বসিরহাট দক্ষিণ	
	লোকসভা	উপনির্বাচন	লোকসভা	উপনির্বাচন
	২৯.৯৯%	৩৯.৬৪%	২৩.০৮%	৩৬.৩৫%
	২৫.৬৯%	২৪.৮১%	৩৮.০৮%	৩৭.১৮%
	৩১.৩৪%	২৪.১২%	১২.২৪%	১১.৪১%
	৯.৪%	৯.১৯%	২১.০৫%	১৩.০৩%

হোক নেতারা কিন্তু প্রচারের আলোয় আসতে মরিয়া, বক্তৃতা–বিবৃতি দিতে কংগ্রেস কর্মীদের কাছে দুঃস্বপ্নের মতো। পিছনে থাকবার মতো নেতা কই। সকলেই যে যার মতো সুযোগ খুঁজতে ব্যস্ত।

এবার আর এক জনবিচ্ছিন্ন দল (নামে জোট) সিপিএম। এ দলের পক্ককেশ নেতারা স্থির করে ফেলেছেন দলটাকে শেষ করার আগে নিজেরা যাবেন না। নিজেদের কৃতকর্মের ফল এখন হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন। মুখে এখন যে কথাগুলো বলছেন সেগুলো সবটাই উপেক্ষিত থেকেছে ক্ষমতা কুক্ষিগত করার লোভে। কর্মীরা এদের ছেড়ে একটা নতুন দল করলে বাঁচার আশা আছে নতুবা নয়।

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতায় আশা জাগানো তৃণমূল কংগ্রেস। এখন মানুষ বিশ্বাস করেন এই দলের কর্ণধার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। তার মধ্যেই থাবা বসাচ্ছে বিজেপি। ইতিমধ্যে রাজ্য জুড়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহকর্মীদের নিয়ে শুরু হয়েছে নানা প্রশ্ন। জনগণ এখনও সঙ্গ না ছাড়লেও এখনই সাবধান হতে হবে। নইলে পরে পস্তাতে হবে।

বিজেপি এ রাজ্যে সংগঠনহীন এক নগণ্য দল। তারাই এখন সবচেয়ে সম্ভাবনাময় শুধু কেন্দ্রের ক্ষমতায় আসার জন্য নয়, বরং এ রাজ্যের অন্য বিরোধী দলগুলো ক্রমশ জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে বলে। তবে বিজেপি নেতাদের উৎফুল্ল হওয়ার কিছু নেই। ক্ষয়ের রাজনীতিতে পুষ্ট হলেই দল বৃদ্ধি হয় না। নিজেদের চেয়ার ছেড়ে জনগণের পাশে নেমে আসতে হবে। তাদের সুখে–দুঃখে পাশে থাকতে হবে। এর জন্য চাই মেদহীন সংগঠন। না হলে শুধু ২০১৬'র স্বপ্ন বাস্তবে রূপ পাবে না।

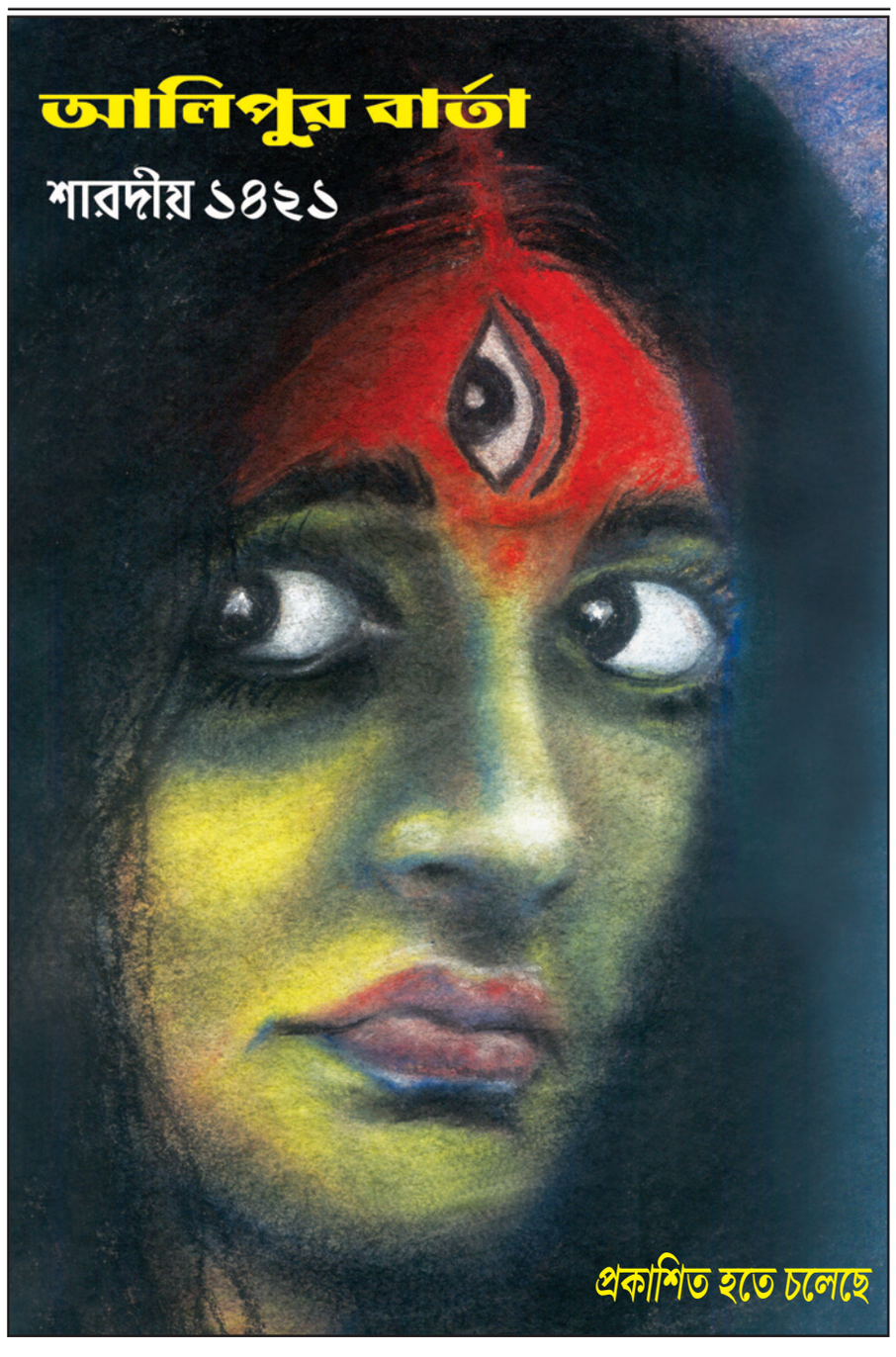

বিশ্বকর্মা দিবসে

বিশ্বভারতীতে শিল্পোৎসব

সৌমিতা চৌধুরী

গত ১৭ই সেপ্টেম্বর, বুধবার বিশ্বভারতী শান্তিনিকেতনে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল শিল্পোৎসব। প্রতিবছর এই দিনে সব জায়গায় বিশ্বকর্মা পুজো পালন করা হলেও, গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আমল থেকে এখানে পালিত হয়ে আসছে শিল্পোৎসব।

এইদিন সকাল পাঁচটায় বৈতালিক ও তারপরে সানাই দিয়ে দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। তারপর অতিথিবরণ, বৈদিক মন্ত্রপাঠ এবং নাচ ও গানের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি ক্রমশ এগিয়ে চলে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশ্বভারতীর উপাচার্য অধ্যাপক শ্রী সুশান্ত দত্তগুপ্ত এবং শিল্প সদনের প্রাক্তন অধ্যাপক শ্রী প্রবীর দাশগুপ্ত। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে সকালে একটি শিল্প–প্রদর্শনী, বিকেলে শান্তিনিকেতন এবং শ্রীনিকেতনের ছাত্রদের মধ্যে একটি ফ্রেন্ডলি ফুটবল ম্যাচ এবং পি.এস.বি. কমিউনিটি হলে তাসের দেশ নাটকটি মঞ্চস্থ হয়।

শান্তিনিকেতনের শ্রীনিকেতনে বিশ্বকর্মা পূজার এই দিনটিতে শিল্পোৎসব পালন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সময়কালীন রীতি। মূর্তি পূজার ঘোর বিরোধী ও ব্রাহ্ম ধর্মে দীক্ষিত রবীন্দ্রনাথ, শিল্প সদন ও শিক্ষা সদনের ছাত্রছাত্রী এবং কর্মীদের জন্যেই এই প্রথার প্রচলন করেন। অনুষ্ঠানে এখানকার কর্মী সম্প্রদায়ের মানুষ তাদের শিল্পকর্ম সাজিয়ে তোলার রসদ, তাদের যন্ত্রপাতিগুলি রাখেন এবং তারপর বৈদিক মন্ত্রস্রোত উচ্চারণের মাধ্যমে শিল্প বন্দনা করা হয়। এই শিল্পোৎসবে প্রতি বছর একজন প্রখ্যাত শিল্পীকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। এই বছর বিখ্যাত শিল্পী প্রশান্ত পাল এই সম্মানে স্বীকৃত হয়েছেন।

কলকাতার পুজোকে সম্মানিত করতে এবার বিচারকের আসরে বিদেশিরাও। ছবি : উৎপল কুমার রায়

এ আর এন্টারপ্রাইসেস–এর নবম বছরের বিশ্বকর্মা প্রতিমা। –নিজস্ব চিত্র

পায়ে পায়ে পাড়ায় পাড়ায়

হাওড়া ঘুরে বৈশালী সাহা, অমিত জানা, অভিজিৎ হাজরা।

সাহাপুর সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি
'উত্তরাখণ্ড বিপর্যয়'

'দেখো যারা ঠ্যায়েরকে, মেরা দেশ রো রাহা হ্যায়...' অমিতাভ বচ্চনের গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বর এখনও বহু মোবাইলের রিংটোন। বলাবাহুল্য একটা

পুজো পার করেও সেই ধ্বংসাত্মক রেশ সম্পূর্ণরূপে মুছে যায়নি। ২০১৩ সালের জুন মাসে হিমালয়ের মারণস্রোতে যে হাজার হাজার তীর্থযাত্রী প্রাণ হারিয়েছিলেন উত্তরাখণ্ডে, প্রধানত সেই বিপর্যয়কে কেন্দ্র করে ওই সকল অমর আত্মার প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন পরিকল্পনায় ৬৬তম বর্ষে ভাবনার বহিঃপ্রকাশ রূপকার শ্রী তাপস রায়ের।

ভাঙা কেদারনাথ মন্দির, জলে ভাসমান শিবমূর্তি, আটকে পড়া মানুষজন, হোটেল বাড়িঘর, ক্রেন–হেলিকপ্টারের সাহায্যে উদ্ধার কাজ, এই বিধ্বংসী রূপটি বিদ্যুৎ চমকানো, মেঘের গর্জনের শব্দ ও আলোর খেলায় দর্শকরা দেখবেন একটি ৮ মিনিটের শোয়ে। কমিটির যুগ্ম সম্পাদক প্রীতম রায়চৌধুরী জানান, 'মানুষ গুহার ভেতর প্রবেশ করে সাবেকি প্রতিমা দর্শন করবেন।'

হাওড়া বেনিয়াপাড়া ক্লাব

৬৯ এই বছরের এই সাবেকি পুজো নিজেদেরকে সচেতনভাবে সরিয়ে রেখেছে থিমপুজোর ভিড় থেকে। এবছর তাদের মণ্ডপ গড়ে উঠছে অন্ধ্রপ্রদেশের এক মন্দিরের অনুকরণে। কৃষ্ণনগরে তৈরি প্রতিমাই মূলত এই পুজোর ইউএসপি। পুজো সম্পাদক বিন্দু সরকার জানান, 'পুজোর সবকটাদিনেই দেবী আরাধনার পাশাপাশি বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মানুষদের আনন্দ দেওয়াটাই আমাদের মূল লক্ষ্য।'

মাঙ্গলিক

হাওড়া জেলায় সালকিয়া অ'লে মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত দুর্গাপুজো এক অনন্য স্থান করে নিয়েছে। থিম পুজোর জটিলতা থেকে দূরে সরে সাবেকি আনার মধ্যে বাঙালির আনন্দ উৎসবে অংশগ্রহন করাই ওনাদের উদ্দেশ্য বলে জানান, যুগ্ম–সম্পাদক রূপা সাহা ও লীনা দত্ত।

খিদিরপুর পল্লী শারদীয়া
'হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা'

খিদিরপুর অ'লের অন্যতম পুজো পল্লী শারদীয়া'র এবছরের পুজোমন্ডপ জুড়ে থাকছে ইলিউশানের খেলা।পুরো মন্ডপ জুড়ে থরে–থরে সাজানো বিভিন্ন আয়না।এছাড়াও টিন,কাগজের রোল,প্লাই প্রভ'তির সাহায্যে তৈরি অসাধারণ সব শিল্পকর্মই এবছর এই পুজোমন্ডপকে অন্যদের থেকে আনেকটা এগিয়ে রাখবে বলেই মনে করছেন উদ্যোক্তারা। শিল্পী শিবশঙ্কর দাস জানালেন, 'দর্শকেরা মন্ডপে প্রবেশ করলেই এক অসীম পৃথিবীর মধ্যে নিজেদের আবিষ্কার করবেন।মন্ডপের শেষ প্রান্ত বলে কোনও কিছুকেই দর্শকরা চিহ্নিত করতে পারবেন না।' মায়াবি আলোর কারসাজির সাথে ইলিউশানের খেলা–একটু অন্যরকমের এই পুজোমন্ডপ সহজেই যে দর্শককে আকর্ষণ করবে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

'স্বাধীনতার দশভূজা'
সাতাশি তরুণ সংঘ

সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষে শিল্পী সৌরভ জানা–র ভাবনায় উঠে এসেছে স্বাধীনতা সংগ্রামের দশজন মহীয়সী নারী। কীভাবে তারা এই আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেছিলেন, তার শক্তির তুলনা করা হয়েছে দেবী দুর্গার দশটি হাতের স্বরূপে। মন্ডপকে আলো ঝরে থাকবে দুর্গারূপী ভারতমাতা।

রূপসী বাংলা
সজীব সংঘ, হাওড়া

৬০তম বর্ষে শিল্পী কানু হাজরা থিম পরিকল্পনা ও রূপায়ণে দর্শনার্থীরা মন্ডপে প্রবেশ করে সাঁকো পার হয়ে পৌঁছবেন দুর্গা মন্দিরে। পাহাড়,

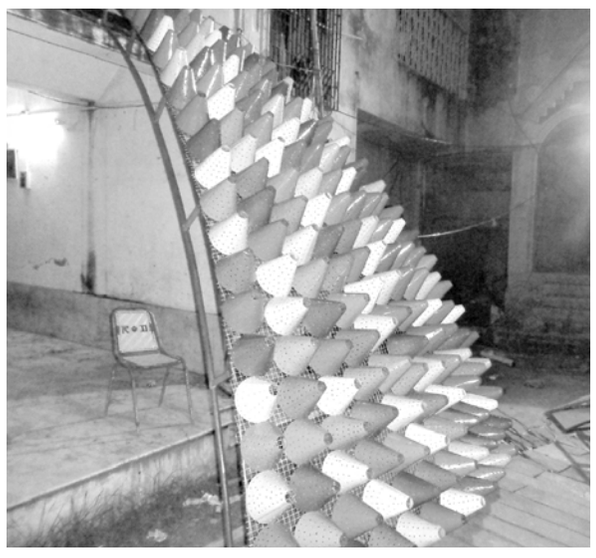

ধানক্ষেতের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ফুটে উঠবে গ্রামবাংলার রূপ।

স্বপ্নদ্বীপ
সবুজ সংঘ, আন্দুল

৪০তম বর্ষে শিল্পী সন্দীপ মুখোপাধ্যায়ের ভাবনায় উঠে আসবে সত্যজিৎ রায়ের কাল্পনিক কাহিনীর অনুকরণ। মন্ডপের চারিদিকে গাছের জঙ্গল আর মাঝে সবুজের অন্তরে দেবী দশভূজা অধিষ্ঠিতা হবেন। মাটির মডেলে থাকবে আদিবাসীরা।

হস্তশিল্পের প্রসারে রাজ্য সরকার এবার ব্যাপক উদ্যোগ নিয়েছে

নিজস্ব প্রতিনিধি : ক্ষুদ্রশিল্পের মধ্যে সবচেয়ে বেশি লোকের কাজের ব্যবস্থা হয় হস্তশিল্পে। এই মুহূর্তে রাজ্যে হস্তশিল্পীর সংখ্যা প্রায় সাড়ে ৫ লাখের মতো। হস্তশিল্পের সবচেয়ে বড় সুবিধা হল এই সামগ্রী তৈরির জন্য তেমন কোনও বড় যন্ত্রপাতি ও বেশি পুঁজি লাগে না। কিন্তু দেশের পাশাপাশি বিদেশেও ভালো বাজার আছে। হস্তশিল্পী মানে এখন আর আধপেটা খেয়ে বেঁচে থাকা নয়। বরং উপযুক্ত ট্রেনিং নিলে বিক্রির বাজারের কল্যাণে হস্তশিল্পীরা এখন সহজেই নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারেন। গ্রামাঞ্চলের পাশাপাশি শহরতলির ছেলেমেয়েরাও আজ নিশ্চিন্তে হস্তশিল্পের মাধ্যমে রুজি–রোজগারের পথ বেঁচে নিতে পারেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প দফতর এখন হস্তশিল্পের কাজে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে। হস্তশিল্প ও শিল্পীদের উন্নদি ও প্রসারে রাজ্য সরকার এইসব উদ্যোগ নিয়েছে:

(১) হস্তশিল্পের প্রসারের জন্য তৈরি হচ্ছে ব্র্যান্ড বেঙ্গল কর্পোরেশন আর ক্ষুদ্র ও বস্ত্রশিল্প দফতরের অধীনে আলাদা ডিরেক্টরেট।

(২) বিধাননগরের তন্তুজ ভবনে যে স্টেট ডিজাইন সেন্টার চালু হয়েছে সেখানে হস্তশিল্পীদের বিজনেস ম্যানেজমেন্ট ট্রেনিং ও মার্কেটিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

(৩) হস্তশিল্পের ব্যবসা বাড়ানোর জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দফতরের যৌথ উদ্যোগে সরকারি উদ্যোগে গবেষণা ও বিকাশের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। এর ফলে আরও বেশি সংখ্যায় বিভিন্ন হস্তশিল্প ভৌগোলিক সূচকের তালিকায় স্থান করে নিতে পারবে।

(৪) রাজারহাটে গড়ে উঠেছে 'বাংলার হাট'। এখন শিলিগুড়ি ও শান্তিনিকেতনে কয়েক মাস অন্তর হস্তশিল্প মেলার আয়োজন করা হচ্ছে।

(৫) উত্তবঙ্গের মানুষের ককাছে দক্ষিণবঙ্গের শিল্পীদের তৈরি করা সামগ্রী

কাজের খবর

পৌঁছে দেওয়ার জন্য রাজ্যের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প দফতর তৈরি করেএছ দিল্লি হাটের অনুকরণে একটি গ্রামীণ হাট। এখানে সারা বছর পণ্য বেচা–কেনা করা যাবে।

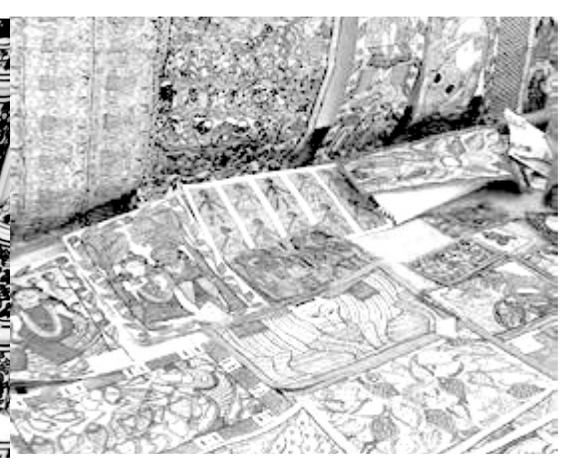

(৬) এখন বাংলার হস্তশিল্পের বিপণী চিন ও ব্রিটেনসহ ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে দেওয়া হবে। এজন্য কলকাতা বিমান বন্দরে গড়ে তোলা হয়েছে বিশ্ববাংলা বিপণী। সম্প্রতি দক্ষিণাপণেও এই বিপণী চালু হয়েছে। ধর্মতলাতেও একটি বিশ্ববাংলা বিপণী খোলার কথা আছে। এছাড়া চেন্নাই ও দিল্লিতেও বিপণী খোলা হবে।

(৭) ২০১৩ সালে ইউনেস্কোর সঙ্গে রাজ্য সরকারের যেচুক্তি হয়েছে, তাতে ইউনেস্কোর উদ্যোগে হস্তশিল্পীদের ট্রেনিং শুরু হয়েছে। ওই চুক্তি অনুযায়ী রাজ্যের জেলার ১০টি গ্রামের ২ হাজার শিল্পীকে ৩০ মাস ধরে ট্রেনিং ও প্রযুক্তিগত সাহায্য দেওয়া হবে।

(৮) হস্তশিল্পকে আন্তর্জাতিক বাজারে বিপণনের উপযোগী করে তুলতে প্রথম দফায় এই ১০টি শিল্প বাছাই করা হয়েছে: কাঠের পুতুল, মাটির পুতুল, শীতল পাটি, কাঠের মুখোশ, কাথাশিল্প, ডোকরা, টেরাকোটা, পটচিত্র, মাদুরকাঠি ও মুখোশ। এইসব শিল্প ঘিরে রাজ্যের ৯টি জেলায় চলবে বিপণন।

কোন জেলায় কোন হস্তশিল্পকে সামনে রেখে তৈরি হয়েছে শিল্পগ্রাম :

(ক) কোচবিহারের ঘুঘুমারি গ্রামে, শীতলপাটি, (খ) দক্ষিণ দিনাজপুরের কুশমন্ডি (বেলডাঙা) গ্রামে, কাঠের মুখোশ, (গ) বীরভূমের নানুরে, কাঁথাস্টিচ, (ঘ) নদিয়ার ঘূর্ণিতে, মাটির পুতুল, (ঙ) বর্ধমানের নতুন গ্রামে, কাঠের পুতুল, (চ) বাঁকুড়ার দরিয়াপুর ও বিকনা গ্রামে, ডোকরা। আর এই জেলার পাঁচমুড়া গ্রামে, টেরাকোটা, (ছ) পুরুলিয়ার চড়িদা গ্রামে, ছৌ–মুখোশ, (জ) পশ্চিম মেদিনীপুরের বিংলার নয়া গ্রামে, পটচিত্র, (ঝ) পর্ব মেদিনীপুরের বারবাসুদেবপুর (ভগবানগোলা ১নং) গ্রামে, মাদুরকাঠি। আজ নিশ্চিন্তে এইসব শিল্পগ্রামে শিল্পীরাই হবেন বিক্রেতা। আর ক্রেতারা সরাসরি কিনতে পারেন।

(৯) ট্রেনিং ও প্রযুক্তিগত সাহায্যের জন্য চালু হয়েছে ডিজাইন ফেসিলিটি সেন্টার।

ঠিকানা : তন্তুজভবন, ৬ষ্ঠ তল, সল্ট লেক সিটি, কলকাতা–৬৪।

(১০) ইএম ওয়ান ও ইএম টু নথিভুক্তর জন্য চালু হয়েছে অনলাইন পদ্ধতি। এই ওয়েবসাইটে : myenterprise.wb

(১১) ক্ষুদ্র উদ্যোগীদের বাজারের সুযোগ করে দেওয়ার জন্য দুর্গাপুর, শান্তিনিকেতন, শিলিগুড়ি ও কলকাতায় শহরে (আরবান) হাট স্থাপন করা হয়েছে। পুরুলিয়া, বিষ্ণুপুর, ঝাড়গ্রাম ও আলিপুরদুয়ারে গ্রামীণ হাট গড়া হয়েছে। এছাড়া সম্প্রতি দক্ষিণ ২৪ পরগনার সাগর ও বকখালিতে গ্রামীণ হাট গড়ে তোলা হয়েছে।

(১২) দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা শিল্প কেন্দ্রের উদ্যোগে এই জেলার ক্ষুদ্র উদ্যমীদের তালিকা নিয়ে প্রকাশ করা হচ্ছে পুস্তিকা। সেখানে কমপক্ষে ২৫০ থেকে ৩০০ উদ্যমীদের নাম ও পরিচিতি থাকবে।

(১৩) ক্ষুদ্র উদ্যমীরা যাতে একই ছাতার তলায় শিল্প গড়ার যাবতীয় পরামর্শ পেতে পারেন, সেজন্য গড়ে তোলা হচ্ছে এমএসএমই ফেসিলিটি সেন্টার।

প্রতিরক্ষা কারখানায়

কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের অধীন পানাগড় ভেহিক্যাল ফ্যাক্টরি 'মজদুর' পদে ২২ জন লোক নিচ্ছে। মাধ্যমিক পাশরা আবেদন করতে পারেন। বয়স হতে হবে ২–১০–২০১৪'র হিসেবে ১৮ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে তপশিলিরা ৫ বছর, ওবিসিরা ৩ বছর ও প্রতিবন্ধীরা যথারীতি বয়সের ছাড় পাবেন। বেতন ৫,২০০ টাকা থেকে ২০,২০০ টাকা ও গ্রেড পে ১,৮০০ টাকা। শূন্যপদ ২২টি। (সাধারণ ১২, ওবিসি ৯, তপশিলি জাতি ২, তপশিলি উপজাতি ১)। এর মধ্যে প্রতিবন্ধী ১, প্রাক্তন সমরকর্মী ২, মেধাবী খেলোয়াড় ১। শুরুতে ২ বছরের প্রবেশন।

প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য প্রথমে শারীরিক মাপজোখের পরীক্ষা হবে। মজদূর পদের বেলায় শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষায় ছেলেদের ক্ষেত্রে ১ কিমি দৌড়, ৫০ কেজি ওজন নিয়ে লিফটিং করা। এরপর হবে লিখিত পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় থাকবে এসিব বিষয় – ১) জেনারেল ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড রিজনিং, ২) নিউমেরিক্যাল অ্যাপ্টিটিউট, ৩) ইংরাজি, ৪) জেনারেল অ্যাওয়ারনেস। ২০০ নম্বরের ২০০টি প্রশ্ন হবে। সময় থাকবে ২ ঘণ্টা। প্রশ্ন হবে মাধ্যমিক মানের। দরখাস্ত করার বয়ান পাবেন এই ওয়েবসাইটে www.karmo-sangsthan.com ওয়েবসাইটে। সঙ্গে দেবেন ১) জন্মতারিখের প্রমাণপত্র হিসেবে মাধ্যমিকের সার্টিফিকেটের প্রত্যায়িত নকল, ২) শিক্ষাগত যোগ্যতা ও কারিগরি যোগ্যতার প্রমাণপত্রের প্রত্যয়িত নকল, ৩) তপশিলি ওবিসিরা দেবেন যথাবিহিত কাস্ট সার্টিফিকেটের প্রত্যায়িত নকল, ৪) সম্প্রতি তোলা ও গেজেটেড অফিসারের প্রত্যয়িত করা ২ কপি পাশপোর্ট মাপের ফটো (১ কপি অ্যাকনলেজমেন্ট কার্ডে সেঁটে), ৫) এনসিসি, খেলাধূরা বা অন্য কোনও সার্টিফিকেট থাকলে তার প্রত্যয়িত নকল, ৬) নিজের নামঠিকানা লেখা ও ২৫ টাকার ডাকটিকিট সাঁটা একটি খাম। দরখাস্ত ভরা খামের ওপর লিখেবেন Application for the post of ... দরখাস্ত পাঠাবেন সাধারণ ডাকে বা রেজিস্ট্রি ডাকে। পৌঁছনো চাই ২ অক্টোবরের মধ্যে এই ঠিকানায় – The comdt. Vehicle Depot Panagarh, Pin–900349, C/O–99 APO.

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

২০ সেপ্টেম্বর – ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৪

মেষ: সময় সময় ক্রোধ মাত্রাতিরিক্ত হয়ে পড়বে এবং যার দ্বারা ক্ষতির সম্ভাবনা অধিক। হঠাৎ স্বাস্থ্যহানি হয়ে যেতে পারে। মানসিক আঘাত মনকে ভারাক্রান্ত করে তুলবে। ক্রয়–বিক্রয় বিষয়ে এগিয়ে যেতে পারেন, ফল শুভ হবে। লেখাপড়ার জন্য মনোনিবেশে আগ্রহী হবেন। সাবধানে চলুন। **বৃষ:** দুর্দান্ত গতিবেগে ঝড় এখনও অব্যাহত থাকবে। কথাবার্তায়, চলাফেরায় সকল সময় সংযতভাব অবলম্বন করা প্রয়োজন। আর্থিক বিষয়ে টানাপোড়েনের মধ্যেও এগিয়ে যেতে পারবেন। দায়িত্বের বোঝা মাথায় নিয়ে বড়ই ভাবনা চলবে। লেখাপড়ায় ফল ভাল হবে। **মিথুন:** ব্যয় মাঝে–মাঝে মাত্রা ছাড়িয়ে যাবে। আত্মীয়–স্বজনের সঙ্গে সম্ভার রক্ষা করা কঠিন। সঙ্গে সাংসারিক জীবনে অশান্তির ভাব ফুটে উঠবে। চুরি বা প্রতারণার দ্বারা ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। শিক্ষায় আশানুরূপ ফল পাবেন না। কর্মক্ষেত্র শুভ। **সিংহ:** কিছুটা ভাল হলেও আবার খারাপের দিকে এগিয়ে যাবেন। লোকের সঙ্গে মেলামেশার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। বড় থেকে ছোট পর্যন্ত কর্মক্ষেত্রে কর্মচারীরা পেছনে লাগবে চেষ্টা করবে। ব্যবসায় বাধার মধ্যেও লাভযোগ রয়েছে। **কর্কট:** সময়টা ভাল হয়েও ভাল হতে চাইছে না। অনেক কষ্টে পারিপার্শ্বিক বাধাগুলি থেকে কিছুটা শুভ ফল পাবেন। কর্মক্ষেত্রে স্থান পরিবর্তন হওয়া বিচিত্র নয়। মেয়েরা প্রদরজনিত পীড়ায় বেশ কষ্ট পাবে। সমস্ত কাজের মধ্যে সংশয় ও সন্দেহ থাকবে। **কন্যা:** শরীর সম্পর্কে সচেতন থাকা দরকার। ক্ষতি না হলেও রক্তপাত সম্ভাবনা হয়েছে। উচ্চ আদর্শের লড়াইয়ে সাফল্য লাভ করবেন। সহজেই মনকে চঞ্চল হতে দেবেন না। স্বাধীন পেশাজীবীর পক্ষে সময়টি শুভ হবে। ভ্রমণের ক্ষেত্রে বাধা রয়েছে। **তুলা:** তুমি কার? কে তোমার? এভাবে কষ্ট কোরো না একদম, মাঝে মাঝে এমন আঘাত আসবে যা সহ্য ক্ষমতার বাইরে। এই সময় শুভ পরিণয়ে আবদ্ধ হবেন না। যদি হন তবে সাংসারিক অশান্তির মাত্রা ছাড়িয়ে যাবে। দেবগুরু কিছু কিছু সাহায্য করবে। শিক্ষায় বাধায়। **বৃশ্চিক:** দম্ভ করে কোন কাজ করতে যাবেন না। অগ্নিভয়ের সম্ভাবনা আছে। বিপদকে কাটিয়ে উঠতে পারবেন না। শিক্ষা ক্ষেত্রে গোলযোগ দেখা যাবে। ব্যবসায় অর্থ বিনিয়োগ করলে ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। বিরোধপূর্ণ পরিবেশের সৃষ্টি হবে সাবধান থাকবেন। **ধনু:** রুদ্র, রুদ্ররূপ ধারণ করে এগিয়ে যেতে চাইবে। সংযত না হলে বিপদের বোঝা বাড়বে। লেখাপড়া নিয়ে সমস্যার সৃষ্টি হবে। ব্যবসার বিষয়ে বহু প্রস্তাব আসবে। কর্মযোগ শুভ। আয় মনের মতো হবে না। বাতের–পীড়ায় অনেক ভীষণ কষ্ট পাবেন। অন্যের মতামত নেবেন না। **মকর:** নিজের জীবনকে তৈরি করার জন্য বহু সুযোগ আসবে (যদি জন্মকালীন রাশি ভাল থাকে) তাহলে অবশ্যই জয়লাভ করবেন। শত্রুরা ঈর্ষাজনিত হয়ে পিছনে লাগার চেষ্টা করবে। লেখাপড়ায় উৎসাহ বৃদ্ধি পাবে। স্নেহ–প্রীতিলাভের যোগ রয়েছে। **কুম্ভ:** কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ এখনও হবে না। বিচার বিবেচনা করে এগিয়ে যেতে হবে। শুভ কাজ যতই করুন না কেন ফল শুভ হবে না। শিক্ষাক্ষেত্রে অনেকে ভাল ফল করতে সক্ষম হবেন। পিতাপুত্রের দ্বন্দ্ব চলবে। **মীন:** দায়িত্বপূর্ণ কাজে লাগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবেন। নিত্য, গীত, শিল্প ও সাহিত্য ইত্যাদির ক্ষেত্রে যথেষ্ট সুনাম ও অগ্রগতির যোগ রয়েছে। যানবাহন, গৃহভূমি বিষয়ে শুভ ফল পাওয়া যাবে। বন্ধু স্থানীয় ব্যক্তির সাহায্য লাভ।

পানায় পরিপূর্ণ সাঁতরাগাছি পাখিরালয়

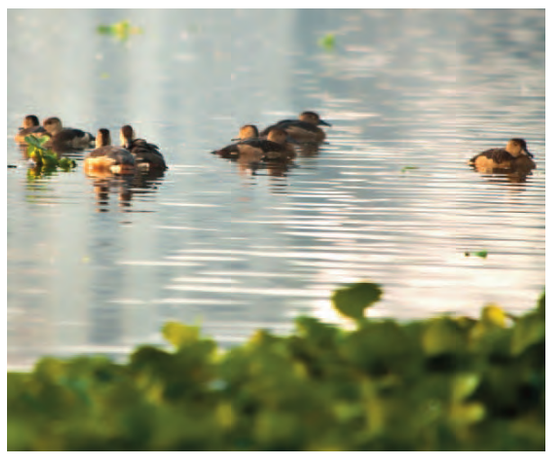

অমিত জানা

চারিদিকে পানায় পরিপূর্ণ। তার মধ্যে সেখানে পড়ছে নর্দমার জল — এমনই অবস্থা হাওড়ার সাঁতরাগাছি পাখিরালয়ের।

প্রতিবছরই শীতের মরশুমে বিভিন্ন ধরনের বিরল প্রজাতির পারিযায়ী পাখি দূর–দূরান্ত থেকে এই পাখিরালয়ে আসে। কিন্তু বছরের বেশিরভাগ সময়ই এই পাখিরালয়ের চার ভাগের তিন ভাগ পানায় পরিপূর্ণ থাকে। মূলত এখানে বামুনিয়া, মুন্তে, পাতিয়াল, গ্যাডওয়াল–সহ বিভিন্ন প্রজাতির হাঁস শীতের মরশুমে এই পাখিরালয়ে বিচরণ করতে আসে। শীতের মরশুমে বহু পর্যটক এই পাখিদের টানে আসেন। এমনকী বিদেশিরাও ওই সময় এখানে আসেন, পরিযায়ী পাখিদের লেন্সবন্দী করেন। তবে স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ এইসব কারণে আগের থেকে পাখিদের আগমনও এখানে কমে গিয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দা নাজিরুল মল্লিক জানিয়েছেন, শীতের সময় এলেই শুধু পানা পরিষ্কার হয়। তারপর যেই কে সেই। বছরের বেশিরভাগ সময়টাই পানায় পরিপূর্ণ। যার ফলে পরিবেশ দূষণ হচ্ছে। শেখ ফিরোজ জানান, শুধু পানায় পরিপূর্ণ নয়, বাকসাড়া গভর্নমেন্ট কলোনীর নর্দমার জল এস পড়ছে এই পাখিরালয়ে। ফলে পাখিরালয়ের জল দূষিত হচ্ছে। একইরকম অভিযোগ করেন কৃষ্ণ সা ও অসিত পোদ্দার। তারা জানান, সারা বছরই নর্দমার জল এখানে এসে পড়ে। তাছাড়া পাখিরালয়ের ধারে যেসব ফ্ল্যাট বাড়ি হয়েছে তাদের আবর্জনাও এই পাখিরালয়ের উপর পড়ে। পাখিরালয়ের ধারে ঘেরা জালও একদিকে ভেঙে গিয়েছে। বালিগঞ্জ সায়েন্স কলেজের দু'জন ছাত্রী এখানে রিসার্চ করতে এসেছিলেন, তারাও পাখিরালয়ের এই পরিস্থিতি দেখে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তারা জানিয়েছেন, সাঁতরাগাছি পাখিরালয়ের এই অবস্থা দেখে খারাপ লাগছে। এর ফলে জল দূষিত হচ্ছে। পাখিদের আগমন কমে যাচ্ছে। পর্যটকরাও হতাশ হচ্ছেন। পাখিরালয়ের ধারে বিভিন্ন জায়গায় বনদফতরের সাইনবোর্ড লাগানো আছে। তাতে এই পাখিরালয় রক্ষা করার কথা লেখা আছে। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। এ সম্পর্কে হাওড়া সমাজভিত্তিক বনসৃজন বিভাগ, বনবিভাগের আধিকারিক মাজেদার রহমান জানান, পানা পরিষ্কারের জন্য বন দফতরের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে কথা হয়েছে। কয়েকদিনের মধ্যেই সাঁতরাগাছি পাখিরালয়ের পানা পরিষ্কার করা হবে। তবে নর্দমার জল পাখিরালয়ে যাতে না পড়ে তার জন্য রেলের আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেছি। আশা করি সমাধান সূত্র বেরিয়ে আসবে।

সোনারপুরের বিএলআরও–র বিরুদ্ধে এফআইআর

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনারপুর: বহুদিন ধরে সোনারপুরের বিএলআরও অফিসের অভিযোগের পর অভিযোগ ছিল সাধারণ মানষের। কারণ, এখানেই হয় জমির দাগ নাম্বারের অন্য লোকের নাম বসানো ও খাজনার রসিদের কারচুপি। জলা জমি, পুকুর, বিল নিয়ে এমনটাই কারচুপিতে জড়িয়ে গেল বি এল আর ও নূর মহম্মদ। এই বিএলআরও নূর মহম্মদ সোনারপুরে অফিসে ২০০৭ থেকে ২০১১ সালের মধ্যে অনেক বিলকে বাস্তু জমিতে রূপান্তরিত করেছিলেন বলে তাই আজ তদন্তে ধরা পড়ে দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন। কিছুদিন আগে বিকাশ ভবনে তদন্ত কমিশন বসে। তাতে ধরা পড়ে নূর মহম্মদের জালিয়াতি। সেই জালিয়াতির কারণেই এডিএম (ডিএল)ও এল সোনারপুর থানায় এফআই আর করেন নূর মহম্মদের নামে। সোনারপুর থানার অফিসার অভিজিৎ দাস তদন্তে নামেন।

প্রতিদিন চলছে নথি যোগারের কাজ, যাতে করে যত তাড়াতাড়ি কারচুপি করা নথিগুলোকে যোগাড় করা যায়। সোনারপুরে সাধারণ মানুষের অভিযোগ তাদের দাদুর কেনা, বা দান পাওয়া জমিগুলিতে অন্য লোকের নাম ঢুকলো বা কে বা কারা ঢোকালো তাতে এলাকার মানুষের সন্দেহের তির সোনারপুরের বিএলআরও–র দিকে। ব্যাপকভাবে কারচুপি হয়েছে। দিনের পর দিন হন্যে হয়ে ঘুরে ঘুরে শেষপর্যন্ত আলিপুরের জজকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন এলাকার মানুষেরা।

বিএলআরও অফিসের সঙ্গে যুক্ত থাকা দালাল চক্রদের মোটা টাকার বিনিময়ে পুকুর বুজিয়ে ফ্ল্যাট তুলছে বহু প্রমোটার। এদের সঙ্গে জড়িত বেশ কিছু নেতা ও কাউন্সিলররা। এইসব জালিয়াতির সঙ্গে বহু নেতার জড়িত আছে বলেই সোনাপুরের সাধারণ মানুষের অভিযোগ। বহু গরিব মানুষের দাদু, ঠাকুরদার আমলে জম এখনও পর্যন্ত খুঁজে পাচ্ছে না। কারণ খাতায় কলমে বেশ কিছু অপরিচিত লোকের নাম ঢুকে গিয়েছে। সেই সব নথিপত্র খোঁজা বা মামলা করার পয়সা কড়ি নেই গরিব মানুষের। তাদের হারিয়ে যাওয়া জমির সাহায্যের জন্য কোথায় যাবে, কে বা কারা সাহায্য করবে এইভাবে বহু নিরীহ মানুষদের জমি হাত ছাড়া হয়ে গিয়েছে।

নোদাখালি আইসির দৃষ্টান্তমূলক ভূমিকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আলিপুর: দক্ষিণ শহরতলির নোদাখালি থানা এলাকায় আসন্ন শারোদৎসবকে সর্বাঙ্গীন সুন্দর করে তুলতে নোদাখালি থানার আইসি শান্তিনাথ পাঁজা বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছেন। প্রতি বছরের মতো এবারও শারদ সম্মান দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। স্বল্প বাজেটের পুজোগুলিকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য বিশেষ পুরস্কারের কথা ঘোষণা করেছেন আইসি। এবছরই প্রথম পুজো কমিটিকে একটি সিডি দেওয়া হচ্ছে। যাতে পরিবেশ, আইনশৃঙ্খলা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এবং ট্রাফিং সংক্রান্ত কিছু সচেতনতামূলক নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যা পুজো কমিটির মণ্ডপে বাজানোর জন্য কমিটিগুলোকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পুজোর পরেই ঈদ। সেই পবিত্র অনুষ্ঠানও নির্বিঘ্নে করার জন্য আইসি একাধিক সভা করেছেন। প্রসঙ্গত, নোদাখালি থানার আইসি শান্তিনাথ পাঁজা এলাকার শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার সঙ্গে বেশ কিছু সামাজিক ও সম্প্রীতির অনুষ্ঠান করে ইতিমধ্যেই দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

পুলিশি উদ্যোগে সমাজবিরোধী কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রিত হাড়োয়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, উত্তর ২৪ পরগনা: উত্তর ২৪ পরগনা জেলার একটি প্রত্যন্ত থানা হাড়োয়া। প্রায় ১৮৬ বর্গ কিলোমিটার বিশিষ্ট এই থানা এলাকার জনসংখ্যা প্রায় ২ লক্ষ ৬৫ হাজার। যার মধ্যে প্রায় ৫৫ শতাংশ মুসলিম ও প্রায় ৪৫ শতাংশ হিন্দু বসবাস করেন। কৃষি প্রধান এলাকা হলেও এই অঞ্চলটি মূলত ভেড়ি অঞ্চল। এই থানা এলাকার মধ্যে রয়েছে হাড়োয়া পঞ্চায়েত সমিতি ও ৮টি গ্রাম পঞ্চায়েত। এই গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি যথাক্রমে কুলটি, আটপুকুর, মোহনপুর, গোপালপুর ১ ও ২, খাস বালান্দা, হাড়োয়া, সোনাপুকুর–শঙ্করপুর, ববজুড়ি ও শালিপুর। এই থানার অধীনে রয়েছে লাউগাছি বিট হাউস নামে একটি পুলিশ ফাঁড়ি ও ৪টি পুলিশ ক্যাম্প। উল্লেখযোগ্য সাম্প্রদায়িক সংঘাতের খবর খুব একটা না পাওয়া গেলেও ভেড়ির দখল নিয়ে প্রায়শ গণ্ডগোল লেগেই থাকত। রাজ্যে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় থাকাকালীন এই এলাকা ছিল তাদের দখলে। ২০১১ সালে রাজ্য সরকারের পরিবর্তন হলে এখানেও রাজনৈতিক অবস্থানের পরিবর্তন ঘটেছে। কিন্তু ভেড়ির দখলদারি নিয়ে গণ্ডগোলের কোনও পরিবর্তন হয়নি। বামফ্রন্টের আমলে যেমন তাদের মধ্যে লেগে ছিল গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, তেমন তৃণমূলের আমলেও তাদের মধ্যে সেই গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব অব্যাহত। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ব্রাহ্মণচকে নির্বাচনী গণ্ডগোলকে কেন্দ্র করে এই এলাকায় তৈরি হয় ৪টি পুলিশ ক্যাম্পের একটি। আর একটি আটপুকুরের একটি খুনের কেসকে কেন্দ্র করে তৈরি হয়। এভাবেই গড়ে ওঠে আরও দুটি পুলিশ ক্যাম্প। একটি গোপালনগর ক্যাম্প ও অন্যটি মোটাইল ক্যাম্প। চলতি বছরের ২৫ মে এই থানায় ওসির দায়িত্বভার নিয়ে ট্রেনিংয়ে আসেন আইপিএস দিনেশ কুমার। তাঁর সঙ্গেই বারাসত থানা থেকে পোস্টিং হয়ে আসেন এসআই শঙ্কর সাহা। এক মাস পরে আইপিএস দিনেশ কুমার অন্যত্র বদলি হলে ওসির দায়িত্বভার (অলিখিতভাবে) সামলাচ্ছেন শঙ্করবাবু। জানা গিয়েছে, একসময় এই এলাকা ছিল সমাজবিরোধীদের পীঠস্থান। শঙ্করবাবু এখানে আসার পর সমাজবিরোধী কার্যকলাপ অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে। এমনকী নিত্য নৈমিত্তিক ভেড়ি দখল নিয়ে গণ্ডগোলের ক্ষেত্রেও শঙ্করবাবু লাগাম ধরেছেন শক্ত হাতে বলে স্থানীয় সূত্র থেকে জানা গিয়েছে। এই থানায় ৭ জন এসআই, ৪ জন এএসআই ছাড়াও মোট কনস্টেবল সংখ্যা ২৫। এছাড়াও রয়েছেন ১০ জন ভিলেজ পুলিশ।

গত কয়েকবছর ধরে কলকাতার পুজোকে আলাদা মাত্রা দিয়েছে দক্ষিণ কলকাতার ত্রিধারা সম্মিলনী। কখনও বুদ্ধের শান্তির বাণী আবার কখনও বা রাজপুতানার বীরভূমি সবই উঠে এসেছে মনোহরপুকুর সন্নিহিত এই অঞ্চলে। যথারীতি এবারেও হইহই করে শারদীয়ার বাজার জমাতে মাঠে নেমে পড়েছে ত্রিধারা। ক্লাব সম্পাদক তথা কলকাতা পুরসভার সফলতম মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমারের অঙ্গীকার মেঠো লড়াইয়ের ভিতরে না থাকলেও তিলোত্তমার প্রাণ জুড়ে এবারেও বিরাজমান হবে ত্রিধারার পুজো। যার থিম প্রকাশের অনুষ্ঠানেও লক্ষ্য করা গেল একইরকম আন্তরিকতা এবং উচ্ছ্বাসের প্রাবল্য। ত্রিধারার পুজোয় এবার শোভিত হবে হরেক রকমের বাহারি সিকিমি মুখোশ। মুখোশের অন্তরালে ধ্বনিত হবে দেবীপুজোর প্রাণপ্রতিষ্ঠা। এই উপলক্ষ্যে উপস্থিত হয়েছিলেন থিম মেকার গৌরাঙ্গ কুইল্যা, মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমার এবং বিশিষ্ট উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিল্পী রশিদ খান।

জঞ্জাল সংগ্রহে হ্যান্ডকার্টের দিন শেষ, আসছে 'হাইড্রলিক ডাম্পার'

বরুণ মণ্ডল

কলকাতা: এবার কলকাতা মহানগরী থেকে পুরনো আমলের চিরাচরিত 'হ্যান্ডকার্ট' তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল পুর কর্তৃপক্ষ। দু'চাকার ময়লা বহনকারী হ্যান্ডকার্টের পরিবর্তে আসছে আধুনিক উন্নত ১২ ভোল্টের একটি ব্যাটারি চালিত তিন চাকার হাইড্রলিক ডাম্পার। এই যানে চালকের আসনের ঠিক পিছনে বসানো থাকবে প্রায় ১০টি হ্যান্ডকার্টের সমান জঞ্জাল বহন করতে সক্ষম এক বৃহদায়তন 'হাইড্রলিক ডাম্পার'। জঞ্জাল সংগ্রহের পর আধুনিক হাইড্রলিক মেশিনের সাহায্যে লরিতে বা মুভেবল কমপ্যাক্টরে তুলে দেওয়া হবে। পুর কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, এই হাইড্রলিক ডাম্পারের সাহায্যে জঞ্জাল সংগ্রহের কাজ খুব সহজ এবং দ্রুত হবে। অনেক বেশি পরিবেশ–বান্ধব হবে। অন্যদিকে পুর ব্যয়ও কমবে। হ্যান্ডকার্ট তৈরি করতে গিয়ে প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়। আর তাতে ময়লা বহন নিয়ে পুরবাসীদের কাছ থেকে বিস্তর অভিযোগ ওঠে। পুর পরিকল্পনা, তিনটি ধাপে মোট ৩৫০টি হাইড্রলিক ডাম্পার কেনা হবে। এই খাতে ব্যয় হবে আনুমানিক ৭ কোটি টাকা। পুর জঞ্জাল দফতরের মেয়র পারিষদ বলেন, শহরটিকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে ইতিমধ্যেই শহরের সমস্ত খোলা ভ্যাট তুলে দেওয়া হয়েছে। তাই বিকল্প হিসেবে অত্যাধুনিক কমপ্যাক্টর মেশিন বসানোর কাজ শুরু হয়েছে। সেজন্য শহরের বিভিন্ন প্রান্তে কমপ্যাক্টর স্টেশন তৈরি হয়েছে। ১২ ভোল্টের একটি বাটারি চালিত এই গাড়ি ছয় থেকে আট ঘণ্টা চার্জ করার পর টাকা ১০ থেকে ১২ ঘণ্টা নিশ্চিতে কাজ করবে। ১০ থেকে ২৫ কিলোমিটার গতিতে এই গাড়ি চলতে পারবে, তাই জঞ্জাল সংগ্রহের জন্য খুব দ্রুত এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতেও পারবে। গাড়িটি দেখতে অনেকটা মালবাহী তিন চাকার অটোর মতো। তবে বর্তমানে মূল কলকাতায় এই গাড়ির সাহায্যে বাড়ি থেকে জঞ্জাল সংগ্রহের কাজ চলবে।

ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করল রাজ্য সরকার

নামখানা সেতুর উৎখাত ব্যবসায়ীদের

মেহবুব গাজি

ছবি: বিশ্বজিৎ হালদার

ডায়মন্ড হারবার: কথা দিয়েছিল মা–মাটি–মানুষের সরকার। কথা রাখল উচ্ছেদকারীদের ক্ষতিপূরণ দিয়ে। নামখানায় সেতু তৈরির জন্য উচ্ছেদ হওয়া ব্যবসায়ী ও বসবাসকারীদের ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করল রাজ্য সরকার। আগামী ১৮ ও ১৯ সেপ্টেম্বর নামখানা বিডিও অফিস থেকে ৯১৮ জনকে মোট ৫ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা তুলে দেওয়া হয়। পাশাপাশি পুনর্বাসনের জন্য নামখানা ও নারায়ণপুরে দুটি মার্কেট তৈরি করে দেবে সরকার। এই ঘোষণা করেন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী মন্টুরাম পাখিরা। ছিলেন কাকদ্বীপের মহকুমাশাসক অমিত নাথ ও পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বুদ্ধদেব দাস। মন্ত্রী বলেন, 'নামখানায় হাতানিয়া–দোয়ানিয়া নদীর ওপর সেতু তৈরির কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে চলতি মাসের শুরু থেকে। এই সেতু তৈরির জন্য নামখানা ও নারায়নপুরের দিকে দীর্ঘদিন সরকারি জমিতে জবরদখলকারী ব্যবসায়ীরা স্বেচ্ছায় অন্যত্র সরে যায়। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে এই সমস্ত ব্যবসায়ীদের জন্য ৫ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। পাশাপাশি প্রস্তাবিত সেতুর দু'প্রান্তে দুটি মার্কেট গড়ে তোলা হবে যথাক্রমে ৫ ও ৪ কোটি টাকা ব্যায়ে। ক্ষতিপূরণ পাবেন ২৭০ জন ভ্রাম্যমান হকারও।' এই সেতু তৈরি হলে বকখালি পর্যটন কেন্দ্রে সরাসরি সড়কপথে যাতায়াত করা যাবে। উল্লেখ্য, ১১৭ জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ এই সেতু তৈরি করবে। সেতু তৈরির জন্য প্রায় হাজারখানেক ব্যবসায়ীকে উচ্ছেদের নোটিশ দেয় জেলা প্রশাসন। ক্ষতিগ্রস্থ ব্যবসায়ীরা ক্ষতিপূরণ ও পূনর্বাসনের দাবিতে আন্দোলন গড়ে তোলেন। এই আন্দোলনে সরকার বিরোধী যৌথ মঞ্চ গড়ে তোলা হয়। আন্দোলনে ছিলেন সিপিএম নেতা কান্তি গাঙ্গুলি, সুজন চক্রবর্তী, পিডিএসের সমীর পুতুতুণ্ড, অনুরাধা দেব–সহ এসইউসি, কংগ্রেস, বিজেপির জেলা নেতৃত্ব। কমিটি তৈরি করে লাগাতার আন্দোলনও চালায়। এদিন ক্ষতিপূরণ ঘোষণার পর কান্তি গাঙ্গুলি বলেন, 'এই টাকা দেওয়া হচ্ছে কেবলমাত্র দোকান ভেঙে নেওয়ার জন্য। কিন্তু ক্ষতিপূরণের জন্য আলাদা কোনও বরাদ্দ নেই। ক্ষতিগ্রস্থরা টাকা হাতে পাওয়ার পর পুরো বিষয়টি পরিষ্কার হবে।' এই ঘোষণার পর স্বাভাবতই খুশি নামখানার ক্ষতিগ্রস্থরা। ধন্যবাদ জানিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে।

সেচ ও জলসম্পদ মন্ত্রী নরেন্দ্রপুরে এলাচিতে চারটি ব্রিজের উদ্বোধন করলেন

অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার

রাজ্য সরকারের উন্নয়নের গতি ঝড়ের মতো এগিয়ে চলেছে। এই রকমই দাবি করলেন নরেন্দ্রপুর এলাচিতে দুটি সেতুর উদ্বোধন ও দুটি সেতুর শিলান্যাস করতে এসে সেচ ও জলপথ মন্ত্রী রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৪ সেপ্টেম্বর রাজপুর–সোনারপুর পুরসভার অন্তর্গত আদীগঙ্গা খালের উপর মানিকপুর এলাচি পাকা সেতু ও অন্যদুটি সেতুর শিলান্যাস করেন জগদ্দল ও কালীতলা। নতুন কংক্রিটের সেতু দুটির জন্য সেচ ও জলসম্পদ বিভাগের খরচ হয় ২ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকা। শুধু তাই নয় উপকৃত হলেন ২ লক্ষ মানুষ। মন্ত্রী বলেন আমার বর্তমান লক্ষ্য বলতে ২৪ পরগনা।

কয়েকদিন আগে বারুইপুর শাসনে এসে আরও চারটি সেতু উদ্বোধন করে গিয়েছি। আমাদের সেচ দফতরের আধিকারিকরা যথেষ্ট পরিমাণে শ্রম দিয়ে উন্নয়ন এর ধারাকে অব্যাহত রাখতে চেষ্টা করছে। মন্ত্রী বলেন, এটা আপনাদের টাকায় হচ্ছে আপনারা এর রক্ষণা–বেক্ষণ করবেন। সেচ দফতর ব্রিজটা করে দিয়ে খালাস। এরপর আপনাদের দেখভাল করতে হবে কারণ, এটা দিয়ে আপনারাই যাতায়াত করবেন। রাজীববাবু বলেন, সোনারপুর ২ নম্বর পঞ্চায়েতে হাসানপুরে সেতু তৈরির কথা আছে। মুখ্যমন্ত্রীর ইচ্ছা ছিল এই সেতু হোক কিন্তু সিপিএমের জন্য হয়নি।

উন্নয়নের আবদার আমাকে রাখতেই হবে। আমি জীবনবাবুকে কথা দিচ্ছি নভেম্বর মাসে সেতুর শিলান্যাস করতে আসবো। আমি হাসানপুরে মাষ্টার ব্রিজ তৈরি করে দেব। এই প্রতিশ্রুতি দিতেই হাত তালি কুড়োন মন্ত্রী। এরপর রাজীববাবু বলেন আমার মনে হয় না স্বাধীনতার পর এতো ব্রিজ কোনওদিনই তৈরি হওয়ার পরিকল্পনা হয়েছে। আগে যেসব কাঠের সেতু ছিল সেইগুলি ভগ্নাবস্থায় পড়ে আছে, সারাবার প্রয়োজন বোধ করেনি সিপিএম সরকার।

আমি ৯৫টি ব্রিজে হাত দিয়েছি এবং আমার আধিকারিকদের বলেছি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শেষ করতে হবে। তিনি বলেন, আমাদের দফতর ৩৩৫ কিলোমিটার খালের সংস্কারের কাজ হাতে নিয়েছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার বহু খালকে সংস্কার করা হয়েছে। জলের স্রোত আগের থেকে অনেক গুন বেড়ে গিয়েছে। অথচ চারিদিকে এত উন্নয়ন চলছে সেই সব খবর কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। শুধু কুৎসার খবর বের হচ্ছে। অনুষ্ঠান শেষে ব্রিজ উদ্বোধন করলেন ফিতে কেটে নয় ব্রিজের উপর সাইকেল রিক্সা চালিয়ে, আরোহী ছিলেন সোনারপুর উত্তর ও দক্ষিণের দুই বিধায়ক।

দক্ষিণ ২৪ পরগনায়

মৃত্য ২ মৎস্যজীবীর

বিশ্বজিৎ পাল

নামখানা: গত সোমবার রাতে প্রাকৃতিক দুর্যোগে এমভি বিজয় লক্ষ্মী ট্রলার ডুবে গেলে মৃত্যু হয় ২ জন মৎস্যজীবীর। মৃতদের নাম দুর্যোধন রাইত (৪০), শিবশংকর দোলুই (২১)। ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগনার কাকদ্বীপ মহকুমার লুধিয়ানা দ্বীপ এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, পাথরপ্রতিমা এলাকার দুর্যোধন রাইত, শিবশংকর দোলুই, সেলিম নাইয়া, ভূতনাথ করন–সহ আরও ৯ জন গত ১৪ সেপ্টেম্বর এমভি বিজয় লক্ষ্মী ট্রলারে করে গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে যায়। মাছ ধরে বাড়ি ফেরার সময় হঠাৎই প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ট্রালারটি ডুবে যায়। আশপাশের মৎস্যজীবীরা দেখতে পেয়ে কাকদ্বীপ কোষ্টগার্ডকে খবর দেয়। কোষ্টগার্ড ৯ জনকে জীবিত এবং ২ জনের মৃতদেহ উদ্ধার করে। বাকি ২ জনের খোঁজ চলছে। ইতিমধ্যে ডুবে যাওয়া ট্রলারটি উদ্ধার করে নামখানার মদনগঞ্জে আনা হয়েছে। কাকদ্বীপ মৎস্যজীবী উন্নয়ন সমিতির সম্পাদক বিজন মাইতি বলেন, ভূতনাথ করন, সেলিম নাইয়া এখনও নিখোঁজ। সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী মন্টুরাম পাখিরা বলেন, সরকার সব রকমভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে উদ্ধার কার্যের জন্য। বিষয়টি কোষ্টগার্ড দেখভাল করছে।

১২২তম শিকাগো বিশ্বধর্ম সভা উপলক্ষে 'বেবি শো' কুলপিতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, সম্প্রতি শেষ হয়ে গেল ১২২তম শিকাগো বিশ্বধর্ম মহাসভা উদযাপন। কুলপির নিশ্চিন্তপুর রাখালদাস উচ্চবিদ্যালয় আয়োজন করে এই অনুষ্ঠান। এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী মন্টুরাম পাখিরা, স্বামী কয়াল, সমাজ কল্যাণ আধিকারিক নির্ঝর মণ্ডল এছাড়াও ব্লকের নেতৃত্ব বৃন্দ। এদিন অনুষ্ঠানে ১২২জন শিশু নিয়ে বেবি শো হয়। অনুষ্ঠানের মুল বিষয় ছিল স্বামীজির ২১ সেপ্টেম্বর–এর শিকাগোয় ধর্ম সম্মেলন। এদিন অনুষ্ঠানের প্রদীপ জালিয়ে শুভ সূচনা করেন স্বামী দিব্যস্বরূপানন্দজী মহারাজ। এদিন বক্তব্যে স্বামী দিব্যস্বরূপানন্দজী মহারাজ তাঁর ভাষণে বলেন 'স্বামীজির আদর্শে আমরা সবাই অনুপ্রাণিত হব। তিনি যেভাবে সমাজের দারিদ্র, ধর্ম–বর্ণ–নির্বিশেষে সমস্ত মানুষকে এক জায়গায় নিয়ে এসেছেন, আমরাও সমাজে সেইভাবেই কাজ করব।' এদিন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী মন্টুরাম পাখিরা তাঁর বক্তব্যে বলেন, সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষদের সঙ্গে নিয়ে স্বামীজি একসঙ্গে চলতেন। তাঁর কর্মযজ্ঞ বিশাল। তিনি শিকাগো ধর্মসভায় বক্তৃতায় সবাইকে ভাই–বোন বলে সম্বোধন করে নিজের করে নিয়েছেন। পাশাপাশি কুল্পি বিডিও সেবানন্দ পান্ডা বিবেকানন্দ জীবনীর বেশ কিছু ঘটনা আলোকপাত করেন এবং তাঁর উল্লেখ কিছু বাণী মানুষের উদ্দেশ্যে বলেন এবং সেগুলোকে নিয়ে মানুষকে চলতে হবে সেরূপ বার্তা দেন তিনি। এখানে ১২২ তম বলে ১২২জন (১–৩ বছর) শিশু নিয়ে বেবি শো হয়। কুলপি ব্লকের প্রত্যেক পঞ্চায়েত থেকে এই শোতে অংশগ্রহণ। প্রথম–দ্বিতীয় –তৃতীয় বাচ্চা ও মায়েদের পুরস্কার দিয়ে উৎসাহ করা হয় এবং ট্রফি দিয়ে সম্মান দেওয়া হয় কর্তব্যরত অঙ্গনওয়াড়ী কর্মীকে।

লায়ন্স ক্লাব শারদ সম্মান, ২০১৪

পরিচালনায়

লায়ন্স ক্লাব বেহালা কেয়ার অ্যান্ড সার্ভিস

লায়ন্স ক্লাব ইন্টারন্যাশনাল ডিস্ট্রিক্ট ৩২২সি১

এবং

ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড ওয়েলনেস

(লায়ন্স ক্লাবের একটি উদ্যোগ)

মোট পুরস্কার মূল্য দেড় লক্ষ টাকা

১০টির বেশি পুরস্কার

নাম নথিভুক্ত করুন অনলাইনে: www.my-enet.in/pujo2014

প্রয়োজনে যোগাযোগ করুন: ৯৯০৩১২৭৪৭০, ৮২৯৬১৭০৩৩৬

মিডিয়া পার্টনার: আলিপুর বার্তা

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৪৮ বর্ষ, ৪৭ সংখ্যা, ২০ সেপ্টেম্বর – ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৪

পরিবহন ভোগান্তির শেষ কবে?

এই লাগাতার পরিবহন ভোগান্তির শেষ কোথায়? দিনের পর দিন রাজ্যে ঘোষিত ও অঘোষিত যানধর্মঘটের জেরে সাধারণ মানুষের পাশাপাশি শিল্প-উন্নয়নের ভাবমূর্তি বারংবার ধাক্কা খাচ্ছে। পুজোর আগে এই যানধর্মঘটের জেরে ছোট বড় ব্যবসায়ী থেকে সাধারণ মানুষকে নাকাল করেছে।

রাজ্যে পরিবর্তনের পর রাজনৈতিক হরতাল কিংবা বাংলা বনধ কমতে শুরু করে। পরিবর্তে নানা স্তরের ক্রমিক ধর্মঘট রাজ্যের অর্থনীতির পাশাপাশি নাগরিক পরিষেবার ক্ষেত্রে এক শূন্যস্থান তৈরি করেছে। রাস্তাঘাটের ভয়ঙ্কর অবস্থা, নিত্যদিনের ছোটখাটো দুর্ঘটনা আর মাঝে মধ্যে কিছু সংখ্যক অসাধু ঘুষ প্রত্যাশী ট্রাফিক পুলিশের বদান্যতায় বাংলার মানুষ যেন অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। জীবন জীবিকার তাগিদে পরিবহনে নানা স্তরের ইউনিয়নগুলিও রাজনৈতিক রং পরিবর্তন করেছে কিন্তু পরিষেবা, আন্দোলনের হটকারিতা কোনওটাই যাত্রীবান্ধব হয়ে ওঠেনি। সরকারি তরফেও সুস্পষ্ট পরিবহন নীতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। বিরোধী রাজনীতির মাথা চাড়া দেওয়া এই পরিস্থিতিতে স্বাভাবিক।

কিন্তু আলাপ আলোচনার মাধ্যমে একটা সর্বজনগ্রাহ্য সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে অনেক সময় পেরিয়ে যাচ্ছে। আইনি-বেআইনি নানা অটো ও গাড়ির পরিসংখ্যান সংবাদমাধ্যমে মাঝে মধ্যে হাজির হলেও কার্যকর কোনও সদর্থক ভূমিকা পরিবহন দফতর গ্রহণ করতে পারেনি। বাংলার মানুষের কাছে দিনের পর দিন অটো চালকদের বেপরোয়া মানসিকতা লক্ষ্য করা গিয়েছে যদিও এমনটা সব অটো চালক কখনই নয়। ট্যাক্সি চালকেরা ইদানিং 'নোরিফিউজাল' তকমা থাকার কারণে বহু ক্ষেত্রে যাত্রীদের দিকে ফিরিয়েও তাকান না আর যেন কানে শুনতে পাননি এমন নির্লিপ্ত ভান করে ট্যাক্সি চালিয়ে চলে যান।

এমন ভুরি ভুরি অভিযোগ যাত্রীদের থেকে পাওয়া যাচ্ছে। সংবাদমাধ্যমেই উঠে আসছে হাওড়া-শিয়ালদহ অঞ্চলে গুরুতর অসুস্থ যাত্রীদের ট্যাক্সির প্রত্যাশায় অসহায় অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকার চিত্র। ইউনিয়নগুলি এইসব কারণে সৌজন্যতাবশতঃ দুঃখ কিংবা ক্ষমা প্রকাশ করেছেন বলে জানা যায় না। সরকারি বাস, বেসরকারি বাস, মিনিবাস, ট্যাক্সি, অটো নিয়ে গড়ে ওঠা রাজ্যের পরিবহন শিল্পের সঙ্গে জড়িয়ে বহু মানুষের জীবন জীবিকা।

আর এই শিল্প সম্পর্কে অনেকটাই উদাসীন সরকার। যানযন্ত্রনার এই ধারাবাহিকতা আর কতদিন চলবে সাধারণ মানুষের মনে এটাই প্রশ্ন। মা-মাটি-মানুষের আশাজাগানো সরকার কি শেষপর্যন্ত জনবিচ্ছিন্ন সরকারে পরিনত হবে? এ প্রশ্ন কিন্তু মাঝে মাঝে নানা মহলে উঠতে শুরু করেছে। শুধু উৎসব পার্বনে নয়, মানুষের দুঃখ কষ্টের মধ্যেও সরকার ও প্রশাসনকে চায় মানুষ।

অমৃত কথা

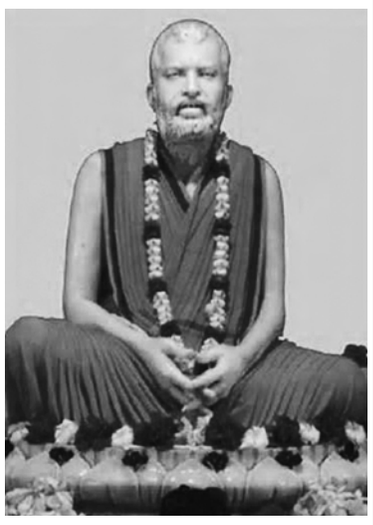

৩২১। এক চোর রাজার বাড়ি চুরি করতে গিয়ে শুনলো যে, রাজা রানীকে বলছেন যে, কাল সকালে গঙ্গাতীরে যে সব সাধুরা এসেছেন তাঁদের মধ্যে একজনকে ডেকে এনে রাজকন্যার সঙ্গে বিয়ে দেবেন। চোর এই কথা শুনে ভাবল যে, তবে কেন আমিও সেইখানে সাধু সেজে বসে থাকিগে না, যদি ডাকে তাহলে রাজকন্যাকে বিয়ে করতে পাব। সে তাই করল। পরদিন রাজার লোক গিয়ে সাধুদের ডাকতে লাগল, কিন্তু বিয়ের কথা শুনে সাধুরা কেউই রাজি হল না। তারপর রাজার লোকেরা সেই সাধু বেশধারী চোরকে অনুরোধ করল, চোর একেবারে রাজি না হয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। রাজার লোকেরা রাজার কাছে এসে বললে যে, একটি যুবা সাধু আছেন, তিনি রাজি হলেও হাতে পারেন, কিন্তু আর কোনও সাধু রাজি নন। রাজা অগত্যা সেই সাধু বেশধারী যুবক চোরের কাছে এলেন এবং নানাভাবে তাঁর সাধ্য সাধনা করতে লাগলেন। রাজাকে সামনে দেখে কিন্তু চোরের মন বদলে গেল, সে ভাবল যে আমি কেবলমাত্র সাধুর বেশ পরেছি, তাতেই আমার কাছে রাজা এসে সাধ্য সাধনা করছেন, না জানি আমি প্রকৃত সাধু হলে আমার কি দশা হবে। এই রকম ভাবতে ভাবতে তার মন একেবারে বদলে গেল এবং বিয়ে না করে যাতে প্রকৃত সাধু হওয়া যায়, তারই জন্য সে যত্নবান হল। তার আর বিয়ে করা হল না। সাধুর বেশ পরে সাধুর কাছে বসে চোরের মন এমন বদলে গেল। সৎসঙ্গের মহিমা কত তা বলা যায় না।

ফেসবুক বার্তা

আকাশে বাতাসে পুজোর গন্ধ ভরে উঠেছে। মা সেজে উঠছেন কুমোরটুলিতে কিন্তু মৃৎশিল্পীদের একটাই কষ্ট কারণ পুজো যে মাত্র তিন দিন। তাদের ঘরের মেয়েকে তারা মন্ডপে একদিন কম দেখতে পাবে।

ভারত-জাপান বন্ধুত্বে চিনের গোসা!

সুস্বাগত বন্দ্যোপাধ্যায়

এশিয়ার রাজনীতিতে ভারত -জাপান দ্বিপাক্ষিক জোট নতুন সম্পর্কের সমীকরণ। গত সপ্তাহে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির চার দিনের ভারত সফরে মোদি-আবের গ্লোবাল পার্টনারশিপ চুক্তি সাক্ষর প্রতিবেশি রাষ্ট্র চিনে মানসিক অশান্তির কারণ হয়েছে। চিনের রাষ্ট্রপতি ঝি ঝিয়াং-এ ভারত সফরের আগে জাপানের সঙ্গে বাণিজ্যিক-পারমাণবিক 'মউ' চুক্তি সাক্ষর চিনের বিদেশ দফতরের কাছে উদ্বেগজনক ঘটনা। জাপান ভারতে ৩২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। যার মধ্যে ৫ মার্কিন বিলিয়ন ডলার দিল্লি-মুম্বাই ফ্রেড করিডোর নির্মাণে এবং হাওড়া-দিল্লি বুলেট ট্রেন চালানোর জন্য।

এশিয়ায় কূটনীতির ক্ষেত্রে চিনের লক্ষ্য হল নিজের অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক আগ্রাসনের স্বার্থে ভারতের সহযোগিতা। ১৯৬২ সালে চিন ভারতে অতর্কিত আক্রমণ চালিয়েছিল পঞ্চশীল নীতিকে উপেক্ষা করে, সেই চিনই আবার চাইছে পঞ্চশীল নীতি শক্তিশালী করার নাম করে ভারতে বাণিজ্য প্রসারে মধ্য দিয়ে আগ্রাসনের নয়া কৌশলকে কাজে লাগাতে। এই কারণে গত জুন মাসে ভারতের উপরাষ্ট্রপতি ডঃ হামিদ আনসারির উপস্থিতিতে ১৯৫৪ সালে নেহরু-চৌ এন লাই-এর সাক্ষরিত পঞ্চশীল চুক্তির পঞ্চাশ বছর পূর্তি পালন করে। তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হল, নরেন্দ্র মোদি জাপান সফরে ব্যস্ত থাকার সময় রাজধানী দিল্লিতে ভারত চিন দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ভূরাজনৈতিক পরিবর্তনের গুরুত্বকে বোঝাবার জন্য এক আলোচনা চক্রের আয়োজন করে চিনের কারেন্ট এ্যাফোয়ার্স ইউনিভার্সিটি এবং অবজার্ভার রিসার্চ ফাউন্ডেশন যৌথ উদ্যোগে। এই আলোচনায় চিনের অধ্যাপক, অর্থনীতিবিদরা ভারত-চিন যৌথ সম্পর্কের ওপর জোর দিয়ে বলেন যে, জাপান পশ্চিম অক্ষ শক্তির সঙ্গে ভারতকে যুক্ত করতে চাইছে। কিন্তু চিন চায়, পঞ্চশীল নীতির ভিত্তিতে ভূরাজনৈতিক ঐক্যের দ্বারা নতুন এশিয়া গড়ে তুলতে। রাষ্ট্রপতি ঝি ঝিয়াং-এর ভারত সফরের মধ্য দিয়ে ভারতে ১০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগের চিন্তাভাবনা রয়েছে। প্রশ্ন হল নেড়া কবার বেলতলায় যায়? সিয়াচিন-অরুণাচল প্রদেশ সীমান্তে যেভাবে সেনা অনুপ্রবেশ ও রেলপথ নির্মাণের পরিকল্পনা নিয়েছে তা থেকে বোঝা যায় চিনের বিনিয়োগের ললিপপের আড়ালে আগ্রাসনের ইন্দ্রজাল।

চিনের সরকারি সংবাদপত্র গ্লোবাল টাইমস্ দুই দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি-সিনোজো আবের মৈত্রী চুক্তিকে 'মানসিক শান্তি' বলে উল্লেখ করেছে। তবে চিন বুঝতে পেরেছে, এশিয়ায় ভারত-জাপান দুই দেশের বন্ধুত্ব নিবীড় হলে তাদের দাদাগিরি বেশিদিন ধরে রাখা যাবে না।

চিনের পণ্য যেমন 'ব্যবহার আর ছুঁড়ে ফেলা' তেমনই কূটনীতির ক্ষেত্রে চিন এক জোটে বেশি দিন যুক্ত থাকতে পারে না। নতুন জোটসঙ্গী খোঁজে। দেশের স্বার্থ তাদের কাছে সবার আগে। ২০০৭ সালে মার্কিন অর্থনীতির বিপর্যয়ের পর বিশ্বায়নকে অভিহিত করেছিলেন চিনামেরিকা শব্দের দ্বারা। এমনও বলা হয় যে, চিন-মার্কিন অর্থনৈতিক জোট ভেঙে গেলে বিশ্বায়ন চুরমার হয়ে যাবে। ২০১১ সালে থেকে বাণিজ্যের স্বার্থে রাশিয়ার সঙ্গে চিন জোট গড়ে তুলেছে। এক্ষেত্রে রাশিয়ার স্বার্থও অবশ্য জড়িয়ে রয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে চ্যালেঞ্জ জানাবার জন্য অতীতের চিন-সোভিয়েত বিরোধ ভুলে গিয়ে নতুন এই বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। চিনের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্কের ঘনিষ্টতা নাকি চিন ও জাপান এই দুই দেশের সঙ্গে ভারতে বিদেশনীতির সমান্তরাল অবস্থান -এই বিষয়টি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ভালই বোঝেন।

জওহরলাল নেহেরুর পর নরেন্দ্র মোদি দ্বিতীয় ব্যক্তি, যিনি আন্তর্জাতিক সম্পর্কে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী দিয়েছেন। নেহেরুর জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন এশিয়া-আফ্রিকা-লাটিন আমেরিকার সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশকে অর্থনৈতিক সহযোগিতার দ্বারা স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার সন্ধান দিয়েছে। নরেন্দ্র মোদির জাপান সফর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক চর্চায় ভূ-রাজনীতিকে ভূ-অর্থনীতিতে রূপান্তরিত করেছে বলে জাপানের সংবাদপত্র টাইমস দাবি করে। গুজরাট মডেলের অর্থনীতির প্রশংসা করে 'মোদিনমিকস্' নামকরণ করেছে। প্রসঙ্গত জওহরলাল নেহেরু সোভিয়েত সমাজতন্ত্র'র মডেলকে অর্থনীতি বিকাশের পথ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। ১৯৯১ সালে নরসিমা রাও-মনমোহন সিংহ সংস্কার মডেল বিনিয়োগ ও বেসরকারিকরণ ও বিদেশি মুদ্রা অর্জনের জন্য দেশীয় বাজার খুলে দিয়েছিলেন। নরেন্দ্র মোদি অর্থনৈতিক বিনিয়োগ দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা, নিরাপত্তার বিষয়টিকে তুলে ধরে বিদেশ নীতির নতুন কৌশল গ্রহণ করেছেন। জাপানের প্রধানমন্ত্রী সিনোজোআবে যাকে জাতীয়বাদের নতুন দৃষ্টিভঙ্গী বলে উল্লেখ করেছেন।

মোদির কাছে ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষা কারটা সবচেয়ে জরুরি বিষয়। বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি অনুযায়ী মোদি চিনের সঙ্গে দূর সম্পর্ক নীতি নিয়ে চলতে পারে না। ভারতের পরিকাঠামোগত অর্থনীতিতে বিনিয়োগের স্বার্থে চিন-জাপান দুই দেশের সাহায্য প্রয়োজন রয়েছে। তবে চিনকে বুঝিয়ে দেওয়া বিনিয়োগের নামে সীমান্তে সম্প্রসারণ নীতি মুখ বুজে ভারত সহ্য করবে না। ঢিল মারলে পাটকেল খেতে হবে। দুই দেশের প্রধানমন্ত্রী ভাল করেই জানে যে চিনের আগ্রাসনকে প্রতিরোধ করা এককভাবে সম্ভবপর নয়। চিন যেভাবে এশিয়ায় আগ্রাসন চালাচ্ছে, তাতে এই দুই রাষ্ট্রপ্রধান যথেষ্ট উদ্বিগ্ন। এই কারণে দুই দেশের মধ্যে সামরিক সহযোগিতা রক্ষা করা দরকার। জাপানের দক্ষিণ সমুদ্রে ও ভারতের অরুণাচল প্রদেশ সীমান্তে উত্তেজনা কমবে। এই দুই দেশের মধ্যে সামরিক চুক্তি সাক্ষর হলে চিন দাঁতাত কূটনীতির কৌশল গ্রহণ করতে পারে। যার ফলে দক্ষিণ এশিয়ায় সামরিক উত্তেজনা কমবে। অবশ্যই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখন বুঝতে পারছে চিন তাদের বন্ধু দেশ নয়।

প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিকাশের স্বার্থে 'প্রাচ্যের দিকে তাকাও নীতি'র বিদেশ নীতির কৌশল নিয়েছিলেন। নরেন্দ্র মোদি সেই পথেই হাঁটছেন। ক্ষমতার ভারসাম্যের কূটনীতিতে তাঁর কৌশল হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া ইউরোপের দুই বলয়ের সঙ্গে সুসম্পর্ক রক্ষার পাশাপাশি জাপান, চিন দু'দেশের সঙ্গে সহযোগিতা রক্ষা করে সদূর ভবিষ্যতে ভারতের অর্থনীতির বিকাশ এবং জাতীয় নিরাপত্তাকে সুরক্ষিত রাখতে। দক্ষিণ এশিয়ার বুকে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হলে আগামী ২০২৫ সালে এই তিন রাষ্ট্রের জোট হয়ে উঠতে পারে বিশ্বায়নের কেন্দ্রীয় শক্তি।

ব্রাজিলে ব্রিক্স সম্মেলনে চিনের রাষ্ট্রপতি ঝিয়াং-এর সঙ্গে একান্ত বৈঠকের পর জাপানের প্রধানমন্ত্রী সিনোজো আবের সঙ্গে নরেন্দ্র মোদির একান্ত বৈঠক নিসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ। তবে আবে-মোদির ঘনিষ্ঠতার সূত্রপাত ঘটে ২০০২ সালে। গুজরাটে দাঙ্গায় নরেন্দ্র মোদির যোগসূত্র য়িে ইউরোপ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সমালোচনায় সোচচার হেযছে। এমনকী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মোদির বিদেশ সফরের ভিসা আটকে দিয়েছিল। কিন্তু জাপান মোদির বিরুদ্ধে সমালোচনায় কান না দিয়ে শিল্প পরিকাঠামোয় বিদেশি বিনিয়োগ গুজরাটে করেছে। ২০০৭ সালে জাপানের প্রধানমন্ত্রী সিনোজো আবে ভারত সফরে এসে গুজরাট সফরে যান। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গুজরাটে বর্তমানে জাপানের বিনিয়োগের পরিমাণ ১৮.১৬ বিলিয়ন ডলার। ২০১৫-১৬ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়াবে ২০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

জাপানের প্রধানমন্ত্রী আবে নরেন্দ্র মোদিকে এতটাই পছন্দ করেন যে, তিনি তাঁর ট্যুইটারে যে তিনজনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন তাদের মধ্যে একজন হলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ভাই দামোদর দাস মোদি। লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির হয়ে নরেন্দ্র মোদির প্রধানমন্ত্রীত্ব লাভে আপ্লুত সিনোজো আসে ট্যুইটারে লিখেছিলেন, 'আমাদের বন্ধুত্বের সম্পর্কে গভীরতায় মাননীয় মোদি আপনার টোকিও আগমনের অপেক্ষায় থাকলাম।'

যাওয়া আসার পথে পথে

পিঙ্কি ঝর্ণাকে তাঁর ঝুপড়ির ভেতর বসতে বললেন

দীপককুমার বড় পণ্ডা

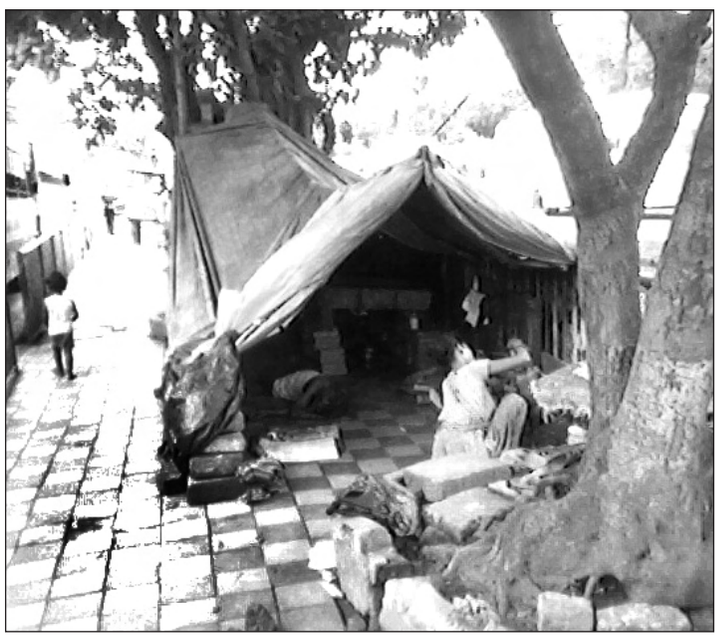

ধর্মতলায় অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছিলাম ঝর্ণা চিত্রকর-এর জন্য। বিরক্ত হয়ে চলে যেতেও পারছিলাম না। সেই পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দীগ্রাম থেকে তিনি আসছেন। সাঁতরাগাছির পর গাড়ির জ্যাম-এ আটকেছেন। তাঁর কিছু করার নেই। মাঝে মাঝেই ফোন করে জানাচ্ছেন, 'এই এসে গিয়েছি।' সেটাও প্রায় দেড় ঘন্টা ধরে চলছে। প্রেস ক্লাব-এর বিপরীত দিকে যেখানে অপেক্ষা করছিলাম, সেখানে একদিকে ট্রাম লাইন-এ ট্রাম চলছে, অন্যদিকে দ্রুতগতিতে বাস দৌড়চ্ছে। মাঝখানে উঁচু একটা ফুটপাত। সেই ফুটপাতের ওপর একটা গাছের তলায় দাঁড়িয়ে আকাশ পাতাল ভাবছি, এমন সময় হঠাৎ চোখে পড়ল, পাশেই একটা ঝুপড়ি। ঝুপড়ি বলতে দুটো গাছে বাঁধা একটা মোটা দড়ি, সেই দড়িতে একটা পুরু প্লাস্টিক। সেই প্লাস্টিকের তলায় একটা লোক শুয়ে আছে। এক সালোয়ার কামিজ পরা মহিলা সেই ঝুপড়ির সামনে বসে। দুটি শিশু ফুটপাতে বসে খেলছে। হঠাৎ ছোট শিশুটি মহিলার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। মহিলা তাকে চটকালেন, কাতুকুতু দিলেন। শিশুটি খিলখিল করে মহিলাকে জড়িয়ে ধরল। মহিলা বাচ্চাটিকে বুকের দুধ খাওয়ালেন।

এবার আরও ভালো করে দেখলাম ঘরের ভেতরটা। দেখলাম, ভেতরে একটা চৌকির মতন আছে। চোকির পা-গুলো বেশ ছোট। চৌকিটায় কেউ ঘুমুলে প্লাস্টিকটা বুকের উপর নাচবে। নিচে তিন-চারটে সিলভারের থালা-বাটি, একটা উনুন। সেই উনুনে চাপানো ভাতের হাঁড়ি। হাঁড়ির তলাটা কালো। কাপড় চোপড় বলতে একটা লুঙ্গি, একটা সালোয়ার কামিজ, একটা গামছা ভেতরে ঝুলছে। যে লোকটা ঘুমুচ্ছেন, তিনি একেবারেই মেঝেতে। মেঝে বলতে ফুটপাত। লোকটা একেবারে হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে আছেন। দেখে মনে হয়, বহুদিন বাদে ঘুমোচ্ছেন। এই ভর দুপুরে ঘুমোচ্ছেন এইভাবে, রাতে জাগেন নাকি? মনে কেমন একটা সন্দেহ তৈরি হয়। আমি তাকিয়ে থাকি ভেতরটায়।

কখন যেন সামনে বসে থাকা মহিলাটি আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। খেয়াল হতেই ভ্যাবাচাকা খাই। কারণ আমি তখনও ওদের ঘরের ভেতরের দিকে তাকিয়ে। আমার বেআব্রু মনটা সচেতন হয়ে যায়। মহিলাকে বলি,

– এখানে কতদিন আছেন?

কিছুক্ষণ ভাবেন। একটা মিষ্টি হাসি হেসে বলেন, অনেকদিন ধরে আছি।

– তা কত বছর হবে?

– সে অনেক বছর হল এখানে আছি। অত বছর টছর বলতে পারব না।

– কী নাম আপনার?

– পিঙ্কি ঘোষ।

– আপনার আসল বাড়ি কোথায়?

– দক্ষিণ ২৪ পরগণার লক্ষ্মীকান্তপুর।

– কী কাজ করেন?

– কাগজ কুড়াই।

– ওই লোকটা কে?

– আমার স্বামী।

– উনি কী করেন?

– ও কাগজ কুড়ায়।

ততক্ষণে কয়েকটা বাচ্চা আমার সামনে এসে হাজির হয়েছে। ওরা চারটে বাচ্চা – ছোটটা বছর তিনেক, বড়টা ১০ বছর খানিক।

– এরা সবাই আপনার বাচ্চা?

– না, না, এই বড়টা আমার মায়ের বাচ্চা।

– মায়ের বাচ্চা মানে আপনার বোন তো?

এক মুখ হাসি নিয়ে পিঙ্কি সম্মতিসূচক মাথা নাড়েন।

– মা কোথায় থাকেন?

পিঙ্কি দূরে হাত বাড়ান। বলেন — ওই দিকে।

– এরা স্কুলে যায় না?

– এবার ইসকুলে ভর্তি করব। একজনকে ধরেছি। ও ভর্তি করে দেবে বলেছে। বড়টাকে বারাসাতে হোস্টেলে ভর্তি করব। ওখানে পড়াশোনা ভাল হয় বলেছে। ছোটগুলোকেও ধর্মতলার স্কুলে দেব।

মহিলা দূরে হাত বাড়িয়ে সেই স্কুলের অবস্থানটা দেখানোর চেষ্টা করেন। আমি অবশ্য কোনও স্কুল দেখতে পাই না। দেখি শুধু দ্রুত গতিতে যাওয়া বাস-ট্রামের যাতায়াত। ওখান থেকেই দীঘা, নন্দীগ্রাম এবং মেদিনীপুর যাওয়ার বাসগুলো ছাড়ছে। বাসের লোকেরা প্যাসেঞ্জার দেখেই দৌড়োচ্ছেন, ওঁদের গাড়িতে বসানোর জন্য। প্যাসেঞ্জাররা কেউ রাজি হচ্ছেন, কেউ দর কষাকষি করছেন ভাড়া নিয়ে। একজন তো ভীষণ রেগে গেলেন। তিনি তাঁর আত্মীয়ের জন্য অপেক্ষা করছেন, অথচ গাড়ির লোকেরা তাঁকে বারেবারে জানতে চাইছেন, কোথায় যাবেন। ভদ্রলোক চিৎকার করে উঠলেন। বললেন, আমি জাহান্নামে যাব। গজগজ করতে করতে সরে গেলেন তিনি।

পিঙ্কি এখন বাচ্চাগুলোকে স্নান করাচ্ছেন। বাচ্চার গা ঘষতে ঘষতে আমার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন। তাঁর কোনও বিরক্তি নেই। হাসিটা মুখে ঝুলেই আছে। যেন আমি কতদিনের চেনা।

– স্নানের জল কোথা থেকে পান?

– রাস্তার ওপারেতো কল আছে। সেখান থেকে জল আনি। আবার এদিকেতো একটা পুকুরও আছে।

– খাবার জল কি ওই কল থেকেই আনেন?

– হ্যাঁ।

বুঝতে চেষ্টা করি, প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো হাতের নাগালে আছে কিনা। সেই সময় পিঙ্কির স্বামী এগিয়ে আসেন। আমি ভাবি, ভদ্রলোক মনে হয় এবার আমার 'ইন্টারভিউ' নেবেন। আমি কে, এত কথার কী আছে? এসব নানা কৌতূহল তো থাকতেই পারে। মনটাকে তৈরি করে ফেলি উত্তর দেওয়ার জন্য। ভদ্রলোক আমার পাশ ঘেষেই যান, কিন্তু আমার সঙ্গে কোনও কথা বলেন না। খানিকটা উদাসীন ভঙ্গিতে চলে যান। তিনি তাঁর সঙ্গীকে জিজ্ঞেস করেন,

– ঘরে গায়ে মাখার সাবান আছেরে?

উদোম গায়ের লোকটার রঙ রোদে পুড়ে কালো হয়ে গিয়েছে। লুঙ্গিটা তিনি প্যাঁচিয়ে পরেছেন। সাদা লুঙ্গিটা ময়লা নয়, বেশ পরিস্কার। চুলগুলো তাঁর বেশ ঝাঁকড়া। পিঙ্কি তাঁর স্বামীকে বলেন,

– না, ঘরে সাবান নেই।

– তবে, টাকা দে, দোকান থেকে সাবান কিনে আনি।

বাচ্চাগুলো সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠল, আব্বা, দোকানে যাব তোমার সঙ্গে। মানুষটা হ্যাঁ-না কিছুই বললেন না। পিঙ্কি ঝুপড়ির মধ্যে ঢুকে কৌটো থেকে একটা দশ টাকার নোট বার করে এনে দিলেন। লোকটা আর পেছনের দিকে তাকালেন না। বাচ্চাগুলো আবার স্নান করতে লাগল।

আমার মনে হল পিঙ্কির স্বামী মুসলমান। বাচ্চাগুলো তাঁকে 'আব্বা' বলে ডাকছিল। নিশ্চিত হবার জন্য জিজ্ঞেস করলাম,

– আপনার স্বামীর নাম কি?

– শ্রী গৌতম ঘোষ।

'শ্রী' বলা দেখে ছোটবেলার কথা মনে পড়ল। বাবা কিংবা বাড়ির বড়দের নাম বলার সময় 'শ্রী' কিংবা 'শ্রীযুক্ত বলার চল ছিল। এখনও হয়ত গ্রামের স্কুলে সেসব শেখানো হয়। পিঙ্কি গ্রামের স্কুলের সেই পাঠটা হয়ত মনে রেখেছেন।

বাচ্চাগুলো এতক্ষণে আমার চারদিকে ঘিরে রয়েছে। একজন আধো আধো গলায় বলল, তোমার দুটো কলম? বললাম, একটা কলম দেব? ও বলল, না, আমরা তো লিখতে পারি না। একজন আমার পাশে বসে পড়ল। বলল, তুমি খেল? আমাদের সঙ্গে খেলবে? পিঙ্কি এখন কাপড় কাচছেন, তাঁর স্বামী তাঁকে জল বয়ে এনে দিচ্ছেন। রাস্তার ওপর পুরো একটা সংসার। পিঙ্কি বারে বারে ঘাড় তুলে দেখছেন, আমাকে আর তাঁর সন্তানদের।

এতক্ষণে এসে পৌঁছান ঝর্ণা চিত্রকর। ঝর্ণা দি-র বয়স প্রায় ষাট-এর কাছাকাছি। কিছুদিন আগে তাঁর স্বামী বিখ্যাত পটুয়া নিরঞ্জন চিত্রকর মারা গিয়েছেন। মনমরা ঝর্ণা দি-র শরীরটাও ভাল নেই। ঝর্ণা দি ক্লান্ত শরীরটা এলিয়ে দেন গাছের গায়ে। পিঙ্কি একটা জলের বোতল এনে দেন ঝর্ণা দি-র হাতে। যেন আত্মীয়ের বাড়ি এসেছে কেউ। ঝর্ণা চিত্রকর ঢক ঢক করে জলটা গলায় ঢালতে থাকেন। তিনি যেন পিঙ্কির বাড়ির অতিথি। ঝর্ণা কৌতূহলী চোখে তাকান আমার দিকে। তাঁর চোখে-মুখে প্রশ্ন এ কে? পিঙ্কি ঝর্ণাকে তাঁর ঝুপড়ির ভেতর বসতে বললেন। ঝর্ণা দি পিঠের ব্যাগটা নিয়ে পিঙ্কির ঝুপড়ির ভেতর ঢুকে গেলেন।

চেনা ছবির বাইরে ...

কাজেই কুৎসার জবাব মনমোহিনী দেবীর

মেহবুব গাজি ও শুভজিৎ দাস: ডায়মন্ড হারবার ১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির কাজের অগ্রগতি বিষয়ে অবহিত হলে অনেকে চমকে উঠতে পারেন। তার কারণ হল মূলত সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষের সার্বিক উন্নতির জন্য যে প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে তা অন্য যে কোনও পঞ্চায়েত সমিতির কাছে অনুকরণযোগ্য হয়ে উঠতে পারে। বিরোধীদের সমস্ত কুৎসাকে পিছনে ফেলে উন্নয়নকে হাতিয়ার করে এগিয়ে চলেছেন ডায়মন্ড হারবার ১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত ও পরিবহন কর্মাধক্ষ্যা মনমোহিনী বিশ্বাস। ২০১৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ক্ষমতায় আসার পর পঞ্চায়েত সমিতির কাজের অগ্রগতিকে বাড়িয়েছেন তিনি। ১৯৯০ সালে রাজনীতিতে আসেন। বিভিন্ন মানুষ তাদের অভাব অভিযোগ নিয়ে ক্রমাগত তাঁর দরবারে এলে এক মুহূর্তের জন্য পিছপা হননি। সর্বত্রই মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন। ইন্দিরা আবাস যোজনা, গীতাঞ্জলি প্রভৃতি প্রকল্পের মাধ্যমে মানুষের মন জয় করেছেন। একটু ঘুরলেই দেখা যাবে স্থানীয় বেশিরভাগ রাস্তায় কংক্রিট ঢালাইয়ের কাজ চলছে। কোথাও কাজ শেষের পথে। প্রায় ৩৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে রাস্তা ঢালাইয়ের কাজ চলছে। ইতিমধ্যে মরুইবেড়িয়া এম পি কোটার ৮ লক্ষ ১০ হাজার টাকার মাদ্রাসা নতুন বিল্ডিংয়ের কাজ চলছে। নেতড়ায় নতুন এম এস কে বিল্ডিংয়ের কাজ চলছে। দীর্ঘদিন ধরে বাসুল ডাঙার বিভিন্ন গ্রামে পানীয় জলের সমস্যা ছিল। পরে ওই গ্রামে বাসুলডাঙা পঞ্চ গ্রামে একটি পাম্প বসানোর জন্য সে সমস্যা মিটেছে। এবং ওই সব এলাকায় গভীর নলকূপের সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে পানীয় জলের সমস্যা মেটানোর জন্য। বাসুলডাঙা থেকে পঞ্চগ্রাম প্রায় তিন কিলোমিটার পি. ডবলু ডি–র রাস্তা। তবে দীর্ঘদিন ধরে এই রাস্তার বেহাল অবস্থা হওয়ায় মানুষ সমস্যায় ছিল। অনেক তৎপরতা এবং তদারকির পর মনমোহিনী বিশ্বাস ও তার দল পূর্ত দপ্তর থেকে আদায় করে ১ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা । কাজ চলছে সেই টাকায় ও আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই পিচিং শুরু হবে। এছাড়া বিভিন্ন এলাকায় স্বাস্থ্য সচেতনতা শিবির চালান মনমোহিনী দেবী। এই মনমোহিনী দেবী বিভিন্ন বিষয় নিয়ে গ্রামে ঘুরে মানুষের সঙ্গে কথা বলেন। রাজনীতির পাশাপাশি অবসর সময়ে সাহিত্য ও সংস্কৃতির চর্চার সঙ্গে যুক্ত। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়েও গান লেখেন। প্রত্যেকটি রাজনৈতিক মঞ্চে এই গান শোনার জন্য অপেক্ষায় থাকে মানুষ। তাঁর সেই স্বরচিত গান আজও মানুষকে মুখরিত করে ‘লড়ছি লড়ব লড়ছি লড়ব এই লড়াই মোরা করব বাংলা গড়ার শপথ নিয়ে এগিয়ে আমরা চলব।।

মা–মাটি–মানুষ আর মমতা একই মন্ত্রে গাঁথা

তাঁর আদর্শে আমরা গড়ব নতুন বাংলা।।’

এই গান তার জীবনের কর্মের মাধ্যমে কণ্ঠে ভেসে ওঠে। এছাড়া ২০১০–২০১১ সালে রায়দিঘীর বিধায়ক দেবশ্রী রায়– এর সহযোদ্ধা ছিলেন। বিভিন্ন জায়গায় দেবশ্রী রায়ের প্রচার করে বেড়িয়েছেন। মানুষের সঙ্গে কথা বলেছেন। গ্রামের বৃদ্ধ–বৃদ্ধাদের আশীর্বাদ কুড়িয়েছেন এই মনমোহিনী দেবী। রায়দিঘীর কাশীনগর, কাঞ্চনদিঘী, জটার দেউল বিভিন্ন জায়গায় দেবশ্রী রায়ের সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস–এর প্রচার করেছেন। এ তো গেল তার রাজনৈতিক জীবনের কথা। তিনি ১৯৯৮ সাল থেকে পুলিশের সহায়তায় নারী ও শিশু পাচার সচেতনতা শিবির গড়েছেন। উদ্ধার করেছেন কিশোরীদের পাশাপাশি

২০০৮ সালের নেতড়ার উত্তর শ্যাওড়াদাহ থেকে একটি মেয়েকে উদ্ধার করেন ‘সিনি’ নামক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের মাধ্যমে। তিনি একজন আই সি ডি এস কর্মীও বটে। রাজনীতিক জীবন ছাড়াও তিনি জেলার বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে বেড়ান। দুর্গম এলাকাতে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য নিয়ে ক্যাম্প করেন। সাধ্যমতো শিক্ষা সামগ্রী ও জামাকাপড় বিলি করেন। বিভিন্ন এলাকায় বিরোধীরা বিভিন্ন বিষয়ে তাকে নিয়ে সমালোচনা করলেও সব কিছু উড়ে যায় তার কর্মজীবনের মাধ্যমে। এ ব্যাপারে মনমোহিনী বিশ্বাস বলেন, বিশাল কর্মযজ্ঞের কাজ চলছে, মা–মাটি–মানুষের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রেরণায় ও উৎসাহে। তাই তা অবশ্যই সফল হবে। মুখ্যমন্ত্রীর ভাবধারায় তার কর্ম। মানুষের সেবাই তার পরম ধর্ম। তার কারণ জাতীয় ও পুষ্টি সপ্তাহ উদ্‌যাপন চলছে গোটা মাস ধরে। বাচ্চাদের পুষ্টি ও বিকাশ কিভাবে ঘটবে তার সচেতনতা শিবিরও চলছে কুলপি ব্লকের মাধ্যমে। তবে এই অনুষ্ঠান নিয়ে অন্দরমহলে একটি বিতর্কের দানা বেধেছে। অনুষ্ঠান চলাকালীন সি. ডি. পি. ও. অফিসার হরিদাস দাস ও তার সুপার ভাইজারকে নিয়ে সভা থেকে প্রস্থান করেন। এ নিয়ে মন্ত্রী ও বিধায়ক তীব্র নিন্দা করেন। বিধায়ক যোগরঞ্জন হালদার এটিকে দৃষ্টিকটু বলে মন্তব্য করেন। সমস্ত অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন ‘ডেস্টিটিউট হোম কাম রুর‍্যাল ডেভেলপমেন্ট’ কেন্দ্র ও কুলপি পঞ্চায়েত সমিতি।

বাংলাদেশে বাইক পাচারকারীর মূল পাণ্ডাকে ধরলো পুলিশ

অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার

গতকাল এক আন্তর্জাতিক মোটরবাইক পাচার চক্রের এক পাণ্ডাকে গ্রেফতার করল এয়ারপোর্ট থানার পুলিশ। থানার আই সি প্রসেনজিৎ ব্যানার্জী বলেন, অনেক দিন ধরে ওকে খুঁজছিলাম আমাদের রাতে টহলদারি পুলিশ রাস্তায় যানবাহনগুলোকে তল্লাশি চালায় বৈধ কাগজ দেখার জন্য। সেদিন বিরাটি যশোর রোডে চলছিল। টহলদারী সে সময় এক মোটর আরোহিকে ধরা হয় তার কাছে কোনও বৈধ কাগজ ছিল না। সন্দেহ বশত থানায় নিয়ে আসা হয়। পুলিশ অফিসারদের জেরায় জানায় তার নাম আজিজুল মোল্লা বাড়ি বাংলাদেশ। পুলিশের চাপে আজিজুল বলে বাংলাদেশ থেকে সীমান্ত পেরিয়ে বে–আইনিভাবে এখানে এসেছে। জেরায় কবুল করে চোরাই মোটরবাইক বাংলাদেশে পাচার করে ইঞ্জিনগুলি বিক্রি করি ভুটভুটিওয়ালাদের কাছে ২৫–৩০ হাজার টাকায়। পুলিশ জেনেছে এই আজিজুলকে বিক্রি করত সাদ্দাম আলি নামে বিরাটির এক বাসিন্দা, খবর পাওয়া মাত্র এই সাদ্দামকে গ্রেফতার করে পুলিশ। প্রসেনজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় তত্ত্বাবধানে পুলিশের গোটা টিম বাংলাদেশের পেট্রোপোল সীমান্ত এলাকায় প্রত্যেকটা গ্যারাজে চিরুনি তল্লাসি চালায়। এই তল্লাসীতে ১২টি বাইক উদ্ধার করে পুলিশ। গ্যারাজে রাখত প্রতিদিন ১ হাজার টাকা ভাড়া দিয়ে। পুলিশ আরও কিছু তথ্য পেয়ে জানায় এই ঘোলা গ্যারেজ থেকে ইঞ্জিনগুলি খুলে কাটা তারের বেড়া টপকে পাচার করা হত। এই ইঞ্জিনগুলোকে কাজে লাগাত ভুটভুটিতে। গ্যারেজের মালিককে গ্রেফতার করা হয়েছে। আজিজুলকে বে–আইনি অনুপ্রবেশ ও চুরির কেস দেওয়া হয়। এর সঙ্গে ধরা হয় আরও পাঁচ জন। সাদ্দাম ও পাঁচজনকে চুরির কেস দেওয়া হয়। অনেক দিন ধরে বাগুইআটি ও বিভিন্ন জায়গা থেকে মোটর বাইক চুরির অভিযোগ আসছিল এখন পুলিশের কাছে চুরি যাওয়ার ব্যাপারটা ছবির মতন পরিস্কার হয়ে গেল। প্রসেনজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় মাত্র সারে চার মাস সোনারপুর থানা থেকে বদলী হয়ে এয়ারপোর্ট থানায় এসেছেন। সোনারপুরে থাকতেও আর্ন্তজাতিক নারি পাচার চক্র ও অস্ত্র কারখানা বেশ কয়েকটি খুনি ও দাগি আগামীদের ধরে জেলা পুলিশের বড় সাহেবদের কাছ থেকে প্রশংসা কুড়িয়েছেন সেই কারণে এবারে ও বিধাননগর কমিশনারেট ডি. সি. ডি ডি কঙ্কর প্রসাদ বারুইকে ফোনে তাঁর মন্তব্য জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন এটা একটা বড় সাফল্য, খুব খুশি হয়ে বার বার বলেন দারুন দারুন কাজ হয়েছে। কারণ এই বাইক চুরি যাওয়া বেশ অনেক দিন ধরে চলছিল বিভিন্ন এলাকায়। এখন থেকে কমে গেল। বাসিন্দাদের বক্তব্য আমরা বাইক চুরি আতঙ্ক থেকে বাঁচলাম।

মিডিয়া

কৌশিক মজুমদার

দেশের দশের বিদেশের
সবার কাছে মহান
সেই হল সংবাদ মাধ্যম
সবার সেরা নাম।
স্বাধীনতার শুরু থেকে
সব দেশেরই নির্বাচন
কন্ট্রোলে এনেই থাকে
প্রচারে গণ মাধ্যম।
রাজা মন্ত্রী সবাই আনে
সকল কাজের উন্নয়ন
অন্যায় অপরাধ সজাগ ক'রে
প্রচারে সংবাদ মাধ্যম।
মিডিয়া সবার প্রিয়
প্রয়োজন সবার তরে,
শান্তি শৃঙ্খলা সভ্যতা
করে আনায়ন
জনতার আচারে।
তুমি কে? কে বা তুমি?
পরিচয় হবে সংবাদেই–
মিডিয়া ছাড়া চলে না রাজা
যে কোনও দেশে দেশেই।

লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র

তথ্য সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

প্রবীণ দুঃস্থ লোকশিল্পীদের আর্থিক অনুদান

লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি চর্চায় নিয়োজিত যে সকল প্রবীন গুণী লোকশিল্পী বর্তমানে আর্থিক দুরবস্থায় আছেন তারা এই প্রকল্পে আবেদন করতে পারবেন। শিল্পীর বয়স ৫০ (পঞ্চাশ) বছরের বেশি এবং মাসিক আয় ৩,০০০ (তিন হাজার) টাকার নিচে হতে হবে। বয়সের প্রমাণ পত্রের হিসাবে ভোটার কার্ড/রেশন কার্ড–এর জেরক্স কপি দাখিল করতে হবে এবং আর্থিকআয় বিষয়ক প্রমাণস্বরূপ আবেদনকারীকে লোকসভা বা বিধানসভার সদস্য/জেলা পরিষদের সভাধিপতি/পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি/পৌরপ্রধান/এই কেন্দ্রের সদস্য/জেলা বা মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিকের শংসাপত্র আবেদনপত্রের সঙ্গে দিতে হবে। সাহায্য মঞ্জুর করার আগে বা পরে সবরকম অনুসন্ধানের অধিকার এই বিভাগে থাকবে। নিচে দেওয়া তথ্যাবলীসহ সাদা কাগজে আবেদন করতে হবে। ১) নাম, ২) পিতা/স্বামীর নাম, ৩) ঠিকানা, ৪) বয়স (জন্মতারিখ ও বছর উল্লেখ করতে হবে), ৫) তপশিলি জাতি/আদিবাসী কিনা, ৬) যে আঙ্গিকের সঙ্গে জড়িত (আঙ্গিকের নাম/গায়ক/বাদক/নৃত্যশিল্পী/অভিনেতা স্পষ্ট করে লিখতে হবে), ৭) বর্তমান মাসিক আয়, ৮) অন্য কোনও প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তির নিকট থেকে আর্থিক সাহায্য/মাসোহারা পান কিনা, পেয়ে থাকলে তার পুরো বিবরণ দিতে হবে, ৯) গত বছর এই কেন্দ্র থেকে বা পশ্চিমবঙ্গ সরকার থেকে কোনও অনুদান পেয়েছেন কিনা।

আবেদনপত্র আগামী ১৫ নভেম্বর ২০১৪ –এর মধ্যে সচিব, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, লোকগ্রাম, নিতাইনগর, ছিটকালিকাপুর, কলকাতা–৭০০০৯৯ এই ঠিকানায় অথবা সংশ্লিষ্ট জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিকের কার্যালয়ে ১০ নভেম্বর ২০১৪ –এর মধ্যে জমা দেওয়া যাবে।

লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র

তথ্য সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি চর্চায় সর্বতোভাবে নিযুক্ত দুঃস্থ সংস্থার জন্য অনুদান

লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি চর্চায় যে সকল সংস্থা কমপক্ষে তিন বছর নিযুক্ত আছেন তারা এই প্রকল্পে আবেদন করতে পারবেন। কোনও এন.জি.ও–কে এই অনুদান প্রকল্পে বিবেচনা করা যাবে না। প্রতিটি আবেদনপত্রে জেলা পরিষদের সভাধিপতি/পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি/এই কেন্দ্রের সদস্য/জেলা বা মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিকের সুপারিশ থাকতে হবে। সাহায্য মঞ্জুর করার আগে বা পরে এই বিভাগের সবরকম অনুসন্ধানের অধিকার থাকবে। সংস্থার নিজস্ব প্যাডে নিচে দেওয়া তথ্যাবলীসহ আবেদন করতে হবে। ১) সংস্থার নাম, ২) ঠিকানা, ৩) প্রতিষ্ঠার মাস ও বছর, ৪) সংস্থার উদ্দেশ্যে ও লক্ষ্য, ৫) বর্তমান পরিচালকমণ্ডলীর নাম ঠিকানা, ৬) যে জন্য অনুদান চাওয়া হচ্ছে তার বিবরণ, ৭) গত বছর এই কেন্দ্র থেকে বা পশ্চিমবঙ্গ সরকার থেকে অনুদান পেয়েছেন কিনা, ৮) অন্য কোনও সংস্থা থেকে আর্থিক সাহায্য পেয়েছেন কিনা (পেয়ে থাকলে কবে, কত টাকা, কি জন্য উল্লেখ করতে হবে)।

আবেদনপত্র আগামী ১৫ নভেম্বর ২০১৪ –এর মধ্যে সচিব, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, লোকগ্রাম, নিতাইনগর, ছিটকালিকাপুর, কলকাতা–৭০০০৯৯ এই ঠিকানায় অথবা সংশ্লিষ্ট জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিকের কার্যালয়ে ১০ নভেম্বর ২০১৪ –এর মধ্যে জমা দেওয়া যাবে।

১১৩২(২৪)/জে.ত.স.দ./দক্ষিণ ২৪ পরগনা ১২/ ০৯/ ১৪

প্রথম পাতার পর ...

স্বপ্নপূরণ–এর স্বপ্নহত্যা

পুলিশের উপস্থিতিতে তারা এক মাসের মধ্যে ২৫ লক্ষ টাকা ও পরের তিন মাসের মধ্যে বাকি টাকা ফেরত দেবেন বলে লিখিত অঙ্গীকার করে মালিক পক্ষ। এরপরই তারা পালিয়ে যায় বলে এজেন্ট ও আমানতকারীরা জানিয়েছেন। তারা থানায় অভিযোগ দায়ের করেন না। অথচ এরপরে স্থানীয় আর একটি চিটফান্ড সংস্থার বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগে অভিযুক্ত মালিকপক্ষকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে আইসি দাবি করেন। এদিকে এই সংস্থার মালিকপক্ষ পালিয়ে যাওয়ায় আমানতকারীরা এজেন্টদের উপর চাপ সৃষ্টি করছেন। ফলে বিপাকে পড়েন এজেন্টরা। সম্প্রতি সংস্থার এক এজেন্ট তথা আমানতকারী মানিক ঘোষ মানসিক চাপে আত্মহত্যা করেছেন। সংস্থায় তার জমা রাখা ছিল ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা বলে অন্যান্য এজেন্টরা জানান। তারা আরও জানান, মানসিক চাপে সংস্থার আরও মহিলা এজেন্ট তথা গৃহবধূ রীণা মণ্ডল ও জয়শ্রী পাল আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। এজেন্টদের অভিযোগ, তারা জেলা শাসক, স্থানীয় বিধায়কের দ্বারস্থ হয়েও কোনও ফল পাননি। তারা স্থানীয় কাশিমপুর গ্রাম পঞ্চায়েত ও অগ্রগামী ক্লাবকেও লিখিত অভিযোগ জানান। লিখিত অভিযোগ জানয়েছেন দত্তপুকুর থানাতেও। কিন্তু আজ পর্যন্ত অভিযুক্তরা গ্রেফতার না হওয়ায় সংশ্লিষ্ট এজেন্টরা রীতিমতো মানসিক চাপের মধ্যে রয়েছেন। তবে দত্তপুকুর থানা অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে বলে সংশ্লিষ্ট পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে গোপাল কাঞ্জিলাল আমানতকারীদের সঙ্গে আছেন বলে জানা গিয়েছে।

হাওড়া–বালি পুরএলাকার বাসিন্দারা নিকাশি সমস্যায় অভ্যস্থ

অভিজিৎ হাজরা

হাওড়া: নিত্যদিনের নিকাশী সমস্যায় অভ্যস্থ হয়ে উঠেছে হাওড়া এবং বালি পুর এলাকার বাসন্দারা। সামান্য বৃষ্টি হলেই সেই বৃষ্টির জলে গৃহস্থের উঠান, রান্নাঘর, কলকারখানাগুলিতে জল দাঁড়িয়ে যায়। একদা শিল্পনগরী হাওয়ার কলকারখানা মালিকদের বর্ষাকালে খোলা থাকলেও কাজ করা যায় না বলে অভিযোগ করেন এক ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানার মালিক। হাওড়া পুরসভার সংযুক্ত এলাকা ৫০ নম্বর ওয়ার্ডের ভুতবাগান–সহ সমগ্র এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে রাস্তার জমা জলে গৃহস্থের ঘরের মধ্যে ঢুকে পরিস্থিতি ঘোরাল করে তুলছে। জমা জল নিয়ে দুই পুরসভার বাসিন্দাদের অত্যন্ত কষ্টের মধ্যে দিনযাপন করতে হচ্ছে। হাওড়া পুরসভার ১৮ থেকে ২১ এবং ৪৯ ও ৫০ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দারা নিত্যদিন নিকাশি সমস্যায় জেরবার। বালিটিকুরি, কতমতলা, শিবপুর, রামরাজাতলা, নুরমহম্মদ মুন্সি লেন, নরসিংহ দত্ত রোড, সাতকড়ি চট্টোপাধ্যায় লেন, দেশপ্রাণ শাসমল রোড, পঞ্চানন তলা রোড, ফকির দাস মণ্ডল লেন, শ্রী কিষাণ ভগৎ লেন, বেলিলিয়াস লেন–সহ প্রায় সব রাস্তাই বৃষ্টিতেই জলমগ্ন হয়ে পড়ে। বেলিলিয়াস রোডের এক কারখানার মালিক সম্প্রতি সামান্য বৃষ্টি হওয়ার পর কারখানার ভিতরের জমা জল সরাতে সরাতে বললেন, আমরা নিকাশি ব্যবস্থার স্থায়ী সমাধান চাই। আপনারা তো সাংবাদিক সব দেখছেন — আপনারা আমাদের সমস্যার কথা, দুর্দশার কথা লিখুন।

হাওড়া পুরসভার ২১ নম্বর ওয়ার্ডের তৃমমূল কংগ্রেসের পুরপিতা ব্রতেন দাস জানালেন, ১৭,১৮,১৯ ও ২৭ নম্বর ওয়ার্ডের নর্দমার জল তাদের ওয়ার্ডের উপর দিয়ে যায়। ব্রতেনবাবু নিকাশি ব্যবস্থার সমস্যার কথা স্বীকার নিয়ে বলেন পূর্বে বাম আমলে ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে জল জমলে সেই জল সরতে সরতে অনেক দিন লেগে যেত। বর্তমানে জলে জমছে ঠিকই। তবে জমা জল দ্রুত নেমে যাচ্ছে। হাওড়া পুরসভার নিকাশি বিভাগের মেয়র পারিষদ শ্যামল মিত্র বলেন, নিকাশি সমস্যার স্থায়ী সমাধান করার চেষ্টা অবশ্যই চলছে। এখন জল জমলে পাম্প চালিয়ে জমা জল দ্রুত নামিয়ে দেওয়া হচ্ছে। হাওড়া উন্নয়ন সংস্থার চেয়ারম্যান সাঁকরাইলের বিধায়ক শীতল সর্দার বলেন, বাম আমলের নিকাশি ব্যবস্থার খোলনলচে পরিবর্তনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। বালি পুরসভার ৩৫টির মধ্যে ১৫টি ওয়ার্ডেও নিকাশি সমস্যায় জেরবার হচ্ছেন নাগরিকরা। বালিপুরসভার তৃণমূল কংগ্রেসের বিরোধী দলনেতা রিওয়াজ আহমেদ অভিযোগ করে বলেন, বাম পরিচালিত বালি পুরসভা নিকাশি ব্যবস্থার সমাধানে সম্পূর্ণ ব্যর্থ। এই কারণে লিলুয়ার তেল মিল ঘাট রোডের ক্ষিপ্ত বাসিন্দারা চেয়ারম্যান অরুণাভ লাহিড়ীকে দুর্গত এলাকাগুলিতে ঘুরিয়ে বিক্ষোভ দেখান।

অ্যাপ্রোপ্রিয়েট্ অ্যাকাডেমি ও YOUTH TRAINING CENTRE Under NEST & NCVT (Govt. Of INDIA)
রায়নগর রেলগেট, ডায়মন্ড হারবার
(স্টেশানের পূর্ব দিকে লেবেল-ক্রশিং গেটের কাছে, হামিদ বাবুর বাড়িতে)
হেল্পলাইন ঃ ৭৬৭৯১৭৯৬৫৯ / ৯০৪৬৯৬১১৫৪ / ৯৭৩৫৫৫৫৫০৩
ব্রাঞ্চ ঃ সরাচি স্কুল মোড়, দেউলা, হেল্পলাইন ঃ ৮৫১৫৮৮৭১৩৫ / ৮০০১৯৭২৯৩১
100% SATISFACTION GUARANTEED FREE WIFI
পঞ্চম শ্রেণী হইতে দশম শ্রেণী পর্যন্ত সকল বিষয়, একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর কলা বিভাগের (আর্টস্) সকল বিষয় এবং বি.এ. পাশ ও অনার্স-এর বিষয় পৃথক পৃথক শিক্ষক শিক্ষিকা দ্বারা পড়ানো হয়।
বেসিক ও ডিপ্লমা সহ
IT, DTP, FA, Multimedia, Hardware Networking
মোবাইল রিপেয়ারিং, স্পোকেন ইংলিশ ও হিন্দি শেখানো হয়।

গত শনিবার চেতলার হিন্দ্ সংঘের পরিচালনায় ও ‘ভলেন্টারি ব্লাড ডোনারস অ্যাসোসিয়েশন’–এর সহযোগিতায় আয়োজিত হল এক মহতি রক্তদান শিবির। উৎসাহদানে উপস্থিত ছিলেন কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়রপারিষদ দেবাশিস কুমার, গড়িয়াহাট থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ আধিকারিক উজ্জ্বল রায় ও কলকাতা ট্রাফিক পুলিশের ডিজি নীলাদ্রি চক্রবর্তী। বাঁ দিক দিয়ে উজ্জ্বল রায়ের হাতে পুষ্পস্তবক তুলে দিচ্ছেন ক্লাবের সম্পাদক শান্তনু সাঁই, রক্ত দান করছেন নীলাদ্রি চক্রবর্তী এবং দেবাশিষ কুমার।

কৃষান ও ক্ষেত মজদুর তৃণমূল কংগ্রেসের বর্ধিত সভা উন্নয়ন করে কুৎসার জবাব দিতে হবে: বেচারাম মান্না

কুনাল মালিক, সোনারপুর: গত ১২ সেপ্টেম্বর দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা কৃষান ও ক্ষেত মজদুর তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে সোনারপুরের উৎপল দত্ত মঞ্চে এক বর্ধিত রাজনৈতিক সভা হল। জেলার প্রতিটি ব্লক থেকে প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। রাজ্য সভাপতি বেচারাম মান্না তাঁর বক্তব্যে বলেন, পরিবর্তনের পর রাজ্য সরকার কৃষকদের জন্য ব্যাপক উন্নতি করছে। কৃষান ক্রেডিট কার্ড, কৃষি যন্ত্রপাতি–সহ নানা পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে। তবুও সরকারে বিরুদ্ধে নানা কুৎসা চলছে। এক শ্রেণীর গণমাধ্যম ও সমালোচনা করছে। মানুষের উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে কুৎসারও জবাব দিতে হবে। তবেই সংগঠন মজবুত হবে। রাজ্য থেকে বুথ স্তর পর্যন্ত সংগঠনকে ঢেলে সাজানোর উপর বেচারাম মান্না আলোকপাত করেন। সভায় উপস্থিত ছিলেন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী মন্টুরাম পাখিরা, সংখ্যালঘু উন্নয়ন মন্ত্রী গিয়াসউদ্দিন মোল্লা, বিধায়ক জয়ন্ত নস্কর, জীবন মুখোপাধ্যায়, ফিরদৌসি বেগম প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। সভা সঞ্চালনা করেন সংগঠনের জেলা সভাপতি ডাঃ তরুণ রায়।

কেমন চলছে প্রস্তুতি

পায়ে পায়ে পাড়ায় পাড়ায়

নানা দেশের নানা রূপে, নানা রঙে তিলে তিলে সজ্জিত তিলোত্তমার আনাচ–কানাচ। শরতের পেজা তুলো, ছাতিম ফুলের গাঢ় সুবাস, সবুজের কথাকলিকে হার মানিয়ে আগামী কটা দিনেই এই শহর হয়ে উঠবে বহু সংস্কৃতির মিলিত পীঠস্থান। অশুভ'র বিনাশে দুর্গতিনাশিনীর পদচিহ্ন ভরিয়ে তুলবে আলোর সুরে। বাঙালি তাই হৃদয়ের দুয়ার খুলে আবাহন জানায় সকল ধর্ম–বর্ণ–জাতির মানুষ ও তাদের আচার শিল্পকে মণ্ডপের প্রাঙ্গনে প্রাঙ্গনে।

সুমনা সাহা দাস

৯৫ পল্লী
'বরিষ ধরার মাঝে শান্তির বারি'

হিংসা–দ্বেষ অন্যায়ের মাঝে শান্তির বার্তা পৌঁছে দিতে শতদলে উপাসিত দেবীর বন্দনাই শিল্পী সনাতন দিন্দার উদ্দেশ্য। ক্লাব ও পুজো সম্পাদক বিজয় দত্ত জানান, 'আমাদের ৬৫ তম বর্ষে পুজোমণ্ডপ তৈরি হবে একটি বিশালাকৃতির নৌকার উপর পদ্ম ফুল বানিয়ে। এই ফুলের মধ্যেই থাকবে দেবীর অবয়ব। কালিদাসের কুমারসম্ভবের নায়িকা অপর্ণার চরিত্রকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে দুর্গামূর্তিতে। তাঁর হাতে থাকবে কুন্ডলী যা রূপকের মত শান্তির বারি ছড়িয়ে দেবে বিশ্বধারায়। এছাড়াও সমগ্র মণ্ডপ জুড়ে থাকবে বিশেষ আলোর কাজের চমক। ক্লাব সভাপতি রতন দে বলেন, 'সমগ্র বিশ্বে এখন তীব্র অশান্তির সময়, এরই মাঝে মা আসছেন আমাদের ঘর আলো করে, তাই তার পুজোর মধ্য দিয়েই আমরা মানুষের মধ্যে শান্তির বার্তা ছড়িয়ে দিতে চাই। বর্তমানে সারা পৃথিবী জুড়ে যে হানাহানির পরিবেশ তৈরি হয়েছে তা থেকে খানিক সময় যদি দূরে থাকতে চান তবে এবারের পুজোয় আসতেই হবে ৯৫ পল্লীর পুজো মন্ডপে। শান্তির ছোঁয়ার পাশাপাশি সংগঠকদের আন্তরিকতাও নিশ্চিতভাবে দর্শক মনকে আকৃষ্ট করবে। সম্মোহিত হয়ে উঠবেন শান্তির এই অনাবিল দুনিয়ায়।

ত্রিধারা সম্মিলনী:
'তিব্বতী মুখোশে পার্বতীর আরাধনা'

'বাংলার উৎসবে বাংলা ও তিব্বতের মেলবন্ধন, এরই সঙ্গে মানুষের শৈশব থেকে ভয় ও ভাললাগার যে বিপরীতধর্মী আকর্ষণ এই দুই দিককেই তুলে ধরা এবারে পুজোয় আমাদের উদ্যোগ।' জানালেন শিল্পী গৌরাঙ্গ কুইলা। পুজো আহ্বায়ক শুভজিৎ চক্রবর্তী জানান, ''সারা মণ্ডপে সুদূর তিব্বতীয় শিল্পকলার ছাপকে তুলে ধরতে ব্যবহার করা হচ্ছে নানা ধরনের মুখোশ ও তার মধ্যে মানুষের মনের বিভিন্নভাব ও রঙের মিলিত প্রতিফলন। সমগ্র মণ্ডপ আসলে কোন মন্দিরের আদলে নির্মিত হবে না। মুখোশ নিয়ে কাজ বলে মণ্ডপটি একটি আবক্ষ মূর্তি যার তিনদিকের দেওয়ালে থাকবে তিনটি মুখোশ।''

হিমালয় কন্যাকে যেন তারই পিতৃগৃহের আদুরে ছোঁয়ায় বিনোদনের অনন্য সাধারণ আকর খুঁজে দিচ্ছেন শিল্পী। পার্বত্য পশুদের অনুকরনের নৃত্য শৈলী সিংহ ছাম নৃত্যের মুখোশ হয়ে উঠবে আরও জীবন্ত সঙ্গে থাকবে ধর্মীয় ও লোক নৃত্যে ব্যবহৃত নানা মুখোশ। ক্লাব সম্পাদক দেবাশিস কুমার বলেন, 'তিব্বতের এই শিল্প বিনোদনের সঙ্গে মানুষের আবেগকে যেভাবে মেলাবে তা মানুষের কাছে পৌঁছে দেবে মানবতার বার্তা যা মানুষের বর্তমান যুগের সকল রাগ–বিদ্বেষের প্রতি, দেবীর আরাধনায় যেন প্রত্যেকে এই মুখোশের ওপার থেকে মানবতার আলোয় উঠে আসে।'

নাকতলা উদয়ন সংঘ
'সৃষ্টি–স্থিতি লয়, জীবন স্রোতে বয়'

মানব জীবনের তিনটি অধ্যায় জন্ম–জীবনপ্রবাহ ও মৃত্যুকে জীবনের স্রোতের মতো নদীর রূপকে তুলে ধরা হয়েছে পুজো প্রাঙ্গনে। শিল্পী ভবতোষ সূতার এই ভাবনাকে তুলে ধরতেই তৈরি করেছেন একটি বিশালাকার নৌকা এবং মণ্ডপ জুড়ে থাকে নদীর জলতরঙ্গের ওঠানামা। আলো ও রঙের খেলায় ও প্রায় আড়াইশো বৈদ্যুতিক পাখার হাওয়ায় তরঙ্গায়িত জাতির ওঠানামায় তৈরি হবে এই জলের ঢেউয়ের নাচ। জীবনকে আধার করে প্রাণবায়ু যেমন হাল ধরে তেমনি এই নৌকার হাল এবং বিশালাকৃতির মাশুল হবে হৃদয়ের মতো। মণ্ডপের ডানদিকে থাকবে একঝাঁক মাছেদের তীব্রগতি এবং প্রতিমা হবেন নদীর মতো তরঙ্গায়িত ভঙ্গিমার আসীনে। তার চারদিকে থাকবে স্পার্কলিঙ লাইন–এ জলের ঘূর্ণি এবং আলোর বাউন্সিং এফেক্ট।

ক্লাব সম্পাদক প্রসেনজিত সাহা বলেন, 'মণ্ডপের আবহের সঙ্গে থাকবে ওস্তাদ রসিদ খাঁ–এর আবহসঙ্গীত।' পুজো সম্পাদক বাপ্পাদিত্য দাশগুপ্ত জানান,'প্রধান সড়ক থেকে মণ্ডপ পর্যন্ত দীর্ঘ পথটি টানেলের মধ্যে দিয়ে অতিক্রম করতে করতে দর্শকরা দেখতে দেখতে আসবেন সুচিত্রা সেনের নানা মুহূর্তের স্থিরচিত্র, যার নাম দেওয়া হয়েছে 'দ্বীপ জেলে যাই' এটি তার প্রতি আমাদের বিশেষ শ্রদ্ধার্ঘ্য।

চেতলা অগ্রণী
'আনন্দ ধারা বহিছে ভুবনে'

মায়ের আর্ত্তিতে এই মণ্ডপে নানা আঙ্গিক। শিল্পী সনাতন দিন্দা জানান, 'দেবীর দেহে বহু বর্ণের মিলন সর্বধর্মের সমন্বয়ের প্রতীক রূপে উঠে আসবে। এবং দুর্গোৎসবে প্রথমবার মায়ের মূর্তিতে বডি পেইন্টিং–এর ব্যবহার করা হয়েছে। এর আগে কখনও এই শিল্পকে তুলে ধরা হয়নি। সমগ্র মণ্ডপে দু–হাজারের বেশি সিড়ির ব্যবহার হয়েছে এবং প্রতিটি উর্ধ্বমুখী যা মহাকালের উদ্দ্যেশ্যে ধর্মের উর্ধ্বে মানবতার যাত্রাপথ। এছাড়া মণ্ডপের প্রবেশমুখে থাকবে ভাসমান নারীমূর্তি যা বর্তমানে নারী নির্যাতনের বিরোধিতার রূপক। তার দু'দিকে পাঁচজন করে পুরুষ মূর্তি দশ দেবতার মতো এই নারীকে দেবীত্বে উত্তরণ করবে যেমনভাবে আসুরিক শক্তির বিরুদ্ধে লড়তে দেবী দুর্গাকে দশদেবতা তাদের অস্ত্র ও শক্তি প্রদান করেছিলেন। বিশ্বনারী মুক্তির বার্তা দিতেই এই প্রয়াস।'

পুজো সম্পাদক সব্যসাচী রায়চৌধুরী জানান, 'পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসে প্রথমবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই পুজো মণ্ডপে দেবীর চক্ষুদান করবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তবে শিল্পীর নিজস্ব অনুরোধে মুখ্যমন্ত্রী নয় শিল্পী মমতা দেবী আসবেন এই মহান উদ্যোগে সাড়া দিতে।'

'যা দেবী সর্বভূতেষু, শক্তিরূপেণ সংস্থিতা ।' মাত্র কয়েকদিন পর থেকে এই মন্ত্রেই বাংলার আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে উঠবে। মাতৃ আরাধনার দিন তাই যত এগিয়ে আসছে ততটাই ব্যস্ততা বাড়ছে পুজো কমিটিগুলির।বেহালা থেকে বজবজ, হরিদেবপুর থেকে হাওড়া – সর্বত্রই ছবিটা একরকম। উদ্যোক্তাদের 'যুদ্ধং দেহি' মনোভাবে বাংলার মাটিতে যেন শুরু হয়েছে 'তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ'। তবে এ যুদ্ধ দেবীর অসুর বধের মতো রক্তক্ষয়ী নয়, এ যুদ্ধ হল পুজোর ময়দানে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার। কর্মকর্তাদের ব্যস্ততা,শিল্পীর অধ্যবসায় ও কারিগরদের অক্লান্ত পরিশ্রমে ভর করে সমস্ত পুজোই এখন নিজেদের জাত চেনাবার জন্য ব্যস্ত। সব মিলিয়ে সুপারহিট হলিউডি ছবির ক্লাইম্যাক্সের মতই জমজমাট হয়ে উঠছে উমার মর্তে আগমন। সুদীপ কুমার দাস, অর্পণ মণ্ডল, বাপন মণ্ডল, ফারহিন খাতুন, প্রতিম রাহা, শ্রাবন্তী হালদার।

আগমনীর বার্তা দিল্লিতেও, চলছে প্রস্তুতির শেষ পর্ব

পার্থসারথি গুহ

কলকাতায় পুজোর ব্যস্ততা যখন চরমে তখন পেশাগত চাহিদার তাগিদে পাড়ি দিয়েছিলাম দেশের রাজধানীতে। বাঙালির বসবাস যেখানে রয়েছে বলাইবাহুল্য দুর্গাপুজো নিয়ে উন্মাদনাও সেখানে একেবারে তুঙ্গে। আর দিল্লির এই শারদোৎসবে প্রধান ভূমিকা নিয়ে থাকে এখানকার প্রবাসী বাঙালিদের ঠেক বলে পরিচিত চিত্তরঞ্জন পার্ক। এই এলাকায় কমবেশি প্রায় ১৪–১৫ টি দুর্গাপুজো অনুষ্ঠিত হয়। যার মধ্যে সর্বাগ্রে আসবে নিশ্চিতভাবেই মেলা গ্রাউন্ড, চিত্তরঞ্জন পার্ক কালীবাড়ি সোসাইটির পুজো এবং বি–ব্লকের দুর্গা পুজো। এছাড়াও কো–অপেরাটিভ এবং আরও কয়েকটি ব্লকের পুজোও সমানভাবে উল্লেখযোগ্য। দুর্গা পুজোর আগে প্রতিবছরের মতো কলকাতা এবং রাজ্যের অন্যান্য জেলা থেকে বহু পেশাদার শিল্পীও পৌঁছে গিয়েছেন দিল্লিতে। এদের মধ্যে কেউ রত আছেন প্রতিমা নির্মাণে। আবার কেউবা প্যান্ডেলের কারুকার্যে বেজায় ব্যস্ত। উৎসবের আগুনে আঁচ তুলতে আরও হাজির কলকাতা এবং সন্নিহিত অঞ্চলের জিভে জলে এনে দেওয়া খাবারের পশারীরাও। হরেক বছরের মতো এবারেও চিত্তরঞ্জন পার্ক এবং মেলা গ্রাউন্ডে স্টল সাজাতে দেখা যাবে বাংলার ফুচকা থেকে ভেলপুরি এবং অন্যান্য খাদ্য ও রসনাদ্রব্যের ব্যবসায়ীদের। যাদের মধ্যে কয়েকজনকে ইতিমধ্যে আনাগোণা করতে দেখা যাচ্ছে কালিবাড়ি লাগোয়া মাঠে। শারদোৎসবের আনন্দ কলকাতার মতোই চেটেপুটে নেন এখানকার বাঙালিরা। যাদের মধ্যে অনেকে আবার এও দাবি করেন আন্তরিকতায় এবং আবেগের উচ্ছলতায় তারা বাংলাকে টেক্কা দেন। শুধু আবেগ বা আন্তরিকতাই নয়, দিল্লির দুর্গাপুজো বাজেটের দিক থেকেও কলকাতার পুজোকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেবে যখন তখন। কলকাতার পুজো ফুলেফেঁপে ওঠার পিছনে অনেকে শেষের কয়েক বছর চিটফান্ডের রমরমাকে তুলে ধরতেন। দিল্লির পুজোয় কিন্তু এরকম কোনও 'গৌরী সেন' দের আদৌ দরকার হয়না। স্থানীয় ব্যবসায়ী এবং প্রতিষ্ঠিত বাঙালি সমাজ দুহাত উপুড় করে সাহায্য করেন এই উৎসবকে জমকালো করে তুলতে। ভুরিভোজনেও অংশ নিতে দেখা যায় অগণিত ভক্তকে। যাদের মধ্যে বাঙালির বাইরে অন্য প্রদেশের মানুষ ও কম নন। চিত্তরঞ্জন পার্ক কালীবাড়ি সোসাইটির সম্পাদক শান্তি মজুমদার জানালেন, সপ্তমী এবং নবমীতে এখানে ভোগপ্রসাদ খান প্রায় হাজার দশেক মানুষ। মহাষ্টমীতে যা ছাপিয়ে যায় প্রায় ১৫ হাজারে। বলতে গেলে পুজোর সময়ে এখানকার বাসিন্দাদের বাড়িতে রান্নাবান্না প্রায় হয়ইনা। চিত্তরঞ্জন পার্ক যেমন পুরনো পুজো এবং রক্ষণশীলতার জন্য বিখ্যাত তেমনই আবার মেলা গ্রাউন্ডের পুজো কিন্তু থিম পুজোর জোয়ারে গা ভাসিয়ে দিয়েছে অনেকদিন ধরেই। এবারেও তার ব্যতিক্রম হচ্ছেনা। মেলা গ্রাউন্ডের মণ্ডপ তৈরির কাজে অবশ্য বাংলার পার্শ্ববর্তী বিহারের মধুবনী জেলার কারিগররা নিজেদের কাজ শুরু করে দিয়েছেন। সেখানকার ঐতিহ্যমণ্ডিত শিল্পই এখানকার থিমের সঙ্গে মানানসই হয়ে উঠছে বলে জানালেন উদ্যোক্তারা। মেলা গ্রাউন্ডের দুর্গা এবার রাজস্থানী সাজে সজ্জিত হচ্ছেন। সবচেয়ে বড় কথা এখানকার পুজোগুলির মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকলেও সবই কিন্তু গড়ে উঠছে এক ছাদের তলায়। কৃষ্ণনগরের বিখ্যাত ছাঁচে প্রতিমা নির্মাণ চলছে কালী বাড়ি প্রাঙ্গনে। শিল্পী গোষ্ঠী হল বিশ্বকর্মা শিল্পায়ন, প্রতিমাশিল্পী হলেন নলিনী নাথ এবং গোবিন্দ নাথ। মেলা গ্রাউন্ডের মণ্ডপ তৈরিতে মধুবনীর কারিগররা থাকলেও কালীবাড়ির পরম্পরা মেনে এখানকার প্যান্ডেল গড়ে উঠছে লকার মাঠের বাসিন্দা রবিন হালদারের ব্যবস্থাপনায়। সংক্ষেপে বলতে হলে এখনও পর্যন্ত কালীবাড়ির মণ্ডপ এবং সন্নিহিত এলাকা দেখলে হঠাৎ করে ভুল হতে পারে কলকাতার ম্যাডাক্স স্কোয়ার ভেবে। ম্যাডাক্স স্কোয়ারে পুজোর আড্ডা বসে মাত্র চারদিন। এখানে কিন্তু এখন থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছে ছোটখাটো মজলিশের আসর। সৌজন্যে কালীবাড়ি সোসাইটি আয়োজিত সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা এবং অনুষ্ঠান। যা শুরু হয়েছে বিগত ৬ সেপ্টেম্বর থেকে। চলবে আগামী ২৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। রোজ সন্ধ্যেতে এখানে হাজির হরেকরকম সাজে হাজির হচ্ছেন ছোটা ভীম, বালকৃষ্ণ, গুপী গায়েন–বাঘা বায়েন, মোদি থেকে স্বামী বিবেকানন্দ। এই যেমন খুশি সাজোর পরের দিনেই আবার দেখা যাচ্ছে বয়স্কদের গানের প্রতিযোগিতা। যাতে নিধিবাবুর তাল ঠুকছেন রীতিমতো বৃদ্ধরাও। রয়েছে রবীন্দ্র, নজরুল এবং যন্ত্রানুসঙ্গীতের আসরও। থাকছে কবিতা, প্রবন্ধ, আবৃত্তি, রান্না তৈরির লড়াইও। অন্যদিকে আবার মেলা গ্রাউন্ডের উলটো দিকে রাইসিনার মাঠে তো এর মধ্যে রীতিমতো জমিয়ে দিয়ে গেলেন রাঘব চট্টোপাধ্যায়। এসেছিলেন শ্রাবণী সেনও। শোনা যাচ্ছে আরও বেশ কয়েকজন নামিদামি শিল্পীকে দেখা যাবে এখানে। চিত্তরঞ্জন পার্ক সংলগ্ন অঞ্চলের দুর্গাপুজো ছাড়াও এখানকার সফদরজং এনক্লেভের মাতৃমন্দির, কালিকাজি, নয়া দিল্লি স্টেশন সংলগ্ন অঞ্চলেও মহা ধুমধামের সঙ্গে দুর্গা পুজো অনুষ্ঠিত হয়।

আরও পুজো নিয়ে ২–এর পাতায়

২৫ পল্লী
'নরক থেকে স্বর্গ'

৭০ তমে বর্ষে পৌঁছে ২৫ পল্লীর পুজোমণ্ডপ একটু অন্যরকম কিছু অথচ অর্থপূর্ণ বিষয়বস্তুই তুলে ধরতে চায় সবার কাছে। তাদের এবারের মণ্ডপ শিল্পী অভয় পারিয়ার বিষয় ভাবনায়। পুজো সম্পাদক রবীন সরকার জানান, 'নরকের বিভিন্ন বাধা অতিক্রম করে স্বর্গে দেবীর আগমন–কেই এবছর আমরা আমাদের ভাবনায় ফুটিয়ে তুলছি।' মণ্ডপের প্রবেশ পথে দর্শকরা দেখবে মানুষের চাহিদার বাহু। একদিকে থাকবে যম, অন্যদিকে থাকবে রাহু। পরের ধাপে দুটি ভয়ানক ড্রাগনকে দেখা যাবে এবং একদম শেষের ধাপে ফুটিয়ে তোলা হবে দেবী আবির্ভাব। এভাবেই পুরোমণ্ডপে একসঙ্গে নরক ও স্বর্গকে দেখানো হবে।

বড়িষা
'অমৃতসুধারসে'

এগিয়ে চলেছে সভ্যতা। পৃথিবীর বুকে মানুষ নিজেদের অস্তিত্ব উপলব্ধি করা থেকে আজ পর্যন্ত যাদের কাছে কৃতজ্ঞ, চিরঋণী, তাদের মধ্যে অন্যতম গাভীকূল। প্রাচীন কাল থেকে শুরু করে আজ এই বিংশ শতাব্দীর বেশ কিছুটা পাড়ি দিয়ে আমরা সে কথা অস্বীকার করতে পারি না। যে যুগে যুগে গাভীকূল কিরূপে মানবকল্যাণে নিজেদের উজাড় করে দিয়েছে। শিল্পী প্রদীপ দাসের ভাবনায় এবার তারই ছোঁয়া। দেবী আরাধনার আড়ালে বড়িষা ক্লাব এবছর তুলে ধরবে শ্রী কৃষ্ণের বাহনরূপে মানবসভ্যতায় কৃষি ও শিল্পের বিকাশে গাভিকূলের অবদান। পুষ্প কুঁড়ির ন্যায় মন্ডপের মধ্যে প্রতিমা তৈরি হচ্ছে থিমের সাথে সামঞ্জস্য রেখে। এর কেন্দ্রে দুই বিপরীতমুখী গাভীর দেহে যন্ত্রের বিন্যাস ঘটিয়েছে যান্ত্রিক ও অযান্ত্রিক চিন্তাধারার সমন্বয়। থিমে ব্যবহৃত হয়েছে লোহা, ফাইবার গ্লাস, প্লাইউড, কাঠ, অ্যালুমিনিয়াম। ক্লাব অ্যাকটিভিটিস প্রসঙ্গে সভাপতি সুদীপ পোল্লে জানান, 'প্রতিবছর দৃষ্টিহীন ছেলেদের নিয়ে আমরা জাতীয় স্তরের ক্রিকেট প্রতিযোগিতার আয়োজন করে থাকি।'

বালিগঞ্জ সার্বজনীন (দেশপ্রিয় পার্ক)
'দুই খন্ডে দুর্গা'
'থিমের লড়াই নয় থিম ভাগাভাগির পালা'

গোটা কলকাতা জুড়ে যখন পুজো কমিটিগুলির মধ্য একে অপরকে ছাপিয়ে যাওয়ার চেষ্টা চলছে, তখনই নিজেদের মধ্যে থিম ভাগাভাগি করে ফেললেন দুই পুজোর উদ্যোক্তারা। অভিনব এই ব্যাপারটি ঘটছে বালিগঞ্জ সার্বজনীন(দেশপ্রিয় পার্ক) ও বেলতলা রোড শক্তি সংঘের পুজোয়। দেবী দুর্গার মর্তে আগমনের দুটি ভিন্ন পৌরাণিক কাহিনীর ওপর ভিত্তি করেই এই দুই পুজোমণ্ডপের অলঙ্করণের কাজ চলছে। একদিকে যেমন বেলতলা রোড শক্তি সংঘের পুজোয় মা দুর্গার অকালবোধনকে রূপায়িত করা হচ্ছে তেমনই অপরদিকে বালিগঞ্জ সার্বজনীন (দেশপ্রিয় পার্ক)–এর মণ্ডপ সেজে উঠছে দেবী দুর্গা–কে দশজন দেবতার অস্ত্রোপদানের কাহিনীকে অনুসরণ করে। ৭৭ তমে বর্ষে পা দেওয়া দেশপ্রিয় পার্কের এই পুজোর এবারের মণ্ডপটি একটি বিরাট পদ্মের আকারে গড়ে উঠছে। গোটা মণ্ডপটির চারিদিকে দশজন দেবতার পটচিত্র থাকবে। এছাড়াও দর্শকদের চমক দেওয়ার জন্য মণ্ডপের অনেকটা অংশে রোটেসান হতে দেখা যাবে। জুলাই মাস থেকে শিল্পী শুভ'র ভাবনায় এবং ৩০–৩৫ জন শ্রমিকের অক্লান্ত পরিশ্রমে এই মণ্ডপ তৈরি হচ্ছে। বালিগঞ্জ সার্বজনীনের পুজো আহ্বায়ক অরিন্দম জানালেন, প্রতিমায় মূলত সাবেকিয়ানা থাকলেও তাতে থিমের কিছু ছোঁয়া অবশ্যই থাকবে। এই ক্লাব পুজো ছাড়াও সারা বছর বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজকর্মেও যুক্ত থাকেন বলে জানালেন উদ্যোক্তারা।

বালিগঞ্জ কালচারাল
'ভিসান ২০২৪'

৬৪ তম বর্ষে পৌঁছে বালিগঞ্জ কালচারাল একেবারেই অন্যরকম কিছু উপহার দিতে চাইছে দর্শকদের। ডারউইনের বিবর্তনবাদ–কে সার্থক করে আমাদের দুর্গাপুজোতেও প্রচুর কিছু বদল এসেছে বছরের পর বছর ধরে। এভাবেই আজ থেকে দশ বছর পর দুর্গাপুজোর রূপ কেমন দাঁড়াতে পারে–এই ভাবনাকে কেন্দ্র করেই বালিগঞ্জ কালচারাল এর এবারের ভাবনা 'ভিসান ২০২৪'। এখানে পুরো মণ্ডপের কাঠামোটাই গড়ে উঠছে স্টিল ও অ্যাক্রলিক শিট এর দ্বারা। আবহসঙ্গীত, গ্রাফিক্স–এর মোটিভ ও রকমারি আলোর খেলায় পুরো মণ্ডপে এক রোমাঞ্চকর কিন্তু আধুনিক এক পরিবেশ গড়ে উঠবে বলে জানালেন উদ্যোক্তারা। সম্পাদক অঞ্জন উকিল জানালেন, 'ভবিষ্যতের সঙ্গে তাল মেলাতে এই প্রথমবার কলকাতার কোনও প্যান্ডেল ডিজাইন করছেন দুজন যুবক আর্কিটেক্ট রণিত মাইতি ও শুভজিত মিত্র। তাই সব মিলিয়ে বলা যায়, বছর কয়েক আগে বিদ্যা বালানের 'কাহানী' ছবির শুটিং হওয়া এই পুজোমন্ডপ এবারেও দর্শকদের চমক দিতে তৈরি।'

ওঁ জীবন—জীবন থেকে

ডাঃ সুবোধ চৌধুরী

বিভিন্ন জড় পদার্থ কি দিয়ে তৈরি হয় সেটা বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করে ফেলেছে। মানব শরীর কি কি উপাদানে তৈরি সেটাও বিজ্ঞানীরা জানতে পেরেছে। ইদানীংকালে জীবনের মূল উপাদান ঈশ্বর কনার অস্তিত্ব আবিষ্কার করেছে। মানুষের মতো আকৃতিবিশিষ্ট রোবট তৈরি করেছে। বিজ্ঞানী হরগোবিন্দ খুরানা Gene আবিষ্কার করে নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন। জীবনের যত মৌলিক উপাদান সবই জানতে পেরেছে – পারেনি শুরু একটি তা হল প্রাণের উৎস। বিজ্ঞানী যতই বলুক জীবন জড় থেকে তৈরি এটা সম্পূর্ণ ভূল তত্ত্ব তারা একটি এক কোষী প্রাণী যেমন অ্যামিবা, বা মনোসিস্টিস তৈরি করে দেখাক উন্নত প্রজাতির শরীরে তো কোটি কোটি কোষ আছে,

সামান্য এককোষী প্রাণী অ্যামিবা বা মনোসিস্টিস তৈরি করে তাতে প্রাণ সঞ্চার করাক তবেই বলব তারা বিজ্ঞানী তা না হলে তারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে পরম বিজ্ঞানী বলে স্বীকার করে নিক ও তার ভজনপূজন করুক –

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, প্রাণ আসে প্রাণ থেকে – আর আমি সেই প্রাণের একমাত্র উৎস –

অহং সর্বস্য প্রভবো মত্ত সর্বং প্রবর্ততে

আমি জড় ও চেতন জগতের সব কিছুর উৎস। সবকিছুই আমার থেকে প্রবর্তিত হয়।

অহং শব্দটি কোনও জড়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় না – কোনও ব্যক্তির ক্ষেত্রে কেবল প্রযোজ্য হয়। আর এই অহং ব্যক্তিটি কে – স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। তিনি জগতের জীবনী শক্তি ও পরম পিতা।

আত্মাই হল জীবের জীবনী শক্তি। আত্মা যখন শরীর থেকে চলে যায় তখন জীব জড়ে পরিণত হয়।

একটু আগে যে ব্যক্তি আপনার সঙ্গে কথা বলছিল যেই তার শরীর থেকে আত্মা চলে যায়, তখনই সে মৃত। আমরা বলি উনি চলে গেলেন। বিজ্ঞানীর সংজ্ঞা দেওয়া সব জড় উপাদান ও শরীরটা বিছানায় শুয়ে আছে, কিন্তু প্রান নেই। উনি চলে গেলেন – এই উনিটি কে? সেটি হল আত্মা – আত্মাই হল জীবনের প্রাণের উৎস – আর সেই আত্মা কে? ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলছেন –

অহমাত্মা গুড়া কেশ সর্বভূতাশয়স্থিতঃ
অহমাদিশ্চ মধ্যং চ ভূতানামান্তএব চ।।

আমি আত্মা রূপে সবস্থ জীবের হৃদয়ে অবস্থান করি। আমি সর্বভূতের আদি, মধ্য ও অন্ত।

এই আত্মাই হল জীবের জীবনী শক্তি। যেহেতু আত্মাই ভগবানের সূক্ষাতিসুক্ষ অংশ রূপে জীবের হৃদয়ে অবস্থান করে জীবনীশক্তি প্রদর্শন করে এই আত্মা অমৃত, অমর ।

প্রাচীনকাল থেকে মুনি ঋষিরা বলতেন আমরা 'অমৃতস্য পুত্র'। আমরা অমৃতের পুত্র – আমরা মৃতের পুত্র নই। মৃত বস্তু থেকে কোনও প্রাণের সৃষ্টি করা যায় না – তা কখনই সম্ভব না।

আত্মা যেহেতু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অংশ তাই তার মৃত্যু হয় না। সেটা গীতায় ভগবান বলছেন

না জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্
নায়ং ভূত্বা ভবিতা বান ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পূরানো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।।

অর্থাৎ এই আত্মা জন্মায় না। মরে না, পুনঃ পুঃ সৃষ্টি বা বিনাশ হয় না। তিনি জন্ম রহিত, শাশ্বত, নিত্য ও পুরাতন। কেবল এক দেহ থেকে অন্য দেহে স্থান পরিবর্তন করে।

যেমন সিমকার্ড – এক মোবাইল থেকে অন্য মোবাইলে দিলে সেই মোবাইল কাজ করে আত্মা এক শরীর থেকে অন্য শরীরে প্রবেশ করে – সেই কাজটা করেন ভগবান স্বয়ম্ অন্য কেহ পারে না – পারবে না। আত্মার আয়তন কত হবে সে সম্পর্কে উপনিষদে পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ করা আছে –

বালাগ্র শতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয় স চানন্ত্যায় কল্পতে।

অনুর সঙ্গায় বলা হয়েছে কোনও পদার্থ ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে শেষে যে ক্ষুদ্রতম অংশটি পাওয়া যায় তাকে অনু বলে।

সেই রকম চুলের অনুকে শতভাগ কবে যে অংশ পাওয়া যায় তাকে আবার শতভাগ করিলে যে আয়তন হয় একটি আত্মার আয়তন ততখানি।

ভগবতে ও আত্মার আয়তন সম্বন্ধে বলা হয়েছে –

কেশাগ্র শতভাগস্য শতাংশ সদৃশাত্মকঃ।
জীবঃ সূক্ষম স্বরূপোহয়ং সংখ্যাতীতো হি চিৎকনা।।

আত্মা হল অসংখ্য চিৎকনা – যার আয়তন চুলের একটি অনুর দশসহস্র ভাগের সমান। এর থেকে আমরা বুঝতে পারি জীবাত্মা এক একটি চিৎকনা – যার আয়তন পরমাণুর থেকেও ছোট।

সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা তাই বলছেন, অন্ডান্তরাস্থ পরমাণু চয়ান্তর স্থং।

তিনি ব্রহ্মাণ্ড অন্তর্গত পরমাণু রাশির প্রত্যেকটির অভ্যন্তরে পূর্ণরূপে বিরাজমান। সেটা কীভাবে সম্ভব?

সমুদ্রের জল যেমন কোটি কোটি পাত্রে সংরক্ষণ করলেও সমুদ্রের জল কমাতে পারবেন না।

সূর্যরশ্মি যেমন যে কোনও স্থানে যে কোনও সময় অন্ধকার দূর করলেও, সূর্যের আলো কমে যায় না –

আত্মাও ঠিক তেমন ব্রহ্মাণ্ডের কোটি কোটি প্রাণের মধ্যে থাকলেও তার পরিমাণ কমে না – তিনি সদাই পূর্ণ – তাই উপনিষদে বলা হয় –

ওঁ পূর্ণ মদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণ মেবাবশিষ্যতে।।

মৃত্যুর রাজা যমরাজ নচিকেতাকে বলছেন, ওঁ অক্ষটি হল অক্ষর ব্রহ্ম – এই অক্ষরটি হল অক্ষয় বস্তু, এই অক্ষরকে জানা গেলে পূর্ণ হয় সকল অভিলাস। যে যা চায় তার তাই হয়। ওঁ অক্ষরটিকে জানলে আর কিছুই জানার থাকে না। কিছু চাওয়ার থাকে না, পাওয়ারও কিছু থাকে না। কিন্তু ওই ওঁ শব্দটি কি?

গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন,

পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।
বেদ্যং পবিত্রম ওঙ্কার ঋক সাম যজুরেব চ।।

আমি এই জগতের পিতা, মাতা বিধাতা ও পিতামহ। আমি জ্ঞেয় বস্তু ও ওঙ্কার – আমি, ঋক, সাম ও যজুর্বেদ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণই হলেন ওঁ, তাঁকে জানলে আর কিছুই জানতে বাকি থাকে না।

বিগ ব্যাং থিওরিতে বলা হচ্ছে মহাশূন্য থেকে এই জগতের সৃষ্টি–শূন্য থেকে কোন কিছুর সৃষ্টি হতে পারে না স্রষ্টা কেবল কল্পনা মাত্র– শূন্যের পাশে যত শূন্যজ্ঞ না কেন– সে কেবল শূন্যই হবে অন্য কিছুই পাবে না। তার চেয়ে বৈদিক শাস্ত্রের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি এই সৃষ্টির আদি পুরুষ দেবতা স্বয়ং শ্রী কৃষ্ণ গীতা।

অহং কৎল্লস্য জগত প্রভব প্রলয়স্থতা।

আমি এই জগতে উৎপত্তি ও প্রলয়ের কারণ।

হ্যালো কলকাতার বক্তৃতা মালা

হ্যালো কলকাতা প্রস্তুত করেছে রবীন্দ্র–স্মারক বক্তৃতামালা। ডঃ বিবেকানন্দ চক্রবর্তীর তিরশটি বক্তৃতার ভিডিও অ্যালবাম পেশ করবে আগামী বইমেলায়। রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভার উপর নানা ধরনের এক ঘণ্টার বক্তৃতা রাখছেন ডঃ চক্রবর্তী কলকাতার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে। সেই বক্তৃতাগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ বক্তৃতাগুলি নিয়ে প্রকাশিত হবে এই অ্যালবামটি।

বীজ উৎসব অন্ন স্বাধীনতার লড়াই

দিলীপকুমার মুখার্জী

ডি আর সি এস সি–র পরিচালনায় ৩০ আগস্ট ২০১৪–য় কলকাতার যোধপুর পার্ক অঞ্চলে শহিদ সূর্য্য সে বনে 'বীজ উৎসব' হয়ে গেল। এখানে বাংলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এমনকী সুদূর কর্ণাটক থেকেও বহু কৃষক এবং কৃষক সংগঠনের প্রতিনিধিগণ–যাঁরা দেশীয় বীজ এবং জৈব সার–এর ওপর নির্ভরশীল, উপস্থিত ছিলেন। 'বীজ উৎসবে' প্রায় ১০৭ রকমের দেশীয় বীজ প্রদর্শীত হয়। এখানে কৃষকরা নিজেদের মধ্যে মত বিনিময়ও করেন। সম্পূর্ণ জৈব পদ্ধতিতে প্রস্তুত, কীটনাশক মুক্ত বিভিন্ন ফসলও প্রদর্শনীতে স্থান পায়। জৈব ফসলে প্রস্তুত, সুস্বাদু কিছু ফাস্ট ফুড–ও বিক্রি হতে দেখা যায়।

ইসরাইলি পণ্য বয়কটে গণ স্বাক্ষর অভিযান

প্রভুদান হালদার

ফিলিস্তিনে দীর্ঘদিন ধরে হত্যালিলা চালানোর প্রতিবাদে ইসরাইলি পণ্য বয়কটের ডাকদিল জামায়াত উলামায়ে হিন্দ। এই উপলক্ষে তাদের গণ স্বাক্ষর অভিযান শুরু হল। বাসন্তী ব্লক জামিয়তে উলামায়ে হিন্দের পক্ষে গণ স্বাক্ষর অভিযান শুরু করলেন আবুওবাইদা লস্কর (আহ্বায়ক), অমিস মোল্লা, আজিজুর রহমান পৈলান, আনিসুর রহমান খান, অজিত আলি সেখ প্রমুখ। তাঁরা জানালেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য জমিয়তের পক্ষে আগামী ১৮ সেপ্টেম্বর ইসরাইলি পণ্য বয়কট–সহ ফিলিস্তিনিদের প্রতি লাগাতার হত্যা–অত্যাচারের বিরুদ্ধে কলকাতায় আমেরিকান উপদূতাবাসে গণ ডেপুটেশন দেওয়া হবে।

সুচিত্রা মিত্রের নামে সড়ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: গত ১৯ সেপ্টেম্বর ছিল শিল্পীর ৯০তম জন্মদিন স্মরণ। ঠিক তার পূর্বে গত ১১ সেপ্টেম্বর সম্প্রতি প্রয়াত রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পী সুচিত্রা মিত্র স্মরণে দক্ষিণ কলকাতার একটি অতি প্রাচীন রাস্তার নয়া নামকরণ করল কলকাতা পুরসভা নিযুক্ত কবি জয় গোস্বামীর সভাপতিত্বে গর্বিত রোড 'রিনেমিং কমিটি'। সর্বশেষ মেয়র পারিষদ বৈঠকের সিদ্ধান্ত, দক্ষিণ কলকাতার হাজরা ক্রসিং থেকে গড়িয়াহাট ট্রাম ডিপো পর্যন্ত এই কয়েক কিলোমিটার গড়চা রোডের নাম হবে শিল্পী সুচিত্রা মিত্রের নামে। এদিকে কবি জয় গোস্বামীর নিকট বেহালা পুরবাসীর অনুরোধ বেহালার বেশ কয়েকটি রাস্তার দু'টি নামকরণ সমান তালে চলে আসছে। যেমন– বীরেন রায় রোড (পশ্চিম) রাস্তটি কেউ এটা লিখছে আবার কেউ বা লিখেছেন হো–চি–মিন সরণী। কোনটা যে সঠিক এ বিষয়ে রাস্তার সূচনায় পুরসভার দেওয়া কোনও বোর্ডও না থাকায় সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। এ সমস্ত সমস্যা দূর করার বিষয়ে কবি গোস্বামী যদি ভাবেন তাহলে বেহালাবাসী উপকৃত হয়। তবে এ বিষয়ে যাদের সবচেয়ে বেশি উদ্যেগী হওয়া উচিত সেই বেহালা পুরপ্রতিনিধিগণ এ ব্যাপারে কী করছেন? পুর সূত্রে খবর, বড়ো রাস্তা, গলি, লেন, বাই–লেনসহ শহরের মোট রাস্তার সংখ্যা ৪,০০০–এর কাছাকাছি।

মৃৎশিল্পের বদলাচ্ছে দুর্গার রূপ, আসল ঘরানা হারিয়ে যাচ্ছে উদয়নারায়ণপুরে

অভিজিৎ হাজরা

উদয়নারায়ণপুরের মৃৎশিল্প ঐতিহ্যবাহী। বাংলার চিরন্তনী মৃন্ময়ী রূপের আদলে দুর্গা প্রতিমা বর্তমানে যুগের সঙ্গে তাল মেলাতে গিয়ে হারিয়ে ফেলছেন শিল্পীরা। সে সময়ে হাওড়ার দামোদরের পশ্চিমপ্রান্তের ডিহির ভুরশুট, গড় ভবানীপুর গ্রামের মৃৎশিল্পীদের হাতে তৈরি প্রতিমা পাড়ি দিত হুগলি–বর্ধমান ছাড়িয়ে দূরদূরান্তে। বর্তমানে কয়েকজন মৃৎশিল্পী সেই ঐতিহ্যকে ধরে রাখতে এখনও প্রতিমা তৈরি করে চলেছেন।

বর্তমান যুগে শহরের থিম পুজোর প্রতিমার আদল চলে আসছে মফস্বল থেকে গ্রামবাংলার প্রত্যন্ত এলাকায়। তাই ধীরে ধীরে কমে আসছে সাবেকি প্রতিমার কদর। উদয়নারায়ণপুর ব্লক ও থানার প্রতিমা শিল্পী অশোক কুমার রাম বলেন, প্রতিমা গড়তে গেলে মাটি, খড়, কাঠ, দড়ি, সুতো, বাঁশ–সহ প্রতিমার নানান অলংকার, নানা সাজ, রং তুলির দাম প্রায় দ্বিগুণের কাছাকাছি হয়েছে। প্রতিমা তৈরি করতে গিয়ে জিনিসপত্রের আকাশছোঁয়া দামের সঙ্গে পাল্লা দিতে হচ্ছে। একটা দুর্গা প্রতিমার জন্য মোট ব্যয় হয় প্রায় পাঁচ হাজার টাকা। বিক্রির সময় সাকুল্যে লাভ হয় না বললেই চলে। ফলে বর্তমান প্রজন্মের ছেলেরা এই পেশায় না এসে অন্য পেশায় চলে যাচ্ছে। যার ফলে শ্রমিক ও শিল্পীর অভাব দেখা দিচ্ছে। বাড়ির ছেলেরাও এই ঐতিহ্যকে আর ধরে রাখতে চাইছে না। পাঁচারুল গ্রামের প্রবীণ আরও এক মৃৎশিল্পী পাঁচকড়ি মণ্ডল বলেন, 'বয়সের ভারেও ঐতিহ্যকে ধরে রাখতে তিনি প্রতিমা তৈরি করে চলেছেন। সৃষ্টির আনন্দেই তিনি প্রতিমা গড়ছেন। তিনি দুঃখ প্রকাশ করে বলেন ঐতিহ্যপূর্ণ এই শিল্পকে ধরে রাখার জন্য কোনওকালেই কোনও সরকার এগিয়ে আসেনি। মৃৎশিল্পীদের জন্য কোনও সরকারি সাহায্য পাওয়া যায়নি। তিনি বলেন, 'এই শিল্পের ঐতিহ্যকে ধরে রাখার জন্য সরকারের এগিয়ে আসা প্রয়োজনের।' একই কথা শোনালেন রাজপুর গ্রামের স্বপন রায়, শিবপুর গ্রামের গণেশ পল্লে।

প্রতিমা গড়ার সংখ্যা কমে গেলেও এই বছর প্রতিমা বিক্রির সমস্যা অনেক বেশি। বকপোতা ব্রিজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে হুগলির জাঙ্গিপাড়া, রসিদপুর, পক্ষজুরে সোয়াড়ি, গুটিসিংটি প্রভৃতি এলাকার পুজো উদ্যোক্তারা কোনও যোগাযোগ করেনি। আর ঘুর পথে অনেক টাকা খরচ করে প্রতিমা নিয়ে যেতে নারাজ পুজো উদ্যোক্তারা। ভবানীপুর গ্রামের নন্দ দাস, দেবু দাস, সিংটির বলরাম দে, জঙ্গলপাড়ার লাল্টু ও টোটন পাল, পাঁচারুলের অরুণ হালদাররাও উদয়নারায়ণপুরের মৃৎশিল্পীর এই সংকটের কথা স্বীকার করেন।

দেবী দুর্গার আসল রূপের পরিবর্তনের ফলে। মার খাচ্ছে মৃৎশিল্প। হারিয়ে যাচ্ছে উদয়নারায়ণপুরে মৃৎশিল্পের আসল ঘরানা।

পুজোয় গোটা দেশকে আলোয় ভাসাতে তৈরি হচ্ছে বাবুপালের আলো

মলয় সুর

চন্দননগর : বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গোপুজোয় চন্দননগরের আলো ছাড়া চলে না। এবার পুজোতেও কলকাতা থেকে উত্তরপ্রদেশের এলাহাবাদ ও দেশের রাজধানী দিল্লি পর্যন্ত আলোকের এই ঝরনা ধারায় ধুইয়ে দেবে চন্দননগরের ঐতিহাসিক আলো। চন্দননগর এখন আলোর শহর নামেই পরিচিত। আলোর শিল্পী বাবুপালের আলো প্রতিবছর দুর্গোপুজোর সময় চন্দননগর থেকে কলকাতা সহ দেশের বিভিন্ন জায়গায় যায়। এবারের পুজোয় কলকাতা, অসমের গৌহাটি এছাড়া এলাহাবাদ সহ শ্রীভূমি স্পোর্টিং ক্লাবের কাজে থাকবে বেশ কিছু অভিনবত্ব। পুজোর গেটে গোটা সৌরজগৎ আলোয় ফুটে উঠবে। থাকছে চন্দ্রগ্রহণ, মঙ্গল অভিযান, প্রেস থিয়েটার, চন্দ্র অভিযানে রকেট পাড়ি দেওয়া। এছাড়া স্যাটেলাইটে ছায়ার মাধ্যমে বেরিয়ে আসবে কখনও পরী, পিরামিডের মমি, আবার কখনও দরজা ভেঙে কিংকং। আলোক শিল্পী বাবুপাল বলেন, প্রস্তুতি এখন চূড়ান্ত পর্যায়ে। ৪০ জন কর্মচারী দিন রাত কাজ করছে। সবচেয়ে উল্লেখ্য, এলইডি ল্যাম্প ছেড়ে আবার সেই পুরনো ছোটো টুনির চোখ ধাঁধানো আলোর রোশনাই দেখা যাবে। ছোটোদের চমক দেওয়ার মতন নানান আলোর কারিকুরির দিকে তাকিয়ে আনন্দ দেওয়া আমার সবচেয়ে বড় পুরস্কার। এছাড়াও অসমের গৌহাটি শান্তি সংঘ ক্লাবের পুজোয় তাঁর থিম দক্ষিণ ভারতের মীনাক্ষী মন্দির। দ্বিতীয় হুগলি সেতু উত্তরাখণ্ডের প্রাকৃতিক বিপর্যয়। উত্তরবঙ্গের কোচবিহারের মাথাভাঙ্গায় আলোর থিমে থাকছে কুতুবমিনার, ধবলগিরি, মহাভারতের কৃষ্ণ অর্জুন। তাছাড়া কবরস্থানে কফিন বাক্স থেকে ভূত বের হবে। মেকানিক্যাল লাইটে বেড়াল, হাঁস ডাকবে, ল্যাজ নাড়বে সবই থাকবে। এলাহাবাদে তাঁর আলোর থিমে থাকছে ওয়ার্ল্ড কমিকস, সুপারম্যান স্পাইডারম্যান, হিম্যান, টারজান, টম–জেরির মতো সুপার হিরোরা। আলোক শিল্পী বাবুপালের নাম আন্তর্জাতিক বাজারে ছড়িয়ে পড়েছে। পুজোর পর তাঁর আলো দুবাই পাড়ি দিতে চলেছে। নভেম্বর মাসে দুবাইয়ে শপিং ফেস্টিভ্যালে চন্দননগরের ঐতিহাসিক আলোর রোশনাই থাকবে। সেখানে বড় বড় দুটি ড্রাগনের গেট করা হবে। এবারও কলকাতাসহ গোটা রাজ্যের দর্শনার্থীদের আনন্দ দিতে পারবে এবার ও তার ব্যতিক্রম হচ্ছে না।

মাঙ্গলিকী

পোয়েটস ওয়ালর্ডের সমৃদ্ধ সকাল

সম্প্রতি পি.৭৮ লেক রোডে বসেছিল পোয়েটস ওয়ার্লডের সাহিত্য সংস্কৃতির আসর সকাল ৯টায়। সময়ের মধ্যেই ৫০ জনেরও অধিক কবি, সাহিত্যিক আসরে পৌঁছে যান। তবে দূর দূর অঞ্চল থেকে বারবার ফোন পেতে লাগলেন সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি তথা বাংলার শিক্ষা জগতের বিশিষ্ট ব্যক্তি ডঃ সুমন্ত্র মুখোপাধ্যায়।

বহু কবি, লেখক বারবার ফোনে জানাতে থাকেন তাঁরা আসছেন আসরে, তবে রবিবার বলে ট্রেন, বাস কম তাই তাঁরা সবাই পথে। সভাপতি সকলকেই অতি আন্তরিকভাবে আমন্ত্রণ জানাতে থাকেন, দেরিতে হলেও সবাই আসুন, সবাইকে নিয়েই তো তাঁর আসর। ঠিক তখন এই প্রতিবেদকের মনে হচ্ছিল ডঃ মুখোপাধ্যায় যেন এক অন্যমাত্রার হ্যামিলটনের বাঁশিওয়ালা, যাঁর হৃদয়ের বাঁশির টানেই বাংলা লিটল ম্যাগাজিন জগতের এত গুণীজন এত সকালেই দৌড়ে আসছেন আসরে নিজেদেরকে ঋদ্ধ করতে 'তুমি ডাক দিয়েছো কোন সকালে'।

তবে পথে যাঁরা রয়েছেন, তাঁরা যেন আসর থেকে বাদ না পড়েন, সেই কথা মনে রেখেই সভাপতি তথা ডঃ মুখোপাধ্যায় অভিনবভাবে আসর শুরু হবার আগে আসর শুরু করলেন– তিনি এক এক করে মাইকে ডেকে নিলেন বেশ কিছু কবি, লেখককে। যাঁরা সংক্ষেপে নিজের নিজের পরিচয় দিলেন, আসর হয়ে উঠল যেন এক পরিবার। অতঃপর মোটামুটি সবাই সকাল ১০টার মধ্যেই আসরে এসে গেলেন আর তখন এতবড় সভাঘর হয়ে গেল অনেক ছোট। সভাপতি তখন সানন্দেই বলতে পারতেন 'ঠাঁই ঠাঁই নাই ছোট এ তরী'...

এদিন আসর শুরু হল স্বনামখ্যাত লেখক, কবি স্বপন শী'র অনবদ্য কবিতা পাঠ দিয়ে। এরপরেই কবি পার্থ চট্টোপাধ্যায় শোনালেন স্বামীজির একটি বিখ্যাত ইংরাজি কবিতা। শোনালেন তার বাংলা অনুবাদ 'অকালে ঝরা একটি ফুল', আসর হল 'ধূপের গন্ধে সুবাসিত'...। বাসুদেব দাস, শিশির ঘোষ, উমা সাহা, স্মিতা চট্টোপাধ্যায়, বিদিশা ঘোষ প্রমুখ শোনালেন কবিতা–ছড়া। মোটামুটিভাবে সকলের রচনাই ভাল। তবে বিদিশা যেন তাঁর কবিতায় তাঁর অনবদ্য মননশীলতার পরিচয় রাখলেন। হৃদয়কে করলেন বিদ্ধ...।

সমর চট্টোপাধ্যায় কবিতা ছাড়াও শুনিয়েছেন গান, আসরকে অন্য রসে মজিয়েছেন। তবে গানের কথা বলতে গেলে আসরে আরও একজনের গানের কথা আলাদাভাবে বলতেই হয় – তিনি স্বয়ং ডঃ মুখোপাধ্যায়। এই বরিষ্ট সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি গাইলেন সেই গানটি – 'বেকারা এ দেখিয়ে গোলাপকা কাঁটারূ'। তাঁর গানের মাধ্যমেই সভাপতি নিয়ে গেলেন সবাইকে কয়েক দশক আগের যুদ্ধে। এদিন ব্যতিক্রমী অনুষ্ঠান ছিল তরুণ জাদুকর, আলিপুর বার্তা সাপ্তাহিক পত্রিকার তরুণ সাংবাদিক প্রিয়ম গুহ'র ৩টি দড়ি নিয়ে অবাক করা জাদু। সঙ্গে ছিলেন তাঁরই জাদু প্রশিক্ষক, পত্রিকার সাংবাদিক বরিষ্ঠ ব্যক্তি অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি শোনালেন রবীন্দ্রনাথকে জাদু সম্রাট পি.সি. সরকার সিনিয়রের জাদু দেখাবার কাহিনী। শোনালেন জাদু সম্রাটকে নিয়ে তাঁর কবিতা, 'একটি নাম'। এদিন স্বনামখ্যাত ছড়াকার ডাঃ নিলাদ্রি বিশ্বাস ছড়া থেকে সরে এসে পাঠ করলেন সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা 'আমার দুর্গোৎসব'–এর অংশ বিশেষ– তাঁর পাঠেও থাকে ছন্দ। তাই রচনার মূল বিষয়বস্তু (তৎকালীন গ্রাম বাংলার দারিদ্রের কথা, তারই মাঝে গ্রামবাসীরা দুর্গাপূজার মাধ্যমে বাংলার সংস্কৃতিকে তুলে ধরতেন) সকলের কাছে পৌঁছে দিতে পারলেন চিকিৎসক, সাহিত্যিক ডাঃ নিলাদ্রি বিশ্বাস।

শতাধিক কবি, লেখক, সঙ্গীত শিল্পীর অংশগ্রহণে আসর হল অতি উজ্জ্বল। এদিন কবি দেবকুমার, সুখ্যাত সংবাদপত্র সুসংবাদের সম্পাদক প্রমুখকে স্মারক সম্মর্ধনা, মানপত্র প্রদান করা হয়। আসরে আরও অংশগ্রহণ করেন হুগলি টিভির কর্ণধার অশোক কুমার রায় (তাঁকেও স্মারক সম্মান প্রদান করা হয়। করলেন স্বনামখ্যাত কবি বরুণ চক্রবর্তী) সদ্য প্রয়াত নবারুণ ভট্টাচার্যের স্মৃতিচারণ করলেন ডঃ মুখোপাধ্যায়।

এঁদের পরের আসর অনুষ্ঠিত হল একই জায়গায় ৬ সেপ্টেম্বর ঠিক সন্ধ্যো ৬:৩০ মিনিটে। সভাপতিত্ব করেন সুমন্ত মুখোপাধ্যায়। কবিতা পাঠ করেন সুগত চৌধুরী, দেবকুমার গুহ, পার্থ চট্টোপাধ্যায়, ডঃ চন্দ্রা মজুমদার, ডঃ বাদল দাস, পীযুষকান্তি সেনগুপ্ত, ঝর্ণা বিশ্বাস, দেবাশীষ মল্লিক, শঙ্কর গুহ, অরুনোদয় ভট্টাচার্য, অমিত গঙ্গোপাধ্যায়, উমা সাহা, বিশ্বজিৎ সাহা, সুজিত দেবনাথ, শৈলেশ্বর মুখোপাধ্যায়, মিনতি মিত্র, গায়ত্রী চক্রবর্তী, তুষার কণা দাস, ছবি দে, ফাল্গুনী রায়, স্বপন শী, অমলেন্দু দাস, গোপাল চক্রবর্তী, শ্রীদীপ মণ্ডল, নবকুমার মণ্ডল, তাপস তরফদার, সুরেখা চন্দ্র মণ্ডল, দীপান্বিতা, জয়ন্তী গুপ্ত, রাজকুমার দাস, বিদিশা ঘোষ, সুপতি ঘোষাল, অসীম মালাকার, সরমা মুখোপাধ্যায়, কেয়া দাস বিশ্বাস, পিয়ালী রায়, সমর চ্যাটার্জি, দীপংকর দেব মণ্ডল, কুণাল অধিকারী, দীনেশ চন্দ, বিদ্বেশ্বর রায়, শুভা গঙ্গোপাধ্যায়, অরূপ সামন্ত।

সংগীত পরিবেশন করেন সুমন্ত মুখোপাধ্যায়, শ্রীদীপ মণ্ডল, কল্পনা সেনগুপ্ত। সবার প্রথমে ম্যাজিক দেখিয়ে সভার উদ্বোধন করে সকলকে মুগ্ধ করেন প্রিয়ম গুহ। সেই আসরে সম্বর্দ্ধিত হয়েছিলেন ডঃ বাদল দাস ও পুরুষোত্তম তালুকদার।

২১ সেপ্টেম্বর অ্যালজাইমারস দিবস। অ্যালজাইমারস হল একটি রোগ যা, ৮০ শতাংশ বৃদ্ধদের মধ্যে দেখা যায়। শুধু বয়স্ক নয় এই রোগ সকলেরই হতে পারে। শুধু একটু সচেতন হলেই এই রোগটিকে আমরা নির্মূল করতে পারব। নচেত এই রোগীর সংখ্যা ক্রমশই বেড়ে যাবে। এই রোগের ওপর একটি আলোচনা সভা হয়ে গেল সম্প্রতি ক্যালকাটা প্রেস ক্লাবে। ছবি : উৎপল কুমার রায়

জমজমাট কলকাতা ফুটবল লিগে শেষ হাসি ইষ্টবেঙ্গলেরই

তবে ১০ ম্যাচের লিগের গুরুত্ব নিয়ে প্রশ্ন উঠছে

নিজস্ব প্রতিনিধি : দশ ম্যাচের কলকাতা ফুটবল লিগ অনেক প্রাক্তনের কাছেই প্রহসন ছাড়া আর কোনও উপমাই পাচ্ছে না। তবুও শেষলগ্নে এই লিগই বেশ টানটান উত্তেজনায় শেষ হল। লিগের শেষ ম্যাচ পর্যন্ত মোহনবাগান, ইষ্টবেঙ্গল ও টালিগঞ্জ অগ্রগামীর মধ্যে তুল্যমূল্য লড়াই থাকলেও শেষ হাসিটা হাসল ইষ্টবেঙ্গলই। এই নিয়ে টানা পাঁচ বছর তারা কলকাতা লিগ জিতল। তবে শেষ ম্যাচ পর্যন্ত তিন দলের কাছেই সমান সুযোগ ছিল। শেষ ম্যাচের আগে মোহনবাগানের ১০ ম্যাচে পয়েন্ট ছিল ২৪। এবছর লিগ দৌড়ে সকলকে অবাক করে দেওয়া সুব্রত ভট্টাচার্যের প্রশিক্ষণাধীন টালিগঞ্জ অগ্রগামী আর ইষ্টবেঙ্গলের ৯ ম্যাচে ২২ পয়েন্ট ছিল। এই অবসথায় শেষ ম্যাচে টালিগঞ্জ অগ্রগামীকে ৩–১ গোলে হারিয়ে টানা পাঁচবার লিগ জিতে নিল ইষ্টবেঙ্গল। তবে টালিগঞ্জ অগ্রগামী যদি লিগ জিততে পারত তাহলে ইতিহাস সৃষ্টি করে ফেলত তারা। তখন দীর্ঘ ছাপ্পান্ন বছর পর তিন প্রধান ছাড়া অন্য দল কলকাতা লিগ জয়ী হত। তবে এই যদি–কিন্তুর সঙ্গেই এবারের মতো শেষ হয়ে গেল ময়দানের বাবলুদার দলের স্বপ্নের উড়ান। হতাশ হতে হল মোহনবাগানকেও। ডার্বি হারের পাশাপাশি লিগ ও হাতছাড়া হয়ে গেল সুভাষ ব্রিগেডের। বাগানের ট্রফির ক্ষরা যে কবে কাটবে সেই প্রশ্ন কিন্তু সমর্থকদের মনে পাকপাকি জায়গা করে নিচ্ছে। এবিষয়ে সদুত্তর কিন্তু শীঘ্রই বার করতে হবে কোচ ও খেলোয়াড়দের। তা না হলে, শতাব্দীপ্রাচীন এই ক্লাব কিন্তু ক্রমশই নিজেদের ঐতিহ্য হারাতে শুরু করবে।

শেষ পর্যন্ত ফলাফল যাই হোক না কেন দশ ম্যাচের এই লিগ আখেরে কতটা লাভ ঘটাচ্ছে বাংলার ফুটবলের সে বিষয়ে কিন্তু সন্দেহ রয়ে যাচ্ছে। যদিও উন্নত সম্প্রচার, নতুন প্রতিভার উত্থান এসব লিগের অঙ্গ হয়ে উঠছে তাসত্ত্বেও সুদুরপ্রসারী কোনও লক্ষ্য কিন্তু আইএফএ–র দেখা যাচ্ছে না। আজও চূড়ান্ত অপেশাদারিত্ব আঘাত আনছে কলকাতা লিগের উপর। বার বার সূচী বদল করতে ব্যধ্য হন কর্তারা। বড় দলগুলির চাপে ক্রমশ ছোট দলগুলির বক্তব্য গুরুত্ব হারাচ্ছে। এমনিতেই দর্শক সংখ্যার হার নিম্নগামী। তার ওপর আই লিগ, আই এস এলের চাপে ক্রমশ কোনঠাসা হয়ে উঠছে কলকাতা লিগ। শতাব্দীপ্রাচীন আইএফএ শিল্ড ও ঠিকভাবে সংগঠিত করতে পারছেন না কর্তারা। সব মিলিয়ে তাই বলা যায়, আইএফএ তথা বাংলার ফুটবলের হাল ক্রমশ আই সি ইউ তে পৌছে যাচ্ছে।

বেহালা নাবালিয়া পাড়ায় দুর্গাপুজো– ফুটবল মিলেমিশে একাকার

অর্পণ মণ্ডল

বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণের সেরা পার্বণ শারোৎসবের উত্তেজনায় কাঁপছে গোটা বাংলা। হরেক রকম থিমের ভিড়ে ক্রমশই বৈচিত্রপূর্ণ হয়ে উঠছে শারোদৎসব। বাঙালির আরেক প্রেম ফুটবল–ও এবার সামিল হয়ে পড়ল বাংলার সেরা উৎসবে। বেহালা বড়িশার নাবালিয়া পাড়া ইউনাইটেড ক্লাবের হাত ধরেই এবছর মা দুর্গার যুগলবন্দি হচ্ছে ফুটবলের সঙ্গে।

১৫তম বর্ষে মান্না দে'র অমর গান 'বাঙালির তুমি ফুটবল'–ই এবছর এই বেহালার ক্লাবের থিম। বেহালার অন্য পুজোগুলির থেকে তুলনামূলকভাবে নতুন এই পুজোর গোটা মণ্ডপটাই তৈরি হচ্ছে বিরাট এক ফুটবলের ধাঁচে।

শিলপী শৈবাল রায়ের ভাবনায় তৈরি ২০ ফুট বাই ২০ ফুটের ওই দানবাকৃতি ফুটবলের কাঠামো পুরোপুরি লোহার। তার উপর থাকছে আয়রন শিট। তারও ওপরে আসল ফুটবলের মত চামড়া বসিয়ে কালো–সাদা নকশা তৈরি হবে। শুধু মণ্ডপেই নয় প্রতিমাতেও চমক থাকছে বলে জানালেন পুজো উদ্যোক্তারা। এখানকার প্রতিমা তৈরি হচ্ছে আইএফএ শিল্ডের আদলে। পরিবারসহ মা দুগ্গা এখানে স্থান পাবেন শিল্ডের আধারেই।

বঙ্গজীবনের অঙ্গ ফুটবলের মহিমা নাবালিয়া পাড়ায় শুধুমাত্র মণ্ডপেই সীমাবদ্ধ থাকছেনা। উদ্যোক্তরা জানালেন গোটা পাড়ার প্রায় ২০০ ফুট অঞ্চল জুড়ে মোহনবাগান, ইষ্টবেঙ্গল ও মহামেডানের বিভিন্ন স্মরনীয় ছবি, ঐতিহাসিক ম্যাচের বিবরণ ইত্যাদির সম্ভার থাকবে। দর্শকেরা মণ্ডপে ঢুকলেই পাশাপাশি দেখতে পাবেন মোহনবাগানের ঐতিহাসিক শিল্ড জয় থেকে শুরু করে ইষ্টবেঙ্গলের আসিয়ান জয়ের ছবি। মহামেডানের ডুরান্ড জয় থেকে মোহনবাগানের পেলে ম্যাচ, ইষ্টবেঙ্গলের বিদেশ সফর ইত্যাদির মত বহু দুস্প্রাপ্য ছবি। মণ্ডপ চত্বরে একটি জায়ান্ট স্ক্রিনও থাকছে। এখানে তিন প্রধানের বিভিন্ন ইতিহাসের ওপর নির্মিত একটি তথ্যচিত্র দেখানো হবে।

পুজো কমিটির সদস্যের কথায় 'গোটা পাড়াই হয়ে উঠবে ফুটবল পাড়া। থিমের সাথে সামঞ্জস্য রেখে এই পুজোর ব্রান্ড অ্যামবাসাডার করা হয়েছে তিন প্রধানের তিন মহারথীকে–সুব্রত ভট্টাচার্য, ভাস্কর গঙ্গোপাধ্যায় আর মইদুল ইসলাম। এদের হাত দিয়েই ২৫ তারিখ উদ্বোধন হচ্ছে এই অভিনব দুর্গাপুজোর। বর্তমানে যখন বাংলার ফুটবল গৌরব প্রায় মুছে যেতে বসেছে, ঠিক তখনই নাবালিয়া পাড়া ইউনাইটেড ক্লাবের এই প্রয়াস একটা কথাই মনে করায়–ফুটবলে বাঙালি পিছিয়ে পড়লেও আজও ফুটবলের প্রতি আবেগের ভাঁড়ারে এতটুকু টান পড়েনি।

নবম বছরে সেনা ফুটবল

নিজস্ব প্রতিনিধি: সেনা ফুটবল নিজস্ব প্রতিনিধি: শিলিগুড়ির তিস্তা স্টেডিয়ামের স্বাস্ত্র সিমা বল ক্যাম্পাসে নবম আন্তঃ ফ্রন্টিয়ার ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল গত ১৫ থেকে ১৮ সেপ্টেম্বর। অংশগ্রহণ করে লখনউ, রাণীক্ষেত, গুয়াহাটি, পাটনা ও শিলিগুড়ি ফ্রান্টিয়ার। সকালের পর্বে পাটনাকে ১–০ গোলে পরাজিত করে জেতে শিলিগুড়ি। গোল করেন বসন্ত কুমার। অপর ম্যাচে রাণীক্ষেত ২–০ গোলে পরাজিত করে গুয়াহাটিকে। দুটি গোলই করেন কমল সিং। বিকালের পর্বে লখনউ ১–০ গোলে পরাজিত হয় পাটনার কাছে। অপর ম্যাচে শিলিগুড়ি ৪–১ গোলে পরাজিত করে গুয়াহাটিকে। শিলিগুড়ির হয়ে গোল করে রমেশন সিং, সুমিত থাপা, বিজেশন সিং এবং কেশব রাই। গুয়াহাটির হয়ে একমাত্র গোলটি করেন মনোরঞ্জন মুর্মু। তৃতীয় দিন পাটনা ও গুয়াহাটি ফ্রন্টিয়ারের খেলায় ৩–১ গোলে পাটনা ফ্রন্টিয়ার–গুয়াহাটি ফ্রন্টিয়ারকে পরাস্ত করে। এবং শেষ ম্যাচে শিলিগুড়ি ফ্রন্টিয়ার ২–১ গোলে লখনউ ফ্রন্টিয়ারকে পরাস্ত করে এবং প্রথম ম্যাচে রাণীক্ষেত ফ্রন্টিয়ার লখনেউ ফ্রন্টিয়ারকে ২–১ গোলে পরাস্ত করে।

মনের খেয়াল

জেনে রেখো

২০ সেপ্টেম্বর, ১৮৫৩

অখণ্ড বাংলার অনন্য সাধারণ জননেতা জননায়ক হরদয়াল নাগ–এর মৃত্যু দিন। গান্ধিজীর উদাত্ত আহ্বানে আইন ব্যবসা পরিত্যাগ করে অসহযোগ আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেন। চাঁদপুর অঞ্চল কর্মক্ষেত্র রূপে নির্বাচন করে নেন। আসামের চা–বাগানের শ্রমিকদের ওপর অমানুষিক নির্যাতনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন। দেশজননীকে সেবার পুরস্কার স্বরূপ বহুবার কারারুদ্ধ হন।

২২ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৩

জ্যোতিষচন্দ্র জোয়ারদার–এর মৃত্যুদিন। পিতার প্রভাবে মনে জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটে। ছাত্রাবস্থায় হেমচন্দ্র ঘোষ স্থাপিত গুপ্ত সমিতি 'মুক্তি সংঘের' সংস্পর্শে আসেন। ১৯৩০ সালে ঢাকাতে কুখ্যাত পুলিশ সুপারের উপর আক্রমণের পরেই তিনি গ্রেফতার হন। মুক্তির পর ঢাকা ও ময়মনসিংহের বিভিন্ন স্থানে গণসংগঠন গড়ে তোলেন। ১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ওপার থেকে আগত লক্ষ লক্ষ মানুষের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। টালিগঞ্জ এলাকা থেকে তিনি বিধানসভা নির্বাচনে নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৫০ সালে রামমোহন লোহিয়ার সঙ্গে একযোগে সোস্যালিস্ট পার্টি গড়ে তোলেন।

২৩ সেপ্টেম্বর, ১৯১৪

স্বাধীনতা সংগ্রামী ও বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা বিশ্বনাথ দুবে–এর জন্ম দিন। ছাত্রাবস্থায় আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দেন। এরপর 'ছাত্রদল' নামে একটি কমিউনিস্ট বিপ্লবী গ্রুপের সদস্য হন। এই দলের সঙ্গেই প্রথমে সর্বভারতীয় লেবার পার্টি ও পরে ১৯৩৯ সালে বলশেভিক দলে যোগ দেন। ১৯৩৪ সালে খিদিরপুর ডক শ্রমিকদের বিখ্যাত বন্দর ধর্মঘটের একজন নেতা ছিলেন তিনি। কলকাতা ডক লেবার বোর্ড ও ইউটিইউসি'র সদস্যও ছিলেন। অসংখ্য সংগঠনের সভাপতির পদে আসীন ছিলেন।

২৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৩২

বীর মহিলা শহিদ প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার–এর মৃত্যু দিন। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের অন্যতম নায়িকা। তাঁর নেতৃত্বে প্রীতিলতা চট্টগ্রামের ইউরোপীয় ক্লাবের উপর বোমা নিক্ষেপ করে পুলিশের সহিত যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জন দেন।

২৬ সেপ্টেম্বর, ১৮২০

বাংলার শ্রেষ্ঠ মহামনীষী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্ম দিন। বিধবা বিবাহ আইন লিপিবদ্ধ হয়েছিল তাঁরই কর্মকুশল আন্দোলনের ফলে। বিদ্যাসাগরের 'বর্ণ পরিচয়' থেকে বাঙালির শিক্ষাজীবন শুরু। দেশের শিক্ষা সম্প্রসারণে বিদ্যাসাগরের ভূমিকা অসীম।

বিপুল বিশ্বাস, পঞ্চম শ্রেণী, সোদপুর ঘোলা হাইস্কুল।

*খুদে বন্ধুরা তোমাদের আঁকা ছবি, ছড়া, ছোটগল্প ও মজার অভিজ্ঞতার কথা পাঠাও পত্রযোগে অথবা ই–মেলে পাঠাও বাংলা ওয়ার্ডে বা **JPEG** ফরম্যাটে*

ধাঁধা

গত সংখ্যার উত্তর: কচুরি।

তিন অক্ষরের নাম তার,
জলেতে চরে।
মাঝের অক্ষর বাদ দিলে
আকাশে ওড়ে।

ধাঁধা লিখেছেন মেখলা সরকার

*উত্তর পাঠাও এসএমএস পরিষেবার মাধ্যমে **9038640030** এই নম্বরে। প্রথম সঠিক উত্তরদাতা পাবে আকর্ষণীয় পুরস্কার। উত্তর পাঠাবার শেষ তারিখ: ২৬.০৯.১৪ তারিখের মধ্যে। নাম, ঠিকানা ও বয়স অবশ্যই লিখবে।*

Owener: Nikhil Banga Kalyan Samiti. Printer & Publisher Sudhir Nandi. Published from 57/1A, Chetla Road,Kolkata- 27 and printed from Nikhil Banga Prakasani, Bibek Niketan, Samali, Bisnupur, South 24 Parganas. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri. Fax No. 033-2479-8591, Email: alipur_barta@yahoo.co.in, alipurbarta1966@gmail.com

সত্বাধিকারী ঃ নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি। **প্রকাশক ও মুদ্রক**ঃ সুধীর নন্দী। নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, সামালি, বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন – ২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। **সম্পাদক** ঃ ড. জয়ন্ত চৌধুরী। যোগাযোগের ঠিকানা ঃ ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা – ৭০০ ০২৭, ফ্যাক্স নং ঃ ০৩৩–২৪৭৯–৮৫৯১, ই–মেল–alipur_barta@yahoo.co.in, **সহ সম্পাদক** ঃ কুণাল মালিক।